ভাষাপরিচ্ছেদ।

'সিদ্ধান্তমুক্তাবলী' সমেত।

গ্রন্থকারের জীবনী, প্রতি কারিকার সূচী ও

পারিভাষিক শব্দের ইংরাজী

ব্যাখ্যা সংবলিত।

শ্রীযুক্ত পণ্ডিত রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী, এম, এ,

রায় বাহাদুর কর্ত্তৃক অনূদিত।

(দ্বিতীয় খণ্ড)

কলিকাতা।

১৩১৯, ৩১শে চৈত্র।

মূল্য ১॥০ দেড় টাকা।

CALCUTTA:
PUBLISHED BY DEVENDRANATH BANERJEE,
30, TARAK CHATTERJEE'S LANE.
PRINTED BY N. N. KONGAR,
VICTORIA PRESS, 2, GOABAGAN STREET.

সিদ্ধান্তমুক্তাবলী-সমেত ভাষাপরিচ্ছেদের বঙ্গানুবাদ

দ্বিতীয় খণ্ড।

—০:)*(:০—

ভূমিকা।

——:*:— —

"যস্য নিঃশ্বসিতং বেদা যো বেদেভ্যোঽখিলং জগৎ।
নির্ম্মমে তমহং বন্দে বিদ্যাতীর্থমহেশ্বরম্ ॥"
কামাখ্যাহৃতদুরিতা পুরমথনমথিতবিকল্পবিনিবেশা।
তার্কিকনেত্রশলাকা, জয়তিতরাং জনমুদে বাণী ॥
শাস্ত্রামোদব্যসনী দুর্গতজনদুঃখনবদলনকুতুকী।
সবিনয়কৃষ্ণসমাখ্যো জয়তু স কৃষ্ণপ্রিয়ো রাজা ॥

দ্বিতীয় খণ্ডের প্রতিপাদ্য বিষয়ের আলোচনার পূর্ব্বে গ্রন্থকর্ত্তার প্রাদুর্ভাবকাল ও জীবনী সম্বন্ধে কয়েকটী কথা বিবৃত হইল। অনুবাদের প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইবার পর সুপ্রসিদ্ধ প্রত্নতত্ত্ববিৎ মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় এসিয়াটিক সোসাইটী নামক সভায় 'ভাষাপরিচ্ছেদ' সম্বন্ধে একটী প্রবন্ধ পাঠ করেন। ঐ প্রবন্ধ ১৯১০ সালের এসিয়াটিক সোসাইটীর পত্রিকার ষষ্ঠ খণ্ডের (ভলুমের) সপ্তম সংখ্যায় [Vol. VI, (New series) No. 7. 1910] মুদ্রিত হইয়াছে। ঐ প্রবন্ধে শাস্ত্রী মহাশয় বিশ্বনাথকৃত গৌতমসূত্রবৃত্তি গ্রন্থের উপসংহার হইতে নিম্নলিখিত শ্লোকসমূহ উদ্ধার করিয়াছেন। ঐ শ্লোকগুলি মুদ্রিত পুস্তকে দেখা যায় না, পরন্তু ইণ্ডিয়া আপিস্ পুস্তকালয়ের পুস্তক ও বিন্ধ্যেশ্বরীপ্রসাদ দ্বিবেদী মহাশয়ের হস্তলিখিত পুস্তকে পাওয়া যায়। শাস্ত্রী মহাশয় বলেন যে, গবর্ণমেণ্টের জন্য ক্রীত একখানি হস্তলিখিত পুস্তকে তিনি ঐ শ্লোকগুলি দেখিয়াছেন। শ্লোকগুলি এই :—

"এষা মুনিপ্রবরগৌতমসূত্রবৃত্তিঃ
শ্রীবিশ্বনাথকৃতিনা সুগমাল্পবর্ণা।
শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রচরণাম্বুজচঞ্চরীকঃ
শ্রীমচ্ছিরোমণিবচঃপ্রচয়ৈরকারি ॥
কঠিনার্থপদাং কৃতিং মমৈতাম্
মৃদুনি ত্বচ্চরণে সমর্পয়ামি।
অপরাধমিমং প্রভো ক্ষমেথা
নমু নারায়ণ দেব দীনবন্ধো ॥

রসবাণতিথৌ শকেন্দ্রকালে
বহুলে কামতিথৌ শুচৌ সিতাহে।
অকরোন্মুনিসূত্রবৃত্তিমেতাং
ননু বৃন্দাবিপিনে স বিশ্বনাথঃ ॥"

অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের পাদপদ্মের ভ্রমর, গ্রন্থকার বিশ্বনাথ মুনিপ্রবর-গৌতম-রচিত সূত্রের বৃত্তি শ্রীমচ্ছিরোমণির (শ্রীরঘুনাথ শিরোমণির) বাক্যাবলম্বনে সুগম ভাষায় সংক্ষেপে নিবদ্ধ করিয়াছেন। হে দীনবন্ধো নারায়ণ, আমি আমার কঠিনার্থ-পদ-বিরচিত এই নিবন্ধ আপনার কোমল চরণে সমর্পণ করিতেছি। হে প্রভো, আমার এই অপরাধ ক্ষমা করুন্। এই সেই বিশ্বনাথ শকনরপতির ১৫৫৬ অব্দে (১৬৩৪ খৃঃ অব্দে) জ্যৈষ্ঠ মাসের কৃষ্ণ পক্ষে ত্রয়োদশী তিথিতে শুক্রবারে বৃন্দারণ্যে (বৃন্দাবনে) এই মুনিসূত্রবৃত্তি প্রণয়ন করেন।

উদ্ধৃত শ্লোকগুলি প্রামাণিক বলিয়া গ্রহণ করিলে স্থির হয় যে, গৌতমসূত্রবৃত্তি-প্রণেতা বিশ্বনাথ খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে বর্ত্তমান ছিলেন। আবার ঐ বিশ্বনাথই ভাষাপরিচ্ছেদ গ্রন্থ প্রণয়ন করেন, সুতরাং উপরোক্ত শ্লোকসমূহ হইতে ভাষাপরিচ্ছেদকার বিশ্বনাথের আবির্ভাবকাল একরূপ নির্ণীত হয়। তবে মুদ্রিত পুস্তকসমূহে যখন ঐ শ্লোকগুলি স্থান প্রাপ্ত হয় নাই, তখন উহাদের প্রামাণিকত্বে সন্দেহের অবকাশ নাই, এ কথা বলা যায় না। শাস্ত্রী মহাশয় স্বীয় প্রবন্ধে বিদ্যানিবাস ভট্টাচার্য্য প্রণীত দানকাণ্ড নামক গ্রন্থের লিপিকাল-নির্ণায়ক কবিচন্দ্র নামক জনৈক শূদ্র লিখিত এক শ্লোকের উল্লেখ করিয়াছেন। ঐ শ্লোক হইতে দানকাণ্ড গ্রন্থ ব্যোমেন্দুশরশীতাংশুমিত (১৫১০) শকে অর্থাৎ ১৫৮৮ খৃঃ অব্দে রচিত, এইরূপ জানা যায়। অতএব ঐ কালে বিদ্যানিবাস ভট্টাচার্য্য বর্ত্তমান ছিলেন, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। আর এই বিদ্যানিবাস বিশ্বনাথের পিতা হইলে, বিশ্বনাথের ১৬৩৪ খৃঃ অব্দে বর্ত্তমান থাকা অসম্ভব নহে। কিন্তু এই বিদ্যানিবাসই যে ভাষাপরিচ্ছেদাদি-রচয়িতা বিশ্বনাথের পিতা, তদ্বিষয়ে প্রমাণ আবশ্যক। শাস্ত্রী মহাশয় বলেন যে, 'ভ্রমরদূত' নামক একখানি খণ্ডকাব্যের রচয়িতা রুদ্র ন্যায়বাচস্পতি আপনাকে বিদ্যানিবাসের পুত্র ও বিদ্যাবাচস্পতির পৌত্র বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন। এক্ষণে যদি এই বিদ্যানিবাস ভাষাপরিচ্ছেদকারের পিতা হন্, তাহা হইলে রুদ্র ও বিশ্বনাথ দুই ভাই, এইরূপ স্বীকার করিতে হইবে। শ্রীযুক্ত বাবু নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় তাঁহার সুবিদিত জাতীয় ইতিহাসের ১ম খণ্ডের ২৯৫ পৃষ্ঠায় বন্দ্যবংশীয় আখণ্ডলের যে বংশানুক্রম মুদ্রিত করিয়াছেন, তাহাতেও সুবিখ্যাত বাসুদেব সার্ব্বভৌমের ভ্রাতা রত্নাকর বিদ্যাবাচস্পতির পুত্র কাশীনাথ বিদ্যানিবাসের রুদ্রবাচস্পতি, নারায়ণ ও বিশ্বনাথ এই তিন পুত্রের উল্লেখ দেখা যায়। যে সকল মূল কারিকা হইতে এই সকল নাম সঙ্কলিত হইয়াছে, তাহাতে কাশীনাথ বিদ্যানিবাস ও তাঁহার পুত্র রুদ্রবাচস্পতি যে উভয়েই বড় পণ্ডিত ছিলেন, তাহার পরিচয় আছে। পরন্তু বিশ্বনাথসম্বন্ধে সেরূপ কোন পরিচয় পাওয়া যায় না। বিশ্বনাথের পুত্র

রাজীবেরও কোন উল্লেখ দেখা যায় না। সুতরাং নগেন্দ্র বাবুর জাতীয় ইতিহাস শাস্ত্রী মহাশয়ের উক্তির সাধক বলিয়া বিবেচনা করা যায় না। পক্ষান্তরে তাঁহার উদ্ধৃত শ্লোকসমূহের প্রামাণিকত্বও নির্ণীত হয় নাই। বিশ্বনাথকৃত ভাষাপরিচ্ছেদ বা গৌতমসূত্রবৃত্তি—কোন গ্রন্থেই শিরোমণির উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় না। পক্ষান্তরে কন্দলীকার শ্রীধরাচার্য্য ও আচার্য্য উদয়নের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়; যথা—মুক্তাবলী গ্রন্থের বিন্ধ্যেশ্বরীপ্রসাদের সংস্করণের ২৮ পৃষ্ঠায় 'তথাচোক্তং' বলিয়া দ্রব্যকিরণাবলী গ্রন্থে উদয়নাচার্য্যবিরচিত "ব্যক্তেরভেদস্তুল্যত্ব"মিত্যাদি শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে; এইরূপ ৪০ পৃষ্ঠায় "তস্যাপি ন কারণত্বমিত্যাচার্য্যাণামাশয় ইত্যন্যে", ২২৮ পৃষ্ঠায় "যথা সেনাবনাদাবিতি কন্দলীকারঃ। আচার্য্যাস্তু ত্রিত্বাদিকমেব বহুত্বং মন্যন্তে।" ইত্যাদি সন্দর্ভ দৃষ্ট হয়। কন্দলীকার শ্রীধর ৯১৩ শকাব্দে কন্দলীগ্রন্থ রচনা করেন, * আচার্য্য তাঁহার সামসময়িক বা কিছু পরবর্ত্তী হইবেন। ইঁহারা উভয়েই বৈশেষিক দর্শনের বৃত্তিকার, সুতরাং তাঁহাদের গ্রন্থ যে বিশ্বনাথ ন্যায়পঞ্চাননের উপজীব্য হইবে, তাহা বিচিত্র নহে। শিরোমণি কিন্তু বৈশেষিক সূত্রের ব্যাখ্যা করেন নাই—এরূপ স্থলে "শিরোমণিবচঃপ্রচয়ৈরকারি" ইত্যাদি উক্তি কিরূপে সঙ্গত হইতে পারে? তবে মুক্তাবলী গ্রন্থের ২৪৩ পৃষ্ঠায় "বস্তুতস্তু প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকসম্বন্ধেনে"ত্যাদি ব্যাপ্তির যে সিদ্ধান্তলক্ষণ প্রদত্ত হইয়াছে, উহা শিরোমণিকৃত গ্রন্থেও দৃষ্ট হয়; কিন্তু ঐ লক্ষণ কাহার উদ্ভাবিত, তাহার কোন প্রমাণ নাই; সুতরাং উক্ত লক্ষণ হইতে বিশ্বনাথ ও শিরোমণির পৌর্ব্বাপর্য্যনির্ণয় হইতে পারে না।

অতঃপর ঘটককারিকা হইতে বিশ্বনাথের কাল-নির্ণয়-চেষ্টা করা যাউক। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে, নগেন্দ্র বাবুর জাতীয় ইতিহাসে এক বিশ্বনাথের উল্লেখ আছে, তিনি বিদ্যানিবাসের পুত্রও বটেন; কিন্তু তাঁহার ন্যায়শাস্ত্রকর্তৃত্ব সম্বন্ধে কারিকায় কোন উল্লেখ নাই। এই বিশ্বনাথ আখণ্ডল বন্দ্যোপাধ্যায়ের বংশোৎপন্ন। ঘটক মহাশয়দিগের গ্রন্থে আর একজন বিশ্বনাথের উল্লেখ দেখা যায়; ইনি কামদেব বিদ্যানিবাসের পুত্র। কামদেব ভট্টনারায়ণ হইতে অধস্তন দ্বাদশ পুরুষ। এই কামদেবের বিশ্বনাথ, কৃষ্ণনাথ, হরিনাথ ও সোমনাথ নামক চারি পুত্র জন্মে। ইঁহারা সকলেই বিদ্যাবান্, যশস্বী ও রাজ্যভাক্ (ভূম্যধিকারী) ছিলেন। ইঁহাদের মধ্যে বিশ্বনাথ ন্যায়শাস্ত্রে কৃতী হইয়া ন্যায়পঞ্চানন নামে আখ্যাত হন। ইনি স্বীয় পুত্র রাজীবের শিক্ষার্থে মুক্তাবলী-সমন্বিত ভাষাপরিচ্ছেদ গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। রাজীব 'নিরপত্য' ছিলেন, তাঁহার ভ্রাতাদিগের বংশ ছিল। 'বিদ্যানিবাস' উপাধিবিশেষ; উহা বিদ্যাপারদর্শী কবিপ্রশংসিত পণ্ডিতগণ লাভ করিতেন। এক্ষণে যদি পঞ্চব্রাহ্মণের বঙ্গদেশে আগমনকাল ৯৯৯ সংবৎ বলিয়া গ্রহণ করা যায় ও ৩০ বৎসরে এক এক পুরুষ ধরা যায়, তাহা হইলে বিশ্বনাথ ভট্টনারায়ণ হইতে ত্রয়োদশ পুরুষ বলিয়া তাঁহার আবির্ভাবকাল ৯৪২+৩৯০=১৩৩২ খৃঃ হইয়া পড়ে, আর যদি প্রাচীনদিগের দীর্ঘজীবিতা স্মরণ করিয়া

---

* ত্র্যধিকদশোত্তরনবশতশকাব্দে ন্যায়কন্দলী রচিতা।—ন্যায়কন্দলী। ভূমিকা ২৩ পৃঃ।

৪০ বৎসরে এক এক পুরুষ ধরা যায়, তাহা হইলে তাঁহার আবির্ভাবকাল ৯৪২ + ৫২০ = ১৪৬২ খৃঃ অব্দ হইয়া পড়ে ও তিনি কাণভট্ট শিরোমণির, যিনি চৈতন্যমহাপ্রভুর (১৪৮৫— ১৫২৭ খৃঃ) সামসময়িক ছিলেন, কিছু পূর্ব্ববর্ত্তী হইয়া পড়েন। টোলের অধ্যাপক মহাশয়দিগের মতেও বিশ্বনাথ, শিরোমণির পূর্ব্ববর্ত্তী ছিলেন। অতএব এই শেষোক্ত মত গ্রাহ্য করিলে বিশ্বনাথ ন্যায়পঞ্চানন উদয়নাচার্য্যের পরবর্ত্তী ও কাণভট্ট শিরোমণির পূর্ব্ববর্ত্তী ছিলেন, এইরূপ সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে। এ সম্বন্ধে ঘটকগ্রন্থের প্রমাণ নিম্নে উদ্ধৃত হইল *:—

"শ্রীক্ষিতীশস্ত শাণ্ডিল্যো ভূমিদেবো নৃপঃ স্বয়ম্।
তস্যাপত্যেষু বিখ্যাতো ভট্টনারায়ণঃ কবিঃ॥
তৎপুত্রেষু চ যাজ্ঞিকো নীপঃ কেশরকোণিকঃ।
তস্য হলায়ুধঃ পুত্রস্তস্মাদ্ধরিহরোঽভবৎ॥
কন্দর্পস্তৎসুতো জ্ঞেয়ঃ পৌত্রো বিশ্বম্ভরঃ স্মৃতঃ।
তস্মান্নরহরির্জাতো নারায়ণস্ত তৎসুতঃ॥
পুত্রঃ প্রিয়ঙ্করস্তস্য ধর্ম্মাঙ্গদস্ততোঽভবৎ।
তারাপতিস্ততো জাতঃ কামদেবস্ত তৎসুতঃ॥
চত্বারঃ কামদেবস্য পুত্রা বিশ্বাদয়ঃ স্মৃতাঃ।
বিশ্বঃ কৃষ্ণঃ হরিঃ সোমঃ সর্ব্বে নাথান্তসংজ্ঞিতাঃ॥
বিদ্যাবন্তো যশস্বন্তঃ সর্ব্বে রাজ্যভাজশ্চতে (?)।
ভট্টাদ্ দ্বাদশকঃ কামঃ বিশ্বনাথঃ ত্রয়োদশঃ।
ন্যায়গ্রন্থকৃতিত্বাচ্চ ন্যায়পঞ্চাননঃ স্মৃতঃ॥
নাম্না গ্রন্থো ন্যায়মীমাংসা-সিদ্ধান্তমুক্তাবলী॥
ক্ষাপতিরপি ছাত্রাণামধ্যাপনে রতঃ সদা।
বহুপুত্রবতস্তস্য রাজীবস্ত প্রিয়ঃ সুতঃ॥
তদ্বোধনশীঘ্রত্বে স্বয়ং কৃতা হি টিপ্পনী।
নিরপত্যো হি রাজীবস্তদ্ভ্রাতরস্ত সান্বয়াঃ॥"

(পাটুলীনিবাসী রামদাস ঘটকের সারাবলী গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত)

"হলায়ুধে গতে স্বর্গে কামো বিদ্যানিবাসতঃ।
বিশ্বনাথঃ সুতস্তস্য ন্যায়পঞ্চাননঃ স্মৃতঃ॥
গ্রন্থঃ কৃতঃ সুবোধায় রাজীবস্য সুতস্য হি।
ন্যায়ে ভাষাপরিচ্ছেদো মুক্তাবলীসমন্বিতঃ॥

---

* অবশ্য, এই সকল ঘটককারিকার প্রমাণের জন্য আমি বাঙ্গালার সুবিখ্যাত জাতিতত্ত্ববিৎ পণ্ডিত-প্রবর লালমোহনবিদ্যানিধি মহাশয়ের নিকট ঋণী। তিনি নানা স্থান পর্য্যটন করিয়া অনেক কষ্টে ঐ সকল প্রমাণ সংগ্রহকরিয়া আমাকে কৃতজ্ঞতা-পাশে বদ্ধ করিয়াছেন।

সা কীর্ত্তী রাজতে তস্য পুত্রস্নেহকুতূহলাৎ।
সিদ্ধান্তে তর্কমীমাংসা কারিকাসু পরিষ্কৃতা॥
ধরা ধন্যা পুরাকালে কামদেবস্য বিদ্যয়া।
অসৌ বিদ্যানিবাসেতি সংজ্ঞয়া ভুবি বিশ্রুতঃ॥

*　　*　　*　　*

বিদ্যায়াং পারদর্শিত্বে তথা কবিপ্রশংসনে।
বিদ্যানিবাস আখ্যায়াং সরস্বতীসমো ভবেৎ (?)॥" (জন্মেজয় উকিলের নিকট রক্ষিত, নবদ্বীপাধিপতি শিবচন্দ্রের সভাসদ্ শান্তাডাঙ্গানিবাসী রামহরি কুলাচার্য্যের পুঁথি হইতে উদ্ধৃত।)

উপরি-উদ্ধৃত বচনসমূহের প্রামাণিকত্বে সন্দেহ করিবার কোন কারণ দেখা যায় না। অতএব মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ও শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের নির্ণীত কল্প অপ্রমাণ বলিয়া উপেক্ষা করা ব্যতীত আর উপায় নাই। অবশ্য, যখন পঞ্চব্রাহ্মণের বঙ্গাগমন-কাল লইয়াই যথেষ্ট বিবাদ আছে, তখন বিশ্বনাথের আবির্ভাবকালও অভ্রান্ত ভাবে নির্ণীত হইতে পারে না, একথা বলা বাহুল্য মাত্র।

তবে এই মাত্র বলা যাইতে পারে যে, দ্বিতীয় কল্পে গ্রন্থকারের পুত্র, তৎকৃত গ্রন্থের নাম ও তাঁহার বিদ্যানিবাস উপাধি প্রভৃতির উল্লেখ দর্শনে ঐ কল্পই সাধীয়ান্ বলিয়া বোধ হয়।

গ্রন্থের প্রতিপাদ্য।

এ সম্বন্ধে অনেক কথাই অনুবাদের প্রথম খণ্ডে বিবৃত হইয়াছে। আবার এই খণ্ডে যোজিত বিষয়ানুক্রমণিকায় প্রত্যেক কারিকার প্রতিপাদ্য বিষয়ের উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহা পাঠ করিলেই কারিকাংশের আলোচ্য সম্বন্ধে কোন কথাই অজ্ঞাত থাকে না। এ স্থলে সে সমুদায়ের উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। নিম্নে প্রতীচ্য দর্শনশাস্ত্রের পাঠকদিগের অবগতির জন্য প্রতীচ্য ও প্রাচ্য (হিন্দু) তর্কশাস্ত্রের (ন্যায় ও বৈশেষিকের) আপেক্ষিক তুলনা প্রদত্ত হইল। ন্যায় ও বৈশেষিক দর্শনকে সাধারণতঃ প্রমাণ শাস্ত্র (Science of proof) বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। প্রমাণ শব্দের অর্থ প্রমা বা যথার্থ জ্ঞান লাভের উপায় বা করণ, অর্থাৎ যদ্দ্বারা যথার্থ জ্ঞান লাভ হয় তাহাই প্রমাণ, যেমন প্রত্যক্ষ (perception), অনুমান (inference) প্রভৃতি। প্রমাণের ভেদ লইয়া, অর্থাৎ প্রমাণ কয় প্রকার এই বিষয়ে হিন্দু দার্শনিকদিগের মধ্যে বিপ্রতিপত্তি দৃষ্ট হয়। নিম্নলিখিত শ্লোকগুলিতে ঐ বিপ্রতিপত্তি পরিস্ফুট :—

প্রত্যক্ষমেকং চার্বাকাঃ কণাদসুগতৌ পুনঃ।
অনুমানঞ্চ তচ্চাপি সাঙ্খ্যাঃ শব্দঞ্চ তে অপি॥
ন্যায়ৈকদেশিনোঽপ্যেবমুপমানঞ্চ কেচন।
অর্থাপত্ত্যা সহৈতানি চত্বার্য্যাহ প্রভাকরঃ॥
অভাবষষ্ঠান্যেতানি ভাট্টা বেদান্তিনস্তথা।
সম্ভবৈতিহ্যযুক্তানি তানি পৌরাণিকা জগুঃ॥

অর্থাৎ চার্ব্বাকেরা একমাত্র প্রত্যক্ষকে প্রমাণ বলেন। কণাদ ও সুগত (বুদ্ধ অর্থাৎ বৌদ্ধ দার্শনিকগণ) অনুমান ও প্রত্যক্ষ, সাঙ্খ্যমতাবলম্বীরা ঐ দুইটী ও শব্দ (verbal testimony) এই তিনটী, ন্যায়ৈকদেশিগণ (এক শ্রেণীর নৈয়ায়িকগণ)ও ঐরূপ (অর্থাৎ ঐ তিনটী), তাঁহাদের মধ্যে আবার কেহ কেহ উপমানকে (analogy)ও প্রমাণ বলেন। প্রভাকর অর্থাপত্তি (presumption)র সহিত এই চারিটী (অর্থাৎ প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান, শব্দ ও অর্থাপত্তি), ভট্টমতাবলম্বী ও বৈদান্তিকগণ উপরিলিখিত পাঁচটী ও অভাব এই ছয়, এবং পৌরাণিকগণ এই ছয়টীর সহিত সম্ভব (বৃহত্তর সংখ্যা বা পরিমাণ হইতে ক্ষুদ্রতর সংখ্যা বা পরিমাণের অনুমান—যেমন সহস্র হইতে শতের অনুমান, বা খারী হইতে দ্রোণের অনুমান) ও ঐতিহ্য (প্রবাদ—যেমন এই বৃক্ষে যক্ষ থাকে এই প্রবাদ আছে, অতএব এই বৃক্ষ যক্ষাধিষ্ঠিত ইত্যাদি) যোগ করিয়া অষ্টপ্রকার প্রমাণ বলিয়া থাকেন। ভাষা-পরিচ্ছেদকার প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান ও শব্দ এই চারিটী প্রমাণ স্বীকার করিয়াছেন। যাহা হউক, প্রমাণের সহিত ন্যায় ও বৈশেষিক সম্বন্ধ। এ বিষয়ে প্রতীচ্য দার্শনিকদিগেরও সম্মতি আছে। জন ষ্টুয়ার্ট মিল্ তাঁহার স্বকৃত লজিক্ বা তর্কগ্রন্থে, লজিক্ বা তর্কশাস্ত্র যে প্রধানতঃ প্রমাণ শাস্ত্র (a science of proof) তাহাই প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহার মতে প্রমাণ-পরীক্ষোপযোগী বুদ্ধিব্যাপারের বিজ্ঞানকে লজিক্ বলে। "As Logic deals with truths of Inference solely, the definition (according to Mill, amending the foregoing definition) should be 'the sciences of the operations of the understanding that are subservient to the estimation of evidence' (Bain's Logic, part I, p 34—Ed. of 1879.)। ন্যায়শাস্ত্রের একটী নাম "আন্বীক্ষিকী" অর্থাৎ যে শাস্ত্র 'অন্বীক্ষা' বা অনুমান লইয়া ব্যাপৃত তাহার নাম আন্বীক্ষিকী, ইহা হইতেও পূর্ব্বোক্ত ইউরোপীয় মতের সহিত সংবাদ লক্ষিত হইবে।

পদার্থ বা (category)র কথা। ন্যায় যদি প্রমাণ শাস্ত্র হয় অর্থাৎ প্রমা বা যথার্থ জ্ঞানের কারণ হয়, তাহা হইলে স্বতঃই এই প্রশ্ন উদিত হয়—প্রমা বা যথার্থ জ্ঞান কাহাদের? অর্থাৎ প্রমার বিষয় কাহারা? বৈশেষিকের মতে যাহা কিছু প্রমা বা জ্ঞানের বিষয়, তৎসমস্তকেই সাত শ্রেণীতে বিভাগ করা যাইতে পারে; যথা:—দ্রব্য, গুণ, কর্ম্ম, সামান্য, বিশেষ, সমবায় ও অভাব। এই সাতটী পদার্থ বা পদের অর্থ বা প্রতিপাদ্য, অর্থাৎ যে কোন

পদার্থের (thing)ই নাম করা যাউক না কেন, তাহা এই সাত শ্রেণীর এক শ্রেণীভুক্ত হইবে। এই জন্য মিল্ এই পদার্থবিভাগকে "classification of all nameable things" বলিয়াছেন। তাঁহার মতে পদার্থ সকলকে চারি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে; যথা :—(১) সুখদুঃখাদিবেদনা (States of consciousness), (বৈশেষিকের মতে ইহা গুণের অন্তর্গত); (২) মন (বৈশেষিকের মতে ইহা দ্রব্য পদার্থের অন্তর্গত); (৩) বাহ্যবস্তু (Bodies or external objects—ইহাও দ্রব্যেরই অন্তর্ভূত); এবং (৪) বেদনাসমূহের যৌগপদ্য ও ক্রমভাবিত্ব (Succession), সাদৃশ্য ও অসাদৃশ্য (উহাদের মধ্যে বৈশেষিকের মতে সাদৃশ্য পদার্থান্তর বলিয়া স্বীকৃত নহে—আর যৌগপদ্য ও ক্রমভাবিত্ব কালসম্বন্ধবিশেষ বলিয়া কালের অন্তর্গত)। মিলের মতে এইরূপ পদার্থবিভাগ আরিষ্টটলের পদার্থবিভাগ হইতে সাধীয়ান্। (This, until a better can be suggested, may serve as a substitute for the abortive classification of existences, termed the categories of Aristotle)। কোনরূপ পদার্থবিভাগকেই একেবারে নির্দ্দোষ বলিয়া বিবেচনা করা যায় না, মিলের কৃত বিভাগও দোষশূন্য নহে। আরিষ্টটলের পদার্থবিভাগ এইরূপ :—(১) দ্রব্য, (২) পরিমাণ, (৩) গুণ, (৪) সম্বন্ধ, (৫) আধার, (৬) কালাংশ (period of time), (৭) অবস্থা (attitude, position), (৮) ধর্ম্ম (equipment, appurtenance, property), (৯) কার্য্যাবস্থা (active occupation, activity), (১০) সাম্যাবস্থা (passive occupation, passivity)। মিল্ এই বিভাগ সম্বন্ধে বলেন, 'The imperfections of this classification are too obvious to require, and its merits are not sufficient to reward, a minute examination.' অর্থাৎ এই বিভাগের দোষ এত স্পষ্ট ও গুণ এত সামান্য যে, ইহার বিশেষ বিচার অনাবশ্যক। সম্প্রতি কোন পদার্থবিভাগের দোষগুণ আমাদের বিচার্য্য নহে। এইমাত্র বলা যাইতে পারে যে, বিভাগের উদ্দেশ্যের প্রতি লক্ষ্য রাখিলে বিভাগের অনেক অসামঞ্জস্যই সুবোধ হইয়া পড়ে। বিখ্যাত দার্শনিক হ্যামিল্‌টন্ এইরূপেই আরিষ্টটলের বিভাগের সমর্থন করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। মিলের স্বকৃত বিভাগও নানাদোষে দূষিত, তৎসম্বন্ধে বিচার অনাবশ্যক। মনে করুন—প্রমাণ, প্রয়োজন, দৃষ্টান্ত, সিদ্ধান্ত, বাদ, জল্প, হেত্বাভাসাদি গৌতমোক্ত পদার্থদিগের—বেদনা, মন, বাহ্যবস্তু বা বেদনাসমূহের যৌগপদ্যাদি চারি পদার্থের কোন পদার্থেই অন্তর্নিবেশ সম্ভব নহে।

ইন্দ্রিয়নিরপেক্ষ জ্ঞান (Intuition)। প্রাচীন তন্ত্রের প্রতীচ্য দার্শনিকগণ দিক্, কাল, দ্রব্য ও কারণ (বা কার্য্যমাত্রের কারণজন্যতা), এই কয়েকটীর জ্ঞানকে ইন্দ্রিয়নিরপেক্ষ জ্ঞান "intuition" বলিয়া থাকেন *। প্রাচ্য দর্শনে কিন্তু কোন জ্ঞানই একেবারে ইন্দ্রিয়নিরপেক্ষ

* At the present day the controversy turns chiefly on these four notions, Time, Space, Substance, Cause.—Bain P. 10.

বলিয়া স্বীকৃত হয় না। স্বীকৃত হইলে দিক্, কাল, দ্রব্য প্রভৃতির সিদ্ধির জন্য ন্যায় ও বৈশেষিককে এত প্রয়াস পাইতে হইত না। প্রশস্ত পদের ভাষ্যে যে "প্রাতিভ" জ্ঞানের উল্লেখ আছে (পৃঃ ২৫৮, বিন্ধ্যেশ্বরীর সংস্করণ) তাহাও ভাষ্যকারের মতে "আত্মমনঃসংযোগ ও ধর্ম্মবিশেষ-জন্য, সুতরাং একেবারে ইন্দ্রিয়নিরপেক্ষ নহে। ঐরূপ প্রাতিভ জ্ঞান বেদবিধাতা ঋষি-দিগের হইয়া থাকে, তবে সময়ে সময়ে সাধারণ লোকেরও জন্মিয়া থাকে, যেমন—'কন্যকা ব্রবীতি শ্বো মে ভ্রাতাগন্তেতি হৃদয়ং মে কথয়তি' অর্থাৎ কন্যা বলিতেছে 'আমার হৃদয় বলিতেছে যে আমার ভ্রাতা (বিদেশস্থ) কল্য আসিবেন'। পরে কন্যার কথা সত্য হইলে কন্যার পূর্ব্বোক্ত জ্ঞানকে "প্রাতিভ" বা intuition জ্ঞান বলা যায়। এই জ্ঞান সাধারণতঃ 'বিদ্যা-তপঃসমাধি জন্য'। নব্য বৈশেষিকের মতে উহা যোগজ সন্নিকর্ষজন্য জ্ঞান বলিয়া অভিহিত হইতে পারে। অবশ্য (ভাবনা) নামক জীববৃত্তি সংস্কারসমূহ অতীন্দ্রিয় (অনুবাদ, দ্বিতীয় খণ্ড ১৮৪ পৃষ্ঠা দেখ), ঐ সকল সংস্কার হইতে 'দৃষ্ট শ্রুত ও অনুভূত' বিষয়ের স্মৃতি ও প্রত্যভিজ্ঞা হয়। ঐ সংস্কারসমূহের কতকগুলি—যেমন মৃত্যুভয়—জীব সাধারণের জন্মান্তরীণ অভিজ্ঞতার ফল, সুতরাং বর্ত্তমানে অতীন্দ্রিয় হইলেও উহাদেরও মূলে ইন্দ্রিয়জত্ব সম্বন্ধে বিবাদ নাই।

মৌলিকতত্ত্ব (first principles)।—প্রতীচ্য তর্কশাস্ত্রে যেগুলি স্বতঃসিদ্ধ বা মৌলিক তত্ত্ব (first principles) বলিয়া পরিগণিত, তাহাদের মধ্যে অনেকগুলি প্রাচ্য ন্যায় বৈশেষিকের স্বীকৃত, যেমন "মূর্ত্তয়োর্যুগপদেকদেশতাবিরোধঃ" (দুইটী মূর্ত্ত পদার্থ [objects having limited dimension] একই স্থানে এককালে থাকিতে পারে না—two things cannot occupy the same space), "বিরুদ্ধয়োর্ন প্রকারান্তরতাস্থিতিঃ" (দুইটী বিরুদ্ধ যথা ক ও অক, ইহাদের মধ্যে প্রকারান্তর থাকিতে পারে না), অকারণ কার্য্যোৎপত্তি হয় না ইত্যাদি। কিন্তু এ সম্বন্ধে বিশেষ বিচার প্রচলিত গ্রন্থাদিতে দেখিতে পাওয়া যায় না। তবে এখনও অনেক গ্রন্থ অনালোচিত রহিয়াছে, সুতরাং এ বিষয়ে নিশ্চয় করিয়া কোন কথা বলা যাইতে পারে না।

কারণতা (Law of causation)।—কারণের লক্ষণ অনুবাদের প্রথম ভাগের ২৩ পৃষ্ঠায় উক্ত হইয়াছে। ঐ লক্ষণানুসারে অনন্যথাসিদ্ধনিয়তপূর্ব্ববর্ত্তিত্বই কারণত্ব, অর্থাৎ যাহা না থাকিলে কার্য্য হয় না ও যাহা কার্য্যোৎপত্তির অব্যবহিত পূর্ব্বক্ষণে নিয়ত (uniformly) উপস্থিত থাকে, তাহাই কারণ। এই লক্ষণ হিউম, মিল, বেন প্রভৃতি প্রতীচ্য-দার্শনিক-সম্মত। বেন তাঁহার লজিক গ্রন্থে (পৃঃ ২০) বলিয়াছেন—In uniformities of succession, there has been discovered a law of uniformity that shortens the labour of enquiry in this department. It is called the law of Cause and Effect or Causation. We may express it thus :—'Every event is uniformly preceded by some other event; to every event there is some antecedent, which happening it will happen.' এই বিজ্ঞানসম্মত লক্ষণ কেবল ন্যায় ও বৈশেষিকে দেখিতে পাওয়া যায়। অন্যান্য হিন্দু দার্শনিকগণ কারণের কার্য্যোৎপাদে শক্তিবিশেষ স্বীকার করেন।

কেবল হিন্দু দার্শনিক কেন, হিউমের পূর্ব্ববর্ত্তী প্রতীচ্য দার্শনিকগণও কারণে কার্য্যোৎপত্তির অনুকূল শক্তিবিশেষ স্বীকার করিতেন। কারণত্ব যে, নিয়তপূর্ব্ববর্ত্তিত্ব ভিন্ন আর কিছুই নহে এই বিজ্ঞানসম্মত লক্ষণ হিউমের পূর্ব্বে ইউরোপে অজ্ঞাত ছিল। ফাউলার্ স্বকৃত Inductive Logic গ্রন্থে লিখিয়াছেন :—

"Previously to his time, it appears to have been taken for granted by the great majority of modern philosophers of all schools (if we except those who, like Malebranche, believed God to be the only efficient cause in the universe, and so-called acts of causation to be only the occasions of the Divine interference), that the idea of causation necessarily implies the idea of power or necessary connection ; necessary connection, that is to say, between the cause and effect, or power in the cause to produce the effect. Even Locke, who effected a revolution in modern philosophy, left this idea of power unassailed, although he attempted to account for its formation."

(Fowler's Inductive Logic, p. 15).

বৈশেষিক দর্শনের স্থায়-কন্দলীটীকায় কারণের শক্তিরূপতা বিশেষ যত্ন সহকারে নিরাকৃত হইয়াছে (১৪৪—১৪৬ পৃষ্ঠা)। অভিজ্ঞ পাঠক উহা পাঠ করিলেই স্থায়-বৈশেষিক-সম্মত কারণতাবাদ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন।

Import or Meaning of Propositions :—বাক্যের অর্থ সম্বন্ধে প্রতীচ্য স্থায়শাস্ত্রে অনেক বিচার আছে। যাঁহারা প্রতীচ্য স্থায়শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছেন, তাঁহাদের নিকট সুবিখ্যাত দার্শনিক হব্ সাহেবের মত অবিদিত নাই। হব্ বলেন যে, প্রত্যেক বাক্যে উদ্দেশ্য ও বিধেয় (Subject & Predicate) এই উভয়ই একই পদার্থের নাম। হবের ভাষায় 'the predicate is a name for the same thing as the subject is a name for.' মনে করুন আমি বলিলাম 'উৎপল নীল'। হবের মতে ইহার অর্থ এই যে—উৎপল বলিলে যে পদার্থকে বুঝায়, নীলও সেই পদার্থেরই নাম। নব্য গ্রন্থকারগণ কেহই এই মতের পূর্ণ সমর্থন করেন নাই। বেনের মতে প্রকৃত পক্ষে উদ্দেশ্য ও বিধেয়ের একবস্তু-ব্যঞ্জকত্বই বাক্যার্থ নহে, পরন্তু উদ্দেশ্যতাবচ্ছেদক ও বিধেয়তাবচ্ছেদকের (connotations of the subject and the predicateএর) দেশ বা কালগত সহভাব (co-existence) বা পৌর্ব্বাপর্য্য (Succession), তুল্যত্ব ও অতুল্যত্ব (equality or inequality)ই বাক্যার্থ। এ মত অবশ্যই সাধীয়ান্, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। হিন্দু দার্শনিকগণের মতে নিপাতাতিরিক্ত নামার্থদ্বয়ের ভেদে অন্বয় অব্যুৎপন্ন (২য় খণ্ড পৃঃ ১০৮—১০৯); অর্থাৎ তাঁহাদের মতে 'উৎপল নীল'

এই স্থলে নীল ও উৎপলের অভেদ সম্বন্ধে অন্বয় হয়; অর্থাৎ যে পদার্থ উৎপল, সেই পদার্থই নীল—ন্যায়ের ভাষায়—'নীলাভিন্ন উৎপল' এইরূপ অর্থ বোধ হয়। অবশ্য নীল পদার্থ ও উৎপল পদার্থের অভেদ নহে, কিন্তু তাঁহাদের আশ্রয়ের অর্থাৎ নীলত্বের ও উৎপলত্বের আশ্রয়ের (যাহার উপর নীলত্ব ও উৎপলত্ব আছে তাহাদের) অভেদ বুঝায়। অর্থাৎ যে বস্তু নীলত্বের আশ্রয়, তাহাই উৎপলত্বের আশ্রয় এইরূপ বুঝায়। এই মতের সহিত প্রথমোদ্ধৃত প্রতীচ্য মতের সামঞ্জস্য পরিস্ফুট। অবশ্য, সকল হিন্দুদার্শনিকই যে নামার্থ-দ্বয়ের ভেদে অন্বয় অব্যুৎপন্ন বলেন তাহা নহে, তাঁহাদের মধ্যে অনেকে আবার ভেদে অন্বয়ের পক্ষপাতীও আছেন।

Five Predicates.—প্রতীচ্য নৈয়ায়িকেরা বিধেয়সমূহকে পাঁচ শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন, যথা—পরাজাতি (Genus), অপরাজাতি (species), differentia (ভেদক ধর্ম্ম), গুণ (proprium), উপাধি (accident)। হিন্দুদর্শনে ঐরূপ বিভাগ দেখা যায় না। তবে বৌদ্ধ দার্শনিকগণ প্রত্যক্ষ লক্ষণ বিচারস্থলে যে পঞ্চ কল্পনার উল্লেখ করিয়াছেন, সেই পাঁচটী কল্পনা, অর্থাৎ জাতি, গুণ, ক্রিয়া, নাম ও দ্রব্য কল্পনাকে Five predicables শব্দে অভিহিত করা যাইতে পারে *। তাঁহাদিগের মতে পদার্থবিশেষে ইন্দ্রিয়সংসর্গের অব্যবহিত পরেই যে, উহা জাতি, বা গুণ, বা ক্রিয়া, বা নাম বা দ্রব্য এইরূপ জ্ঞান হয়, তাহার সহিত প্রকৃত পক্ষে বস্তুর (Realityর) কোন সংস্রব নাই, উহা কল্পনা-বিজৃম্ভিত (cf—'সর্ব্ব এবামী বিকল্পাঃ পরমার্থতোঽর্থং ন স্পৃশন্ত্যেব, স হি নির্বিকল্পকেনৈবাসর্ব্বাত্মনা পরিচ্ছিন্নঃ' ইত্যাদি ন্যায়মঞ্জরী ১ম ভাগ, পৃষ্ঠা ৯৩)। অবশ্য নব্য প্রতীচ্য দার্শনিকগণ প্রাচীনদিগের অভিমত পঞ্চভেদ স্বীকার করেন না। মিলের মতে বিধেয়মাত্রই নিম্নলিখিত পঞ্চভেদের অন্তর্গত; যথা—সত্তা, সহভাব (co-existence), পৌর্ব্বাপর্য্য, কার্য্যকারণভাব, ও সাদৃশ্য (Bain's Logic P. 106.)। এই শেষোক্ত মতের সহিত বেনেরও প্রকৃত পক্ষে সম্মতি আছে (বেনের লজিক—১০৬—১০৭ পৃষ্ঠা)। অবশ্য বেন্ বা মিলের কৃত বিধেয়বিভাগ নির্দ্দোষ বলা যায় না, আর পদার্থসমূহের পরস্পরসম্বন্ধের বৈচিত্র্য নিবন্ধন একেবারে নির্দ্দোষ বিভাগ সম্ভব কি না, সে কথাও চিন্তনীয়।

Realism, Conceptualism and Nominalism.—অবশ্য যাঁহারা ইংরাজি বা অপর কোন প্রতীচ্য দর্শনশাস্ত্র পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা জানেন যে, ব্যক্তি-নিরপেক্ষ জাতি, গুণনিরপেক্ষ গুণী ও অবয়বনিরপেক্ষ অবয়বীর সত্তা লইয়া দার্শনিকদিগের মধ্যে বিপ্রতিপত্তি আছে। তাঁহাদের মধ্যে যাঁহারা ব্যক্তি-(individual)-নিরপেক্ষ জাতি, গুণনিরপেক্ষ গুণী ও অবয়বনিরপেক্ষ অবয়বী স্বীকার করিতেন (কারণ প্রতীচ্য দর্শনে এখন আর ঐ মতের সমর্থক প্রায়ই দেখা যায় না), তাঁহারা Realist (তত্ত্ববাদী)

* পঞ্চ চৈতাঃ কল্পনা ভবন্তি, জাতিকল্পনা, গুণকল্পনা, ক্রিয়াকল্পনা, নামকল্পনা, দ্রব্যকল্পনা চেতি।—ন্যায়মঞ্জরী, প্রথম ভাগ, ৯৩ পৃষ্ঠা।

নামে অভিহিত হইতেন। যাঁহারা জাতি প্রভৃতির ব্যক্তিনিরপেক্ষতা অস্বীকার করিয়াও সামান্ত ধর্ম্মাদির কল্পনাযোগ্যত্ব স্বীকার করেন বা করিতেন, তাঁহারা Conceptualist (কল্পনাবাদী) নামে অভিহিত হন। তাঁহাদের মতে ব্যক্তি ব্যতিরেকে জাতির পৃথক্ সত্তা না থাকিলেও যে সকল সামান্ত ধর্ম্ম লইয়া জাতি, তৎসমূহের মানসজ্ঞান অসম্ভব নহে। আর যাঁহারা বলেন যে, সামান্ত বা জাতির ব্যক্তি হইতে পৃথক্ সত্তা নাই, উহাদের ব্যক্তিনিরপেক্ষভাবে কল্পনাও করা যাইতে পারে না, এবং যাঁহাদের মতে নামসমূহ কতকগুলি সাধারণ ধর্ম্মের দ্যোতকমাত্র, তাঁহারা Nominalist বা (নামবাদী) নামে অভিহিত হন। বর্ত্তমানকালীন প্রতীচ্য দার্শনিকগণের অনেকেই এই শেষোক্ত মতাবলম্বী, তবে কল্পনাবাদীর সংখ্যাও নিতান্ত অল্প নহে।

নৈয়ায়িক ও বৈশেষিক জাতির পৃথক্ সত্তা ও নিত্যতা স্বীকার করেন, সুতরাং তাঁহাদিগকে 'তত্ত্ববাদী' বা Realist বলিয়া অভিহিত করা যাইতে পারে। বৌদ্ধ দার্শনিকগণ বিশেষ যত্ন সহকারে ন্যায় ও বৈশেষিকের জাতিবাদ নিরাসের চেষ্টা করিয়াছেন। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে, তাঁহাদের পঞ্চকল্পনার মধ্যে জাতিকল্পনা অন্যতম। এই সংস্রবে তথাগতশিষ্যগণ বলেন :—

"জাতিজাতিমতোর্ভেদো ন কশ্চিৎ পরমার্থতঃ।
ভেদারোপণরূপা চ জায়তে জাতিকল্পনা॥"
"ইদমস্য গোর্গোত্বমিতি নহি কশ্চিদ্ভেদং পশ্যতি, তেনাভেদে ভেদকল্পনৈব।"
"এতয়া সদৃশন্যায়ানুমন্তব্যা গুণকল্পনা।
তত্রাপ্যাভিন্নয়োর্ভেদঃ কল্প্যতে গুণতদ্বতোঃ॥
এবমেতাঃ প্রবর্ত্তন্তে বাসনামাত্রনির্ম্মিতাঃ।
কল্পিতালীকভেদাদি প্রপঞ্চাঃ পঞ্চ কল্পনাঃ॥"

ন্যায়মঞ্জরী, ১ম খণ্ড, ৯৩—৯৪ পৃঃ।

'অর্থাৎ জাতি ও জাতিমানের পরমার্থতঃ কোন ভেদ নাই। জাতিকল্পনা কেবল ভেদের আরোপণমাত্র। 'ইহা গরুর গোত্ব', এইরূপ ভেদ (বিভিন্নতা) কেহই দেখেন না, অতএব অভেদ স্থলেই (অর্থাৎ গো ও গোত্বের মধ্যে বাস্তবিক কোন ভেদ না থাকিলেও) ভেদকল্পনা করা হয়। এইরূপ তুল্য যুক্তিতে গুণকল্পনা বুঝিতে হইবে। সে স্থলেও গুণ ও গুণবান্ অভিন্ন হইলেও উহাদের ভেদকল্পনা করা হইয়া থাকে। এইরূপ পাঁচটী কল্পনা বাসনামাত্রনির্ম্মিত, ও উহাদের পারমার্থিক সত্তা নাই। ইহা পূর্ণ নামবাদ বা Nominalism। বেদান্ত ও মীমাংসা-দর্শনেরও ব্যক্তিনিরপেক্ষ জাতিসত্তায় সম্মতি আছে। ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য বেদান্তসূত্রের ১ম অধ্যায়ের তৃতীয় পাদের অষ্টাবিংশ সূত্রের ব্যাখ্যাবসরে আকৃতি অর্থাৎ জাতির নিত্যত্ব স্বীকার করিয়াছেন *। উক্ত সূত্রে

* নহি গবাদিব্যক্তীনামুৎপত্তিমত্ত্বে তদাকৃতীনামপ্যুৎপত্তিমত্ত্বং স্যাৎ, দ্রব্যগুণকর্ম্মণাং হি ব্যক্তয় এবোৎপদ্যন্তে নাকৃতয়ঃ।

ভাষ্যকার বৈদিক শব্দ হইতে জগৎসৃষ্টি উপপাদন করিয়াছেন। সুতরাং তাঁহার মতে প্রত্যেক বৈদিক শব্দের অনুরূপ আকৃতি চিরকালই বর্ত্তমান আছে। এই সকল আকৃতিই প্রতীচ্য তত্ত্ববাদের 'Archetypal Forms'। এতদ্ব্যতীত ন্যায়কন্দলী গ্রন্থে আর এক শ্রেণীর দার্শনিকদিগের মতের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। তাঁহারা বোধ হয় হিন্দু দার্শনিক হইবেন। অন্ততঃ কন্দলীকার তাঁহাদিগকে তথাগত, সৌগতাদি নামে অভিহিত করেন নাই। তাঁহাদের মতে জাতি ও ব্যক্তি পরস্পরাত্মা। গবাদি ব্যক্তি পরস্পর ভিন্ন হইলেও উহাদের মধ্যে যে অনুগত বুদ্ধি অর্থাৎ ইহা গো, ইহা গো ইত্যাদি প্রতীতি হয়, তাহাই গোত্বাদি জাতির প্রমাপক। কিন্তু ঐ অনুগত প্রত্যয় হইতে সামান্য (জাতি) ও বিশেষ (individual, ব্যক্তি) এই দুই বস্তুর স্বতন্ত্র ভাবে প্রতীতি অথবা বিশেষণবিশেষ্যভাবে প্রতীতি হয় না। কারণ ঐরূপ স্থলে 'গোত্বী গোত্ববান্' এইরূপ বুদ্ধির উদয় হয় না। কিন্তু ঐ প্রতীতি তাদাত্ম্যগ্রাহিণী, কারণ (ঐ স্থলে) ইহা গো, এইরূপ একাত্মতার জ্ঞান হইয়া থাকে আর পরস্পরকে বর্জ্জন করিয়া পরস্পরের সত্তারই অভাব হয়।

অনুবৃত্ততা (presence in many individuals) যেমন গোত্বজাতির স্বভাব, সেইরূপ জাত্যন্তরেরও স্বভাব, আর ব্যাবৃত্ততা (difference) যেমন গো এই ব্যক্তির স্বভাব, সেইরূপ অন্য ব্যক্তিরও স্বভাব। গোত্বের স্বরূপ এই যে, উহা সামান্যান্তর অর্থাৎ অন্য জাতি হইতে ব্যাবৃত্ত (পৃথক্, ভিন্ন), সেইরূপ 'গো' এই ব্যক্তিরও স্বরূপ এই যে, উহা অন্য ব্যক্তি হইতে ব্যাবৃত্ত। পরস্পরাত্মতা বর্জ্জন করিয়া এই দুইটীর কোনটীরই নির্দ্দেশ করিতে পারা যায় না (ন্যায়কন্দলী ৩১৫ পৃঃ "অত্রৈকে বদন্তি......নির্দ্দেষ্টুম্")। উপরি-উক্ত সন্দর্ভটী পাঠ করিলে বোধ হয় যেন আমরা বেন্ সাহেবের Logic এর অনুবাদ পাঠ করিতেছি। বেন্ স্বীয় ন্যায়গ্রন্থের ৭ম পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন:—"In our minds, therefore, Concrete (ব্যক্তি) and the Abstract (সামান্য) are inextricably blended. Of a pure concrete, not also resolved into classifications or abstractions, we have no experience. Our knowledge proceeds in both ways at once; individuals giving generals and generals reacting upon individuals." "The speciality of a concrete individual is that it is a definite aggregate not confounded with other individuals:—(cf ব্যক্ত্যন্তরব্যাবৃত্তিশ্চ গোব্যক্তেঃ স্বভাবঃ)। এই মতে সামান্য নিত্য ও অনিত্য, কেবলই নিত্য নহে (তস্মাৎ সামান্যং ব্যক্ত্যুৎপাদবিনাশয়োরুৎপাদবিনাশবত্ত্বাৎ ব্যক্ত্যন্তরাবস্থানে চাবস্থানান্নিত্যমনিত্যঞ্চ ন পুনর্নিত্যমেব" কন্দলী p. 316)। এই মত প্রতীচ্য দর্শনের Nominalism হইলেও তাহা হইতে ভিন্ন, কারণ ইহাতে পক্ষে জাতির নিত্যত্ব স্বীকৃত হইয়াছে। কন্দলীকার অবশ্য জাতি ও ব্যক্তির যে পরস্পর পরিহারে উপলম্ভ হয় তাহার ব্যবস্থাপনে প্রয়াস পাইয়াছেন।

Induction বা ব্যাপ্তিগ্রহ।—প্রতীচ্য ন্যায়দর্শনে ব্যাপ্তিগ্রহোপায় সম্বন্ধে বিস্তীর্ণ গ্রন্থসমূহ

লিখিত হইয়াছে, প্রাচ্য হিন্দুদর্শনেও ব্যাপ্তিগ্রহোপায় বলিয়া ন্যায়শাস্ত্রের একটী অধ্যায় দৃষ্ট হয়। ঐ অধ্যায়ে ব্যাপ্তিগ্রহের মূলতত্ত্বগুলি সংক্ষিপ্ত ভাষায় উদ্দিষ্ট হইয়াছে, তবে প্রতীচ্য দর্শনের প্রণালী যেরূপ সুস্পষ্ট ও কারণতাগ্রহের অনুকূল, নব্য ন্যায়ের অনুকৃত প্রণালী সেরূপ নহে। প্রাচীন ন্যায়ের অনুসৃত প্রণালী এ বিষয়ে অনেকাংশে উৎকৃষ্ট বলিয়া বোধ হয়; কিন্তু এখনও প্রাচীন ন্যায়ের গ্রন্থাবলী সাধারণ নৈয়ায়িক সমাজে অপঠিত ও অপরিজ্ঞাত রহিয়াছে। সেই সকল গ্রন্থের বিশেষ আলোচনা ব্যতীত এ সম্বন্ধে প্রাচ্য ও প্রতীচ্য দর্শনের আপেক্ষিক তুলনা একরূপ অসম্ভব। তবে সংক্ষেপতঃ এই মাত্র বলা যাইতে পারে যে, প্রতীচ্য দর্শনের ব্যাপ্তিগ্রাহক উপায়-সমূহের মধ্যে প্রায় সকলগুলিই হিন্দুদার্শনিকদিগের পরিজ্ঞাত ছিল। সহচার গ্রহ ও অন্বয় ব্যতিরেক যথাক্রমে method of agreement ও method of difference ভিন্ন আর কিছুই নহে। কেবল সহচারগ্রহে যে ব্যাপ্তিনির্ণয় হয় না, অর্থাৎ কেবল method of agreement দ্বারা যে কার্য্যকারণভাবনিরূপিত হয় না, তাহাও তাঁহাদিগের পরিজ্ঞাত ছিল এ কথা বলা বাহুল্য মাত্র। Method of residues 'পারিশেষ্যপ্রণালী' বলিয়া অভিহিত করা যাইতে পারে। ঐ প্রণালীর উল্লেখ হিন্দুদর্শনের অনেক স্থলেই দেখা যায়। Method of concomitant variationএর কথা কোথাও স্পষ্টভাবে উল্লিখিত দেখা যায় না বটে, তবে 'কারণতাবচ্ছেদকের বৈজাত্য বশতঃ যে কার্য্যতাবচ্ছেদকেরও বৈজাত্য হয়, যেমন ঘটের উপাদান দীর্ঘ হইলে ঘট ও দীর্ঘ হয়, হিন্দুদর্শনের এই সাধারণ সূত্র হইতে উহার অনুমান করাও বোধ হয় অন্যায্য হইবে না। আর প্রতীচ্য দর্শনকারগণ যেরূপ বলেন যে, ব্যাপ্তিগ্রহের মূলে সর্ব্বদাই আশঙ্কাবীজ নিহিত আছে, কোন ব্যাপ্তিই প্রকৃত পক্ষে আশঙ্কাবর্জ্জিত নহে, সেইরূপ বৌদ্ধ দার্শনিকগণও অনুমানের প্রমাণত্ব খণ্ডনের নিমিত্ত নানা তর্কজাল বিস্তার করিয়াছেন। তাঁহাদের মতে দর্শন ও অদর্শন অর্থাৎ অন্বয় ও ব্যতিরেক (যাহাকে Double method of agreement বলিয়া অভিহিত করা যাইতে পারে) দ্বারা নিয়ম গ্রহণ (ব্যাপ্তিনির্ণয়) হইতে পারে না, কারণ এই প্রণালীর যথাযথ প্রয়োগ করিতে হইলে অনগ্নিতে অর্থাৎ যাহাতে যাহাতে অগ্নি নাই এরূপ সমস্ত বস্তুতে ধূমের অদর্শন লক্ষ্য করিতে হইবে, তাহা অসম্ভব; কারণ জগতে কত বস্তু অনগ্নি আছে তাহা লক্ষ্য করিতে হইলে অগ্নিশূন্য সমস্ত জগৎ লক্ষ্য করিতে হইবে, তাহা অযোগীর পক্ষে অসম্ভব। অতএব বলিতে হইবে যে, ধূম ও অগ্নির মধ্যে অবিনাভাব নাই, অথবা যদি থাকে তাহার জ্ঞানও অসম্ভব। সুতরাং অনুমানের প্রমাণত্বের (অনুমান দ্বারা যথার্থ জ্ঞান লাভের) আশা দুরাশা মাত্র। উক্ত মতের প্রমাপক শ্লোক :—

"দর্শনাদর্শনাভ্যাং হি নিয়মগ্রহণং যদি।
তদপ্যসদনগ্নৌ হি ধূমস্তেষ্টমদর্শনম্॥
অনগ্নিশ্চ কিয়ান্ সর্ব্বং জগজ্জ্বলনবর্জ্জিতম্।
তত্র ধূমস্য নাস্তিত্বং নৈব পশ্যস্ত্যযোগিনঃ॥

তদেবং নিয়মাভাবাৎ সতি বা জ্ঞপ্ত্যসম্ভবাৎ।
অনুমানপ্রমাণত্বদুরাশা পরিমুচ্যতাম্॥

(ন্যায়মঞ্জরী, ১ম ভাগ—১২০ পৃঃ)।

এ সম্বন্ধে উক্ত মর্শ্মের বহুতর শ্লোক ও মতের উদ্ধার করিয়া প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধি করা যাইতে পারে, পাঠকের ধৈর্য্যচ্যুতিভয়ে সেই চেষ্টা হইতে বিরত হইলাম। অনুসন্ধিৎসু পাঠক ন্যায়মঞ্জরী, ন্যায়কন্দলী, ন্যায়বার্ত্তিক প্রভৃতি গ্রন্থ পাঠ করিয়া তৎসমস্ত অবগত হইতে পারেন। ঐ সকল গ্রন্থে অনুমানপ্রামাণ্যাক্ষেপঘটিত বৌদ্ধ মতের বিস্তৃত বিচার দেখিতে পাইবেন, বর্ত্তমান প্রস্তাবে তাহার উল্লেখ অসম্ভব।

হিন্দু দার্শনিকগণ স্বকীয় ব্যাপ্তিতে ব্যভিচারাশঙ্কা নিবারণ ও পরকীয় ব্যাপ্তিতে ব্যভিচার উদ্ভাবনের জন্য নানা উপায় অবলম্বন করিয়াছেন, কিন্তু দুঃখের বিষয় বিজ্ঞানশাস্ত্রের সহিত তাদৃশ পরিচয় না থাকায় তাঁহারা ঐ সম্বন্ধে যে সকল যুক্তি তর্কের অবতারণা করিয়াছেন, তাহা প্রতীচ্য বৈজ্ঞানিকের দৃষ্টিতে একপ্রকার নিষ্ফল বলিতে হইবে। ভাষাপরিচ্ছেদ-মুক্তাবলীর পাঠক মাত্রেই তর্ক ও উপাধি কি পদার্থ তাহা অবগত আছেন। যে স্থলে ভূয়োদর্শন দ্বারাও ব্যাপ্তিগত ব্যভিচারের শঙ্কা নিবারিত হয় না (অনুবাদ ২য় খণ্ড ১৫৭ পৃঃ) সে স্থলে তর্কের প্রয়োগ করিতে হয়। ঐ তর্ক প্রতীচ্য ন্যায়ের Conditional proposition মাত্র :—"If A is B, then C is D."—'হ্রদ যদি ধূমবান্ হয়, তাহা হইলে উহা বহ্নিমান্ হইবে।" যে স্থলে আপাদ্যের (অর্থাৎ প্রকৃত স্থলে হ্রদে বহ্নির) বাধ নিশ্চয় আছে, সেই স্থলে ঐ তর্ক দ্বারা ব্যাপ্তিগত আশঙ্কা নিরাকৃত হয়। যেমন প্রকৃত স্থলে, পূর্ব্বোক্ত বাক্যের সহিত—কিন্তু 'হ্রদ বহ্নিমান্ নহে, এই বাক্য যোগ করিয়া সিদ্ধ হইল যে 'হ্রদ ধূমবান্' নহে। প্রতীচ্য ন্যায়ে Reductio ad impossibile প্রণালীর যে ভাবে প্রয়োগ হয়, প্রাচ্য হিন্দু ন্যায় তর্কেরও সেই ভাবে প্রয়োগ হইয়া থাকে। (অনুবাদ, ২য় খণ্ড ১৫৭—৫৮পৃ দেখ)। তার্কিক রক্ষাগ্রন্থে তর্ক সম্বন্ধে অনেক প্রয়োজনীয় কথা বিশদ ভাবে বিবৃত হইয়াছে, অনুসন্ধিৎসু পাঠক তাহা দেখিতে পারেন। পরকীয় ব্যাপ্তিতে দোষাবিষ্করণের জন্যই উপাধির প্রয়োজন। অনুবাদের ১৬০—১৬২ পৃষ্ঠায় উপাধির বিষয় বিশেষভাবে বিচারিত হইয়াছে। প্রতীচ্য ন্যায়ে উপাধিপ্রতিরূপক কোন ধর্ম্মের উল্লেখ দেখা যায় না। প্রতীচ্য ন্যায়শাস্ত্র যেরূপ Deductive ও Inducative ভেদে দুই ভাগে বিভক্ত সেইরূপ প্রাচ্য হিন্দু ন্যায়শাস্ত্রও অনুমিতি কাণ্ড ও ব্যাপ্তিকাণ্ড ভেদে দুই ভাগে বিভক্ত। অনুমিতি কাণ্ডে অনুমিতি বা deducation এর স্বরূপ, কারণ, প্রামাণ্য প্রভৃতির বিচার আছে, আর ব্যাপ্তিকাণ্ডে ব্যাপ্তি বা Indicationএর লক্ষণ ব্যাপ্তিগ্রহের উপায়, উহার অসাধ্যত্ব, নিরাস প্রভৃতি বিষয় আলোচিত হইয়াছে। সুতরাং এ বিষয়ে প্রাচ্য ও প্রতীচ্য প্রণালীর ঐক্য আছে বলিতে হইবে। প্রাচীন নৈয়ায়িক জয়ন্ত ভট্টাদির গ্রন্থে ব্যাপ্তিঘটিত মৌলিক

তত্ত্বগুলি অতি সুন্দররূপে বিবৃত হইয়াছে। বড়ই দুঃখের বিষয়, তাঁহাদের গ্রন্থসমূহ এখনও আমাদের নৈয়ায়িক সমাজে অনাদৃত রহিয়াছে। আমাদের নৈয়ায়িক মহাশয়গণ গঙ্গেশোপাধ্যায়াদির গ্রন্থে ঐ সকল প্রাচীন গ্রন্থকারের সমালোচনা পাঠ করিয়াই পরিতৃপ্ত হন, সমালোচ্য গ্রন্থের সহিত পরিচয় করিতে তাঁহাদের ঔৎসুক্য জন্মে না। অবশ্য নব্য নৈয়ায়িকগণ (গঙ্গেশোপাধ্যায় হইতে আরম্ভ করিয়া গদাধর ভট্টাচার্য্য পর্য্যন্ত নবদ্বীপের ন্যায়গ্রন্থকারগণকে সাধারণতঃ এই নামে অভিহিত করা হয়) প্রাচীনদিগের অনেক মত খণ্ডন করিয়াছেন ও খণ্ডনাবসরে বাঙ্গালি-সুলভ সুতীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও বিচারপটুতা প্রদর্শন করিয়াছেন। কিন্তু এই সকল উৎকর্ষ সত্ত্বেও তাঁহাদের ভাষা এত পারিভাষিক-শব্দ-বহুল যে, বিশিষ্ট আয়াস ও গুরুমুখী উপদেশ ব্যতীত তাহাতে প্রবেশ লাভ দুষ্কর। মৎকৃত অনুবাদের পাঠক মাত্রেই এই কথার সমর্থন করিবেন। এই জন্যই বোধ হয় রোয়র সাহেব স্বকৃত ভাষাপরিচ্ছেদের অনুবাদের ভূমিকায় প্রতীচ্য ও প্রাচ্য অনুমানপ্রণালীর ভেদ-নির্দ্দেশাবসরে একই প্রক্রিয়ায় (One and the same operation) অনুমানপ্রণালীর বিশুদ্ধি ও অনুমান প্রতিপাদ্য বিষয়ের যাথার্থ্য নিরূপণরূপ অসাধ্য সাধন হিন্দু ন্যায়শাস্ত্রের উদ্দেশ্য ইত্যাদি মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন। বস্তুতঃ ন্যায়শাস্ত্রে ঐরূপ অসাধ্যসাধনের চেষ্টা করা হয় নাই, ইহা অভিজ্ঞ পাঠকগণই অনুধাবন করিয়া দেখিবেন। ইংরাজিভাষাজ্ঞ পাঠকদিগের সুবিধার জন্য এসিয়াটিক সোসাইটীর ১৮৫০ সালে মুদ্রিত ভাষাপরিচ্ছেদ-সিদ্ধান্তমুক্তাবলী গ্রন্থের ইংরাজি প্রস্তাবনা হইতে সংস্কর্ত্তা মহামতি ডাক্তর রোয়র (Dr. E. Roer) সাহেবের উক্তি নিম্নে উদ্ধৃত হইল :—

"The second difference is, that the Nyaya wanted not only to give rules for the correctness of the logical operation in arguing, but to guard against false premises, and for this purpose the consideration was also to establish the truth of the major proposition by a reference to an instance, in which the truth of the proposition was exemplified. Their consideration was therefore not only directed to the logical operation of arguing, but also to the truth which may result from it, and both the truth of the conclusion, and the correctness of the argument should be the result of one and the same operation, which of course is impossible." (p. xxiii).

প্রকৃতপক্ষে ন্যায়দর্শনের অনুমানপ্রণালী বড়ই সরল। ন্যায়ের ভাষায় ব্যাপ্যের পক্ষসত্তা হইতে সাধ্যের পক্ষসত্তা অনুমিত হয়, অর্থাৎ 'ব্যাপ্য ধূমাদি পক্ষ পর্ব্বতাদিতে আছে' এই জ্ঞান হইতে সাধ্য বহ্ন্যাদির সত্তা পর্ব্বতাদিতে অনুমিত হয়। অর্থাৎ ব্যাপ্তিপ্রকারক পক্ষধর্ম্মতা জ্ঞানস্বরূপে অনুমিতির কারণতা (অনুবাদ ১ম খণ্ড ৮৪ পৃঃ)। এইরূপ কার্য্যকারণভাবে প্রতীচ্য ন্যায়শাস্ত্রেরও

সম্মতি আছে। অনুমান প্রক্রিয়া (operation of inference) এই খানেই শেষ হইল। ঐ অনুমান ব্যাপ্তিসাপেক্ষ ও উহার যাথার্থ্যও ব্যাপ্তিগ্রহের যাথার্থ্যের উপর নির্ভর করে। ব্যাপ্তি-গ্রহের প্রণালী কিন্তু স্বতন্ত্র, কি প্রাচ্য কি প্রতীচ্য উভয় দর্শনেই এ বিষয়ে ঐকমত্য দৃষ্ট হয়। ন্যায়ে এই দুই প্রক্রিয়া বিবিক্ত আছে, মিশ্রিত করা হয় নাই। নিম্নে প্রতীচ্য ন্যায়ের কতকগুলি অবয়বসন্নিবেশ (মুড্) প্রাচ্য প্রণালীতে ব্যাখ্যাত হইল :—প্রতীচ্য দর্শনের ১ম ফিগারের 'AAA' এই মুড্ গ্রহণ করুন :—

(১) সকল মনুষ্যই ভ্রমপ্রবণ।

(২) হরি একজন মনুষ্য।

(৩) হরি ভ্রমপ্রবণ।

এখানে মনুষ্যত্ব ও ভ্রমপ্রবণত্ব যথাক্রমে ব্যাপ্য ও ব্যাপক, অর্থাৎ মনুষ্যত্ব ব্যাপ্য ও ভ্রমপ্রবণত্ব ব্যাপক ধর্ম্ম। হরি পক্ষ, পক্ষে ব্যাপ্য অর্থাৎ মনুষ্যত্ব আছে, অতএব উহাতে ব্যাপক অর্থাৎ ভ্রমপ্রবণত্ব আছে, কারণ মনুষ্যত্বাবচ্ছেদে ভ্রমপ্রবণত্ব সিদ্ধ আছে। এখন যদি (২) বাক্য 'হরি একজন মনুষ্য' ইহা না বলিয়া—'কতকগুলি মনুষ্য' এইরূপ বলা যায়—তাহা হইলে 'কতকগুলি মনুষ্য ভ্রমপ্রবণ' এইরূপ অনুমান হইবে, অর্থাৎ ইহা প্রথম ফিগারের 'AII' হইবে। এস্থলে পক্ষ ভেদে অবয়বের ভেদ হইল, এই মাত্র বিশেষ।

আবার প্রথম ফিগারের EAE মুড্ গ্রহণ করুন : —

(১) কোন মনুষ্যই ভ্রমশূন্য নহে।

(২) হরি একজন মনুষ্য।

(৩) হরি ভ্রমশূন্য নহে।

এখানে মনুষ্যত্বাবচ্ছেদে ভ্রমশূন্যত্বাভাবের ব্যাপ্তি সিদ্ধ আছে, মনুষ্যত্ব ব্যাপ্য ও ভ্রমশূন্যত্বা-ভাব ব্যাপক ধর্ম্ম। সেই মনুষ্যত্ব পক্ষ বা হরিতে আছে, অতএব ব্যাপক (সাধ্য) ভ্রমশূন্যত্বা-ভাবও হরিতে আছে।

এক্ষণে দ্বিতীয় ফিগারের শেষ মুড্ 'AOO' গ্রহণ করুন :—

(১) রাজা মাত্রই মনুষ্য।

(২) কতকগুলি প্রাণী মনুষ্য নহে।

(৩) কতকগুলি প্রাণী রাজা নহে।

এখানে রাজত্বাবচ্ছেদে মনুষ্যত্ব আছে, অতএব রাজত্ব ব্যাপ্য ও মনুষ্যত্ব ব্যাপক ধর্ম্ম। আবার সেই ব্যাপক ধর্ম্ম (মনুষ্যত্ব) পক্ষ (কতকগুলি প্রাণী) হইতে ব্যাবৃত্ত, সুতরাং ব্যাপ্য ধর্ম্ম রাজত্ব ঐ পক্ষ হইতে ব্যাবৃত্ত হইল, যেহেতু ব্যাপক যেখানে নাই সেস্থলে ব্যাপ্য থাকিতেই পারে না। এখানে 'রাজত্বাভাব' সাধ্য ও মনুষ্যত্বাভাব হেতু। সাধ্যাভাব=রাজত্বাভাবাভাব বা রাজত্ব, হেত্বভাব=মনুষ্যত্বাভাবাভাব বা মনুষ্যত্ব। সেই মনুষ্যত্ব রাজত্বের ব্যাপক ; অর্থাৎ ইহা

ব্যতিরেকী ব্যাপ্তির উদাহরণ, কারণ ঐ ব্যাপ্তিতে হেত্বভাব সাধ্যাভাবের ব্যাপক হয় (সাধ্যাভাবব্যাপকত্বং হেত্বভাবস্য যন্তবেৎ—১৪৩ কারিকা—২য় খণ্ড—১৬৪ পৃঃ)। ন্যায়ের মতে উক্ত অনুমানের আকার 'কতকগুলি প্রাণী (পক্ষ) রাজত্বাভাববান্, যেহেতু উহারা মনুষ্যত্বাভাববান্' এইরূপ হইবে। তাহা হইলেই হেত্বভাব মনুষ্যত্ব, সাধ্যাভাব রাজত্বের ব্যাপক হওয়া আবশ্যক। এক্ষণে তৃতীয় ফিগারের ৫ম মুড্ OAO গ্রহণ করুন :—

(১) কতকগুলি মনুষ্য রাজা নহে।

(২) সমস্ত মনুষ্যই ভ্রমশীল।

(৩) কতকগুলি ভ্রমশীল (প্রাণী) রাজা নহে

এখানে দেখা যায় যে কতকগুলি মনুষ্যে রাজত্বাভাব আছে, আবার মনুষ্যত্বাবচ্ছেদে ভ্রমশীলত্ব আছে, সুতরাং কতকগুলি মনুষ্যে ভ্রমশীলত্ব আছে। অতএব উপরি উক্ত দুইটী অবয়ব হইতে আমরা এই দুইটী অবয়ব প্রাপ্ত হই :—

(১) কতকগুলি মনুষ্য রাজত্বাভাববান্।

(২) কতকগুলি মনুষ্য ভ্রমশীল

ইহাতে স্থির হইল যে কতকগুলি মনুষ্যান্তর্ভাবে ভ্রমশীলত্ব ও রাজত্বাভাবের সামানাধিকরণ্য আছে, অর্থাৎ কতকগুলি ভ্রমশীল প্রাণী রাজা নহে, অথবা কতকগুলি ব্যক্তি যাহারা রাজা নহে তাহারা ভ্রমশীল। এইরূপ মুড্‌কে প্রকৃত পক্ষে অনুমানের উদাহরণস্বরূপ উপন্যস্ত করা যায় না, আর লোকেও কেহ ঐরূপে অনুমান করে না। ঐরূপ মুড্ অনুমান-বৈচিত্র্যের উদাহরণ মাত্র। প্রতীচ্য নৈয়ায়িকেরা এই মুডের বিশুদ্ধি প্রদর্শনার্থ (২) বাক্যটীকে প্রথম স্থানে স্থাপন করেন ও প্রথম বাক্যের উদ্দেশ্য বিধেয় ব্যত্যস্ত করিয়া স্থাপন করেন ; যথা :—

(১) সমস্ত মনুষ্যই ভ্রমশীল।

(২) কতকগুলি রাজত্বাভাববান্ (ব্যক্তি) মনুষ্য।

এবং এই দুই অবয়ব হইতে—

(৩) কতকগুলি রাজত্বাভাববান্ (ব্যক্তি) ভ্রমশীল, অথবা কতকগুলি ভ্রমশীল (ব্যক্তি) রাজত্বাভাববান্ (অর্থাৎ রাজা নহেন) এইরূপ অনুমান করেন।

উক্ত কয়েকটী উদাহরণ হইতেই পাঠক বুঝিতে পারিবেন যে, প্রাচ্য মতে কিরূপে সহজে অনুমান প্রক্রিয়া সম্পাদিত হইতে পারে। অতঃপর মহামতি রোয়র সাহেব যে বলিয়াছেন—"From the examples given in illustration, it appears that the latter * includes two moods of the first and second figures, Barbara and Camestres ; Barbara being the type for all general affirmative conclusions and Camestres for all general negative ones." তাহা প্রকৃত

* (Hindu syllogism)

নহে, কারণ ১ম ও ২য় ফিগারের সকলই মুড্ অন্বয় ও ব্যতিরেকী ব্যাপ্তির মূল সূত্রদ্বয় হইতে পাওয়া যায়। ফলকথা এই যে, পক্ষের ভেদেই তাদৃশ ভিন্ন ভিন্ন মুডের সৃষ্টি হয়, ইহা পূর্ব্বেই প্রতিপাদিত হইয়াছে।

অতঃপর অনুবাদের সমালোচনা সম্বন্ধে উল্লেখ আবশ্যক। অনুবাদের ১ম খণ্ড প্রকাশিত হইবার পর নবদ্বীপ পাকাটোলের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত আশুতোষ তর্কতীর্থ ও কলিকাতা বাগ্‌বাজার-নিবাসী শ্রীযুক্ত পার্ব্বতীচরণ তর্কতীর্থ মহাশয় উহার সমালোচনা করিয়া আমাকে বাধিত করিয়াছেন। পার্ব্বতীচরণ তর্কতীর্থ মহাশয় 'নেত্রার্পণ' নামক পুস্তিকায় স্বীয় সমালোচনা লিপিবদ্ধ করিয়া অনুবাদককে পণ্ডিতসমাজে হাস্যাস্পদ করিবার চেষ্টা পাইয়াছেন। তাঁহার সমালোচনা দুইভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে—একভাগ মুদ্রাকরকৃত প্রমাদের সমালোচনা ও দ্বিতীয় ভাগ প্রতিপাদ্য-বিষয়গত সমালোচনা। মুদ্রাকরপ্রমাদ সম্বন্ধে বক্তব্য এই যে, তিনি যে কয়েকটী স্থান মুদ্রাকরপ্রমাদ-দুষ্ট বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, তাহার সকলগুলি দোষ নহে, আর কতকগুলি নিরপেক্ষ অভিজ্ঞ পাঠক মাত্রই স্বয়ং সংশোধন করিয়া লইতে পারেন, তথাপি তিনি যে পরিশ্রম করিয়া কয়েকটী ভ্রম প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহার জন্য আমি তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ। সমালোচনার দ্বিতীয় অংশ সম্বন্ধে বক্তব্য এই যে, উহা প্রায় সকল স্থলেই বৃথা বাগ্‌জাল মাত্র। 'নেত্রার্পণ-শলাকা'র লেখক ঐ সমালোচনার উত্তর দিয়াছেন। অভিজ্ঞ ও অনুসন্ধিৎসু পাঠক উক্ত শলাকা পাঠ করিয়া স্বীয় কৌতূহল নিবৃত্তি করিতে পারেন।

শ্রীযুক্ত আশুতোষ তর্কতীর্থ মহাশয় অনুবাদের তিনটী মাত্র স্থানের ভ্রম প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহার মধ্যে একটী স্থান প্রকৃতই ভ্রম বটে, দ্বিতীয় স্থানটী ভ্রম বলিয়া স্বীকার করা যায় না। প্রথম ভ্রম এই :—'শব্দো ন স্পর্শবদ্‌বিশেষগুণঃ' এই অংশের অনুবাদ মূলে (অনুবাদ ১ খণ্ড ৫১ পৃঃ) ভ্রমবশতঃ 'স্পর্শের ন্যায় বিশেষ গুণ নহে' এইরূপ লিখিত হইয়াছে; প্রকৃত অর্থ 'স্পর্শবান্ দ্রব্য পৃথিব্যাদিচতুষ্টয়ের বিশেষ গুণ নহে'। তাঁহার দ্বিতীয় আপত্তি এই যে 'জাতির সাঙ্কর্য্যই জাতিত্বের বাধক হয়, ভূতত্ব মূর্ত্তত্ব জাতি নহে, তাহাদের সাঙ্কর্য্য জাতিত্বের বাধক হইবে কেন?' তৃতীয় আপত্তি এই যে, "সামান্যত্ব জাতি হইলেও ঐরূপ (অর্থাৎ অনুবাদের ১২ পৃষ্ঠায় যোজিত ঘ চিহ্নিত টীকায় লিখিত প্রকারে) অনবস্থা হয় না, যেহেতু সামান্যত্ব একমাত্র বৃত্তি হেতুক গগনত্বের ন্যায় জাতি হইতে পারে না, এস্থলে দিনকরীর ব্যাখ্যাও সুসঙ্গত নহে।" এ সম্বন্ধে বক্তব্য এই যে, তাঁহার দ্বিতীয় আপত্তি দিনকরীতে আশঙ্কিত হইয়া মীমাংসিত হইয়াছে :—যথা "যদ্যপি নিখিলজাতিষেকবৈজাত্যাঙ্গীকারেঽপি তদ্বৈজাত্যে ন বৈজাত্যান্তরম্ একব্যক্তিত্বাৎ, তথাপি নিখিলজাতিষু একবৈজাত্যং তদ্বৈজাত্যতদাশ্রয়জাতিষু পুনর্বৈজাত্যমেবমগ্রেঽপি অনবস্থা"। তৃতীয় আপত্তিও সমীচীন নহে, ইহা অনুমিতির গাদাধরী টীকায় সাঙ্কর্য্যনিরাস সন্দর্ভ দেখিলেই বুঝিতে পারা যায়; যথা :—"যত্র চ তুল্যযুক্ত্যা আপাদিতজাত্যন্তরেণ সঙ্করস্ত জাতিত্ববাধকতা, যথা

প্রাচাং ভূতত্বমূর্ত্তত্বয়োঃ পরস্পরসঙ্করেণ জাতিত্বখণ্ডনম্ তত্র জাতিসঙ্করহেতোরসিদ্ধত্বেঽপি" ইত্যাদি। অর্থাৎ ঐ স্থলে জাতিসঙ্কররূপ হেতু অসিদ্ধ হইলেও অন্যরূপ সঙ্কর দ্বারাই জাতিত্ব খণ্ডন হইবে ইহাই প্রাচীনদিগের অভিপ্রেত। এই জন্যই দিনকরী টীকায় সাঙ্কর্য্যের উদাহরণ স্থলে ভূতত্ব মূর্ত্তত্ব উল্লিখিত হইয়াছে।

সমালোচনার যথাসাধ্য উল্লেখ ও উত্তর দেওয়া হইল। অবশ্য ইহা হইতে কোন পাঠক এরূপ মনে না করেন যে, অনুবাদে ঐ কয়টী স্থান মাত্র সমালোচনার্হ ছিল, আর নাই। ভাষা-পরিচ্ছেদ-মুক্তাবলী গ্রন্থের দুরূহতা যাঁহারা উপলব্ধি করিয়াছেন, তাঁহারা ঐ গ্রন্থের সকল স্থলের ভ্রমশূন্য অনুবাদের দুরূহতা হৃদয়ঙ্গম করিবেন। এ গ্রন্থের অনুবাদে এই প্রথম প্রয়াস। আশা করা যায় অনুবাদের দ্বিতীয় সংস্করণে (যদি অনুবাদকের জীবদ্দশায় উহা প্রকাশিত হয়) উহা অপেক্ষাকৃত দোষশূন্য হইবে। বর্ত্তমান সংস্করণের ভ্রম সংশোধন পত্র যথা-স্থানে সন্নিবেশিত হইল।

সময়াভাব বশতঃ গ্রন্থোক্ত জ্ঞানকাণ্ডের সমালোচনা করিতে পারিলাম না। ঐ সমা-লোচনায় দ্রব্য প্রত্যক্ষবিষয়ক প্রাচ্য ও প্রতীচ্য মতসমূহের (ইংরাজি কথায় all theories of Perception এর) বিচার ও তুলনা অপরিহার্য্য হইয়া উঠিত। অতএব বিষয়ের গুরুত্ব ও বিশালতা স্মরণ করিয়া ভূমিকার শেষভাগে তাদৃশ বিচারে বিরত হইলাম। এ সম্বন্ধে স্বতন্ত্র গ্রন্থ লিখিবার ইচ্ছা রহিল। অতঃপর যদি অনুবাদ পাঠে ন্যায়শাস্ত্রে প্রবেশলাভার্থী ছাত্রদিগের কিছুমাত্রও উপকার হয় ও প্রতীচ্য ন্যায়শাস্ত্রবিদ্‌দিগের হিন্দু দর্শনশাস্ত্রালোচনার প্রবৃত্তি বলবতী হয়, তাহা হইলে অনুবাদের পরিশ্রম সফল জ্ঞান করিব। *

২রা সেপ্টেম্বর,	শ্রীরাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী।
১৯১২ খৃঃ অব্দ।	৩০ নং তারক চট্টোপাধ্যায়ের গলি—কলিকাতা।

---

* যে মহাত্মার যত্ন, আগ্রহ ও অর্থব্যয়ে এই অনুবাদ মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইতে চলিল, সেই পুণ্যশ্লোক রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুর আজ কোথায়? বড়ই আক্ষেপের বিষয় যে, অনুবাদের দ্বিতীয় খণ্ড তাঁহার কর-কমলে অর্পিত ও দৃষ্টিপূত হইতে পারিল না। এই গ্রন্থ প্রকাশিত হইবার পূর্ব্বেই গত ১লা ডিসেম্বর তারিখে রাজা বাহাদুর এই মরলোক পরিত্যাগ করিয়া অমরধামে গমন করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার নামের পুণ্যস্মৃতি এই ক্ষুদ্র গ্রন্থের সহিত চিরকাল বিজড়িত থাকিবে।

অনুবাদক।

৬ই ডিসেম্বর।

সিদ্ধান্ত মুক্তাবলী সমেত ভাষাপরিচ্ছেদের সূচী পত্র।

দ্বিতীয় খণ্ড।

* প্রকৃত পত্রাঙ্ক ১১৩ হইবে। এইরূপ দ্বিতীয় খণ্ডের প্রত্যেক পত্রে ১৬ যোগ করিলে প্রকৃত সংখ্যা পাওয়া যাইবে।

† ভ্রম বশতঃ এই কারিকার অনুবাদ যথাস্থানে দেওয়া হয় নাই, এই স্থানে প্রদত্ত হইল। ভাঃ পঃ—পদ সমূহের সন্নিধান অর্থাৎ অব্যবধানে উপস্থিতিকে আসত্তি বলে। সেই পদার্থে সেই পদার্থবত্তা অর্থাৎ এক পদার্থে অপর পদার্থের সম্বন্ধকে যোগ্যতা বলে॥ ৮৩॥

* ভ্রম বশতঃ (১১৪) কারিকার অনুবাদ গ্রন্থে প্রদত্ত হয় নাই। উহার অনুবাদ যথাঃ—অন্যোন্যাভাব হইতে ইহার (পৃথক্ত্বের) চরিতার্থত্ব অভিপ্রেত নহে, কারণ, "ইহা হইতে পৃথক্" ও "ইহা নহে" এই প্রতীতি (দ্বয়) বিভিন্ন [এই জন্য পৃথক্ত্ব ও অন্যোন্যাভাব এই দুই পদার্থ স্বীকার করিতে হয় একটী দ্বারা অন্যটী গতার্থ হয় না]।

ভাষাপরিচ্ছেদ।

সিদ্ধান্তমুক্তাবলীসমেত

দ্বিতীয় খণ্ড।

শব্দ খণ্ড।

ভাঃ পঃ—শাব্দবোধস্থলে পদজ্ঞান করণ, পদার্থ-জ্ঞান ব্যাপার, শাব্দ-বোধ ফল ও শক্তিজ্ঞান সহকারি ॥ ৮১ ॥

শাব্দবোধপ্রকার (অর্থাৎ শব্দজন্য জ্ঞান [import of words] কিরূপে উৎপন্ন হয় তাহা) দেখাইতেছেন; পদজ্ঞানন্তু ইত্যাদি ॥ জ্ঞায়মান পদ করণ নহে (অর্থাৎ, পদের জ্ঞানই করণ, জ্ঞায়মান পদ করণ নহে) যেহেতু মৌনিশ্লোকাদিতে পদাভাব থাকিলেও শাব্দবোধ হইয়া থাকে *। পদার্থজ্ঞান অর্থাৎ পদজন্য পদার্থস্মরণ (শাব্দবোধে) ব্যাপার। অন্যথা (অর্থাৎ, যদি কেবল পদার্থজ্ঞানকে ব্যাপার বলা যায় তাহা হইলে) পদজ্ঞানবান্ ব্যক্তির প্রত্যক্ষাদি দ্বারা পদার্থোপস্থিতি-স্থলে ও শাব্দবোধের আপত্তি হইয়া উঠে। সেস্থলেও (অর্থাৎ, পদজন্য পদার্থোপস্থিতিস্থলেও) বৃত্তি দ্বারা পদজন্যত্ব বুঝিতে হইবে, অন্যথা ঘটাদি পদ হইতে সমবায় সম্বন্ধে আকাশের স্মরণ হয়, সুতরাং আকাশের শাব্দবোধাপত্তি হইয়া পড়ে। শক্তি (অভিধা শক্তি) ও লক্ষণা এই উভয়ের অন্যতর সম্বন্ধের নাম বৃত্তি *। এই স্থলেই (অর্থাৎ বৃত্তিমূলক

---

* অর্থাৎ মৌনব্রতাবলম্বী কোন ব্যক্তি মনে মনে যদি একটী শ্লোক পাঠ করেন তাহা হইলে সে স্থলে জ্ঞায়মান পদ না থাকিলেও পদের জ্ঞানবশতঃ শাব্দবোধ হইয়া থাকে। আদি পদে দ্বিত্বাদিবোধক হস্তচেষ্টাদির সংগ্রহ, দিঃ কঃ। মূলের "তু" এই পদটী এবার্থক, অর্থাৎ, পদের জ্ঞানই করণ, অন্য, জ্ঞায়মান পদাদি, করণ নহে।

* অর্থাৎ যেস্থলে শব্দের অভিধা বা লক্ষণা শক্তি এই উভয়ের অন্যতর দ্বারা পদার্থো-পস্থিতি হয়, সেই পদার্থোপস্থিতি জন্য জ্ঞানকে শাব্দজ্ঞান বলে।

পদজন্য পদার্থোপস্থিতি স্থলেই) শক্তি জ্ঞানের প্রয়োজন; কারণ, পূর্ব্বে শক্তিজ্ঞান না থাকিলে পদজ্ঞান থাকিলেও, তৎসম্বন্ধে (পদসম্বন্ধে) স্মরণের অনুপপত্তি হইয়া পড়ে। পদজ্ঞান একসম্বন্ধিজ্ঞানবিধায় অর্থ-স্মারক (অর্থাৎ, দুই সম্বদ্ধ পদার্থের মধ্যে এক সম্বন্ধীর জ্ঞান থাকিলে অপর সম্বন্ধীর স্মরণ হয় বলিয়া, পদজ্ঞান সম্বন্ধিজ্ঞানরূপে পদার্থের স্মারক হয়)। পদের সহিত পদার্থের সম্বন্ধের নাম শক্তি। সেই শক্তি "এই শব্দ হইতে এই অর্থ বুঝিতে হইবে" এই ঈশ্বরেচ্ছা-রূপ। আধুনিক নামেও শক্তি আছে। যেহেতু "একাদশদিবসে পিতা (পুত্রের) নাম করণ করিবেন" এই রূপ ঈশ্বরের ইচ্ছা আছে। আধুনিক সঙ্কেতে শক্তি নাই ইহা সম্প্রদায়ের (প্রাচীন নৈয়ায়িকদিগের) মত। নব্যেরা বলেন ঈশ্বরেচ্ছা শক্তি নহে, কিন্তু ইচ্ছাই শক্তি, অতএব আধুনিক সঙ্কেতেও শক্তি আছে। ব্যাকরণাদি হইতে শক্তিগ্রহ (শব্দার্থজ্ঞান) হইয়া থাকে। যথা বৃদ্ধেরা বাকরণ, উপমান, কোষ (অভিধান), আপ্তবাক্য (প্রামাণিক লোকের বাক্য), ব্যবহার, বাক্যের শেষ, বিবৃতি (টীকা) ও সিদ্ধপদের সান্নিধ্য হইতে শক্তিগ্রহ স্বীকার করিয়া থাকেন।

ব্যাকরণ হইতে প্রকৃতি প্রত্যয়াদির শক্তিগ্রহ হইয়া থাকে। কোন কোন স্থলে বাধক থাকিলে শক্তিগ্রহ (ব্যাকরণ জন্য) পরিত্যাগ করা হইয়া থাকে। যেমন বৈয়াকরণেরা আখ্যাতের (ধাতুবিভক্তির) কর্ত্তাতে শক্তি স্বীকার করেন। "চৈত্রঃ পচতি" (চৈত্র পাক করিতেছে) ইত্যাদি স্থলে পাক কর্ত্তার সহিত চৈত্রের অভেদান্বয় আছে (অর্থাৎ চৈত্র পাককর্ত্তা হইতে অভিন্ন এইরূপ অর্থ বোধ হয়)। সেস্থলে গৌরব বশতঃ (কর্ত্তায়) শক্তিগ্রহ পরিত্যক্ত হয়, কিন্তু লাঘব বশতঃ কৃতি-তেই (যত্নতেই) শক্তি স্বীকৃত হয়। কৃতি চৈত্রাদিতে প্রকার হইয়া ভাসে (অর্থাৎ, চৈত্র কৃতিমান্ এইরূপ অর্থ বোধ হইয়া থাকে)। যদি বল কর্ত্তার অনভিধান বশতঃ চৈত্রাদিপদোত্তর তৃতীয়া হউক; তাহাতে বক্তব্য এই যে, সেস্থলে কর্ত্তৃগতসংখ্যার অনভিধানেরই নিয়ামকতা আছে (অর্থাৎ, কর্ত্তৃগত সংখ্যার অভিধান যে স্থলে না থাকে, সেই

স্থলেই অনভিহিত কর্ত্তায় তৃতীয়া হয়) *। (যাহা) কর্ম্মত্বাদিদ্বারা অনবরুদ্ধ (অবিশিষ্ট) ও প্রথমান্তপদদ্বারা উপস্থাপ্য তাহাই সংখ্যাভিধান যোগ্য। কর্ম্মত্বাদ্যনবরুদ্ধ পদে, ইতরবিশেষণত্বতাৎপর্য্যাবিষয়ত্বরূপ অর্থ বুঝিতে হইবে † (অর্থাৎ, ইতরবিশেষণত্বে তাৎপর্য্যশূন্য ও প্রথমান্ত পদদ্বারা উপস্থিত যে অর্থ তাহাতেই সংখ্যার অন্বয় বোধ হয়।) অতএব "চৈত্রইব গচ্ছতি" (চৈত্রের ন্যায় গমন করিতেছে) ইত্যাদি স্থলে চৈত্রে সংখ্যান্বয় হইতে পারিল না (কারণ, এস্থলে "চৈত্র" উপমানাংশে বিশেষণ; সুতরাং, বিশেষণত্ব-তাৎপর্য্যের অবিষয় নহে, তজ্জন্য প্রথমান্ত হইলেও উহাতে সংখ্যান্বয় হইল না)। যেস্থলে কর্ম্মাদিতে বিশেষণত্বে তাৎপর্য্য নাই, সেইরূপ স্থল বারণের নিমিত্ত প্রথমান্ত-পদোপস্থাপ্য এই বিশেষণ দেওয়া হইয়াছে ‡। অথবা ধাত্বর্থাতিরিক্তের অবিশেষণত্বই প্রথমদলের (কর্ম্মত্বাদ্যনবরুদ্ধ পদের) অর্থ (অর্থাৎ, ধাত্বর্থাতিরিক্তের অ বিশেষণ ও প্রথমান্ত পদেই সখ্যান্বয় হইয়া থাকে)। অতএব "চৈত্র ইব গচ্ছতি" (চৈত্রের ন্যায় যাইতেছে) ইত্যাদি স্থলে চৈত্রাদির বারণ হইল (এস্থলে চৈত্রাদি ধাত্বর্থাতিরিক্ত উপমানের বিশেষণ, সুতরাং, তাহাতে সখ্যান্বয় হইতে

---

* চৈত্র পাক করিতেছে ইত্যাদিস্থলে যদি তিপ্ এই বিভক্তি দ্বারা 'কর্ত্তা' না বুঝাইয়া কেবল কৃতি বুঝায় তাহাইলে কর্ত্তার অনভিধানবশতঃ চৈত্র শব্দের উত্তর তৃতীয়া বিভক্তি হইতে পারে ইহাই আশঙ্কা। তাহার উত্তরে গ্রন্থকার বলিতেছেন "কর্ত্তার অনভিধান শব্দের অর্থ কর্ত্তৃগতসংখ্যা একত্বাদির অনভিধান। সুতরাং এস্থলে চৈত্রে প্রথমা বিভক্তির বাধা হইল না। এক্ষণে, কর্ত্তৃগত সংখ্যাভিধান কোথায় হইয়া থাকে এই আকাঙ্ক্ষা পূরণের জন্য বলিতেছেন—সংখ্যাভিধানযোগ্য ইত্যাদি।

† "চৈত্রের ন্যায় মৈত্র যাইতেছে" ইত্যাদি স্থলে 'চৈত্র' প্রথমান্তপদোপস্থাপ্য ও কর্ম্মত্বাদিদ্বারা অনবরুদ্ধ বলিয়া চৈত্রে আখ্যাতৈকবচনোক্ত সংখ্যান্বয় হইতে পারে; এবং (কর্ম্মবাচ্যে) "পক্বঅন্ন খাইতেছে" ইত্যাদি স্থলে 'অন্নে' পাক কর্ম্মত্বের অন্বয়বশতঃ সংখ্যান্বয়ের অনুপপত্তি ঘটিয়া উঠে। এই সকল দোষ পরিহারের নিমিত্ত বলিতেছেন কর্ম্মত্বাদ্যনবরুদ্ধপদের ইত্যাদি। দিঃ কঃ

‡ দিনকরীর মতে "বিশেষণত্বতাৎপর্য্য" ইহার অর্থ বিশেষণত্বমাত্রে তাৎপর্য্য; নতুবা যদি "তণ্ডুলং পচতি" এই স্থলে বিশেষণত্ব ও মুখ্যাবিশেষ্যত্ব এই উভয় রূপে তণ্ডুলবোধে তাৎপর্য্য হয় তাহা হইলে তণ্ডুলের সহিত সংখ্যার অন্বয়াপত্তি হইয়া পড়ে।

পারিল না)। “স্তোকং পচতি” (অল্প অল্প পাক করিতেছে) ইত্যাদি স্থলে স্তোকাদির বারণের নিমিত্ত দ্বিতীয় দল (অর্থাৎ, প্রথমান্তপদোপস্থাপ্য) দেওয়া হইয়াছে। দ্বিতীয়ান্তপদোপস্থাপ্যত্ব নিবন্ধন স্তোকের বারণ হইল (অর্থাৎ স্তোকে সংখ্যান্বয় হইল না)।

এইরূপ গৌরববশতঃ ব্যাপারে ও শক্তি নাই। “রথ যাইতেছে” ইত্যাদি স্থলে (কৃতির অসম্ভবত্ব হেতু) স্বব্যাপার বা আশ্রয়ত্বেলক্ষণা (অর্থাৎ, সে স্থলে রথ গমনরূপস্বব্যাপারবিশিষ্ট বা গমনাশ্রয় এইরূপ অর্থ)। “জানাতি” (জানিতেছে) ইত্যাদি স্থলে আশ্রয়ত্বে ও নশ্যতি (নষ্ট হইতেছে) ইত্যাদিস্থলে, প্রতিযোগিত্বে নিরূঢ়লক্ষণা *। উপমান দ্বারা যেরূপে শক্তিগ্রহ হয় তাহা বলা হইয়াছে। এইরূপ অভিধান হইতেও শক্তিগ্রহ হইয়া থাকে। কোন কোন স্থলে বাধক থাকিলে অভিধানোক্ত অর্থ পরিত্যাগ করা হইয়া থাকে। যেমন অভিধানে নীলাদি পদের নীলরূপাদি ও নীলাদিবিশিষ্টে শক্তি ব্যুৎপাদিত হইলেও লাঘব বশতঃ নীলাদিতেই শক্তি ও নীলাদিবিশিষ্টে লক্ষণা বলা যায় †।

এইরূপ আপ্ত (প্রামাণিক) বাক্য হইতেও (শক্তিগ্রহ হয়)। যেমন “কোকিল পিকশব্দবাচ্য,” ইত্যাদি শব্দ হইতে পিকাদির কোকিলে শক্তিগ্রহ হইয়া থাকে। এইরূপ ব্যবহার হইতেও (শক্তিগ্রহ হয়)ঃ— যথা প্রয়োজক বৃদ্ধ (যে কোন কর্ম্মে অন্যকে প্রয়োগ করে, তাহার নাম প্রয়োজক বৃদ্ধ ও যে সেই কর্ম্ম করে তাহার নাম প্রযোজ্য বৃদ্ধ) বলিল “ঘট আন” তাহা শুনিয়া প্রযোজ্যবৃদ্ধ ঘট আনিল। এই ব্যাপার (প্রয়োজক বৃদ্ধের বাক্যানুসারে প্রযোজ্যবৃদ্ধের ঘটানয়ন রূপ) আলোচনা করিয়া পার্শ্বস্থ বালক ঘটানয়নরূপ কার্য্য “ঘটমানয়” এই শব্দপ্রযোজ্য ইহা অবধারণ করিল। তাহার পর “ঘট অপসরণ কর” ও “গরু আন” ইত্যাদিস্থলে আবাপ ও উদ্বাপ (অর্থাৎ, অন্বয় ও ব্যতিরেক) দ্বারা ঘটাদিপদের কার্য্যান্বিত

* অর্থাৎ জানাতি স্থলে জ্ঞানাশ্রয় ও নশ্যতিস্থলে নাশপ্রতিযোগিক এইরূপ অর্থের প্রসিদ্ধি আছে। নিরূঢ় লক্ষণা শব্দের অর্থ প্রসিদ্ধ লক্ষণা।

† অভিধান মতে নীলশব্দে নীলরূপ ও নীলরূপ বিশিষ্ট বস্তু এই উভয়ই বুঝায়, কিন্তু নৈয়ায়িকের মতে নীলশব্দে নীলরূপ মাত্রেরই বোধ হয়, নীলরূপ বিশিষ্টে লক্ষণা।

ঘটাদিতে শক্তিগ্রহণ করে * । এইজন্য "ভূতলে নীল ঘট" ইত্যাদি শব্দ হইতে শাব্দবোধ হয় না ; কারণ, ঘটাদি পদের কার্য্যান্বিত-ঘটাদি-বোধে শক্তি নিশ্চিত হইয়াছে ও কার্য্যতাবোধে লিঙাদির (বিধিলিঙ্ প্রভৃতির) সামর্থ্য আছে, (ও ভুতলে নীলঘট এইস্থলে) তাহাদের (লিঙাদির) অভাব আছে" ; এইকথা কেহ কেহ বলিয়া থাকেন † । এই মত যুক্তি-যুক্ত নহে, কারণ, প্রথমতঃ কার্য্যান্বিত ঘটাদিতে শক্তিগ্রহ থাকিলেও পরে তাহার পরিত্যাগ ই উচিত। অতএব "হে চৈত্র তোমার পুত্র জন্মিয়াছে ও কন্যা গর্ভিনী হইয়াছে" ইত্যাদি স্থলে মুখের প্রসন্নতা ও মালিন্যদ্বারা সুখ ও দুঃখ অনুমান করিয়া, পরিশেষে (অন্যকারণ না থাকায়) শাব্দবোধকেই তাহার কারণ রূপে নির্ণয় করিয়া, তাহার হেতুরূপে (শাব্দ জ্ঞানের হেতুরূপে) সেই শব্দকেই অবধারণ করে। অতএব ব্যভিচারবশতঃ কার্য্যান্বিতে শক্তিগ্রহ স্বীকার করা যায় না ‡ । যদি বল (পূর্ব্বোক্ত স্থলে) "তাহাকে দেখ" ইত্যাদি শব্দান্তর অধ্যাহার করিব (অর্থাৎ কার্য্যতা বোধ নিমিত্ত তোমার পুত্র জন্মিয়াছে "তাহাকে দেখ" এইরূপ শব্দান্তরের অধ্যাহার করিব), তাহাও হইতে পারে না, (তাদৃশ অধ্যাহারের) প্রমাণাভাব। (কারণ, তৎপশ্য" এই শব্দই যে সেস্থলে অধ্যাহৃত করিতে হইবে তাহার কোন প্রমাণ নাই)। আরও হে চৈত্র তোমার পুত্র জন্মিয়াছে ও মরিয়াছে ইত্যাদি স্থলে সেরূপ অধ্যাহারও অসম্ভব। এইরূপ (বালক) লাঘব বশতঃ অন্বিত ঘটে

---

* "ঘট অপসারণ কর" এইস্থলে ঘটের অন্বয় ও "গরু আন" এই স্থলে তাহার ব্যতিরেক আছে। অর্থাৎ যে স্থলে ঘট শব্দ প্রয়োগ থাকে, সেই স্থলেই ঘটবিষয়ক কোন কার্য্য হয়, এইরূপ দেখিয়া বালক প্রথমতঃ ঘট শব্দে "কার্য্যান্বিত ঘট" এই অর্থগ্রহ করে, পরে ভূয়োদর্শন দ্বারা কেবল ঘটে শক্তিগ্রহ করে।

† "ভূতলে ঘট" ইত্যাদি স্থলে কার্য্যতা বোধক কোন শব্দ না থাকায় শাব্দবোধ হইতে পারে না ; কারণ, কার্য্যান্বিতঘটাদিতেই ঘটপদের শক্তিগ্রহ পূর্ব্বে নিশ্চিত হইয়াছে, সুতরাং কার্য্যসম্বন্ধ না থাকিলে ঘটাদিপদ হইতে শাব্দবোধ হওয়া কঠিন ইহাই ভাবার্থ।

‡ পূর্ব্বোক্ত স্থলে পুত্র জন্মিয়াছে ও কন্যা গর্ভিনী হইয়াছে এই বাক্যে কার্য্যের লেশ নাই, অথচ তাহা হইতে শব্দবোধ দৃষ্ট হইতেছে ; সুতরাং সকল স্থলেই যে কার্য্য সম্বন্ধ থাকা আবশ্যক তাহা বলিতে পারা যায় না। কন্যাশব্দে এস্থলে কুমারী বুঝাইতেছে, এইজন্যই কন্যার গর্ভশ্রবণে পিতার মুখ-মালিন্য।

(কার্য্যান্বিত ঘটে) শক্তি পরিত্যাগ করিয়া ঘটপদের ঘটমাত্রেই শক্তি-নিশ্চয় করে। এইরূপ বাক্যশেষ হইতে ও শক্তিগ্রহ হয়। যেমন "যবময় চরু হইয়া থাকে" এইস্থলে যবপদে আর্য্যেরা দীর্ঘশূক (শোঁয়া)—বিশিষ্টে প্রয়োগকরিয়া থাকেন ও ম্লেচ্ছেরা "কঙ্গুতে" প্রয়োগ করে। সেস্থলে "বসন্তকালে সকল শস্যেরই পত্রশাতন (পত্রনাশ) হইয়া থাকে, যব সকল কণিশশালী হইয়া আনন্দিতের ন্যায় অবস্থান করে [কণিশ-ধান্যাদির শীষ]" এই বাক্য শেষ হইতে 'দীর্ঘশূকবিশিষ্টে (যবশব্দের) শক্তি নির্ণীত হয়। কঙ্গুতে শক্তিভ্রমে প্রয়োগ হয়; কারণ নানা শক্তি কল্পনে গৌরব দোষ হয়। হরিপদাদি স্থলে, বিনিগমক না থাকাতেই নানাশক্তি কল্পনা করা যায় *। এইরূপ বিবরণ (টীকা) হইতে ও শক্তিগ্রহ হইয়া থাকে। বিবরণ পদে, তৎসমানার্থক শব্দান্তরের দ্বারা তদর্থবোধ বুঝায় "যেমন ঘট আছে" এই বাক্যের "কলশ আছে" এই বাক্য দ্বারা বিবরণ হইতে ঘট পদের কলশে শক্তিগ্রহ হয়। এই রূপ "পচতি" এই পদের "পাক করিতেছে" এই শব্দ দ্বারা বিবরণ হইতে আখ্যাতের (তিবাদি প্রত্যয়ের) যত্নার্থকত্ব কল্পনা করা যায় (অর্থাৎ আখ্যাতের অর্থ কৃতি এই রূপ বুঝায়)। এই রূপ প্রসিদ্ধ পদের সান্নিধ্য হইতেও শক্তিগ্রহ হয়; যেমন "এই সহকার বৃক্ষে, মধুর স্বরে পিক রব করিতেছে" ইত্যাদি স্থলে (প্রসিদ্ধ সহকার তরু, মধুর রব ইত্যাদি সাহচর্য্য বশতঃ) পিক পদের কোকিলে শক্তিগ্রহ হয়।

কেহ কেহ বলেন জাতিতেই শক্তিগ্রহ হয়, ব্যভিচার ও আনন্ত্য-হেতুক ব্যক্তিতে হয় না †। তবে ব্যক্তিব্যতিরেকে জাতির ভান হওয়া অসম্ভব এই কারণ বশতঃ ব্যক্তির (ব্যক্তি—Individual এর) ও ভান (জ্ঞান) হইয়া থাকে। ইহা হইতে পারে না; কারণ, শক্তি না থাকিলে ব্যক্তিজ্ঞানের অনুপপত্তি হইয়া পড়ে (অর্থাৎ,

* হরিশব্দের নানার্থে শক্তি, সে স্থলে সকল অর্থই অভিধানে তুল্যরূপে উক্ত হইয়াছে। প্রকৃতস্থলে বাক্যশেষ ই বিনিগমনক, অর্থাৎ, একবিধার্থে শক্তির নির্ণায়ক।

† ব্যভিচার যথা—যে কোন ব্যক্তিতে শক্তিগ্রহ হয় তদন্যের শক্তিগ্রহ হইল না। আনন্ত্য যথা—যদি প্রত্যেক ব্যক্তিতে শক্তি স্বীকার করা যায় তাহা হইলে ব্যক্তি সমূহের আনন্ত্য নিবন্ধন শক্তির ও আনন্ত্য স্বীকার করিতে হয়।

যদি শক্তি জাতিতেই হইল, তাহা হইলে ব্যক্তিতে না থাকায় কেমন করিয়া ব্যক্তি জ্ঞান হইতে পারে?) যদি বল ব্যক্তিতে লক্ষণা, (জাতিতে শক্তি ও ব্যক্তিতে লক্ষণা, অর্থাৎ ব্যক্তি জ্ঞান লাক্ষণিক) তাহাও হইতে পারে না; কারণ, অনুপপত্তি (মুখ্যার্থবাধ)-প্রতিসন্ধান ব্যতিরেকেও ব্যক্তিবোধ হইয়া থাকে *। যদি বল ব্যক্তিতে শক্তি স্বীকার করিলে আনন্ত্য হইয়া পড়ে (অর্থাৎ, অনন্ত শক্তি স্বীকার করিতে হয়); তাহাতে বক্তব্য এই যে, সমস্ত ব্যক্তির উপর একটী মাত্র শক্তি স্বীকার করা গিয়া থাকে। তাহাহইলে অননুগম হইল, এরূপ বলিতে পার না †; কারণ, গোত্বাদিই অনুগমক ধর্ম্ম (সকল গো বক্তিতে একটী শক্তি স্বীকারের কারণ এই যে, তাহাদের সকলেরই উপর "গোত্ব" এই অনুগত [Common] ধর্ম্ম আছে)। আরও, যদি "গরু" শক্য (অর্থাৎ গোপদের অর্থ গরু) এইরূপে শক্তিগ্রহ হয় তাহা হইলে ব্যক্তিতে শক্তি থাকে। কিন্তু যদি "গোত্ব" শক্য (অর্থ গোপদের অর্থ গোত্ব জাতি) এইরূপ শক্তিগ্রহ হয় তাহা হইলে, গোত্বপ্রকারক পদার্থ স্মরণ বা শাব্দবোধ হইতে পারে না; কারণ, শক্তিজ্ঞান, সমানপ্রকারত্বরূপে পদার্থ-স্মরণ ও শাব্দবোধের প্রতি হেতু হয় ‡। আরও যদি গোত্বে শক্তি হয়, তাহা হইলে গোত্বত্বকে শক্যতাবচ্ছেদক বলিতে হইবে। "গোত্বত্ব" শব্দে গবেতরাসমবেত হইয়া সকলগোসমবেতত্বরূপ ধর্ম্ম বুঝায়; সুতরাং শক্যতাবচ্ছেদকের মধ্যে সমস্ত গো ব্যক্তির অনুপ্রবেশ হেতুক তোমারই গৌরব হইল। অতএব সেই সেই জাতিও আকৃতি বিশিষ্ট সেই সেই ব্যক্তি বোধের অনুপপত্তি বশতঃ কল্প্যমানা শক্তি জাত্যাকৃতিবিশিষ্ট

* মুখ্যার্থবাধাদিস্থলেই লক্ষণা স্বীকার করা যায়, কিন্তু যখন ঘট বলিলেই ঘটব্যক্তি সমূহের জ্ঞান হয়, তখন মুখ্যার্থবাধ না থাকায় কিরূপে ব্যক্তি বোধের নিমিত্ত লক্ষণা স্বীকার করাযায়।

† যদি সমস্ত ব্যক্তিতে এক শক্তি স্বীকার করা যায় তাহা হইলে তাহাদের উপর কোন অনুগত সাধারণ ধর্ম্ম আছে এরূপ দেখান আবশ্যক, যদি তাহা না থাকে তাহা হইলে একটী শক্তি সমুদায়ে নিষ্ঠ স্বীকার করা যাইতে পারে না।

‡ অর্থাৎ যে প্রকারে শক্তিগ্রহ হয় সেই প্রকারে পদার্থস্মরণ ও শাব্দবোধ হয়, সুতরাং "গোত্ব শক্য" এইরূপে শক্তিগ্রহ স্থলে "গোত্বত্ব" প্রকারে শক্তিগ্রহ হইয়াছে বলিতে হইবে এবং স্মরণ ও শাব্দ-বোধ ও সেই প্রকারেই হওয়া আবশ্যক।

ব্যক্তিতে বিশ্রাম করে *। শক্ত পদ (শক্তি বিশিষ্ট—শক্ত) যথা ঘটাদি কোন স্থলে যৌগিক, কোন স্থলে রূঢ়, কোথাও যোগরূঢ়, ও কোথাও যৌগিকরূঢ়। যেস্থলে অবয়বার্থের বোধ হয় তাহাকে যৌগিক শব্দ বলে, যেমন পাচকাদি পদ (এস্থলে পাককর্ত্তৃরূপ অর্থের অবয়ব শক্তি দ্বারাই লাভ হইতেছে, পচধাতু—পাক, ণক—কর্ত্তা)। যেস্থলে অবয়ব-শক্তিনিরপেক্ষভাবে, সমুদায়শক্তি মাত্র দ্বারা অর্থবোধ হয় তাহাকে রূঢ় পদ বলে, যেমন গো ঘটাদি পদ †।

কিন্তু যে স্থলে অবয়ব শক্তি বিষয়ে সমুদায় শক্তিও থাকে তাহাকে যোগরূঢ় পদ বলে, যেমন পঙ্কজাদি পদ। এস্থলে পঙ্কজ পদ অবয়বশক্তি দ্বারা পঙ্কজনিকর্ত্তৃরূপ (পঙ্কে উৎপন্ন হয় যে এইরূপ) অর্থ বুঝাইতেছে। অথচ সমুদায়শক্তি দ্বারা পদ্মত্বরূপে পদ্মকে বুঝাইতেছে। এস্থলে কেবল অবয়ব শক্তি দ্বারা কুমুদে প্রয়োগ হউক এরূপ বলিতে পার না; কারণ, রূঢ়িজ্ঞান কেবল যৌগিকার্থ জ্ঞানের প্রতিবন্ধক ইহা প্রাচীনদিগের মত। বস্তুতঃ ঈদৃশ স্থলে সমুদায় শক্তি দ্বারা উপস্থিত পদ্মে, অবয়বার্থ পঙ্কজনিকর্ত্তৃরূপ অর্থের অন্বয় হয়। সান্নিধ্যবশতঃ যেখানে রূঢ্যর্থের বাধের প্রতিসন্ধান হয় (অর্থাৎ রূঢ্যর্থের বাধ আছে বলিয়া বোধ হয়) সেস্থলে লক্ষণা দ্বারা কুমুদাদির বোধ হয়। আর যেস্থলে কুমুদত্বরূপে বোধে তাৎপর্য্য জ্ঞান নাই, অথচ পদ্মত্বের ও বাধ আছে, সেস্থলে অবয়ব শক্তি-মাত্র দ্বারাই (অর্থ) নির্ব্বাহ হইয়াথাকে ইহাও (কেহ কেহ) বলিয়া থাকেন। যেস্থলে স্থলজ পদ্মাদিতে অবয়বার্থের (পঙ্কজনিকর্ত্তৃরূপের) বাধ আছে সেস্থলে সমুদায়শক্তি দ্বারা পদ্মত্বরূপে (অর্থ) বোধ হয়।

* অনুল্লেখীভূত জাতি ও অখণ্ডোপাধি হইতে অতিরিক্ত পদার্থের স্বরূপতঃ ভান স্বীকার করা যায় না। সুতরাং, উল্লেখীভূত গোত্বের স্বরূপতঃ ভান না হওয়ায়, প্রকারান্তরে ভানের আবশ্যকতা হইল। ব্যক্তিতে শক্তি স্থলে "গোত্ব" অনুল্লেখীভূত জাতি, সুতরাং উহার স্বরূপতঃ ভান হইল।

† এস্থলে অবয়বশক্তিনিরপেক্ষভাবে সমুদায়শক্তি দ্বারাই অর্থগ্রহ হইতেছে; গোপদের অবয়ব শক্তি গমন শীল পদার্থ [গম+ডো], ঘটপদের অর্থ যাহা সংঘটিত হয়; কিন্তু তাহা-দিগকে না বুঝাইয়া কেবল গরু ও ঘটকে বুঝাইতেছে, সুতরাং এসকলস্থলে সমুদায় শক্তি দ্বারাই অর্থ নির্ব্বাহ হইয়াছে।

যদি স্থলপদ্ম কোন ভিন্নজাতীয় বস্তু হয়, তাহা হইলে লক্ষণা ই বলিতে হইবে। যেস্থলে অবয়বার্থ ও রূঢ্যর্থের স্বতন্ত্ররূপে বোধ হয় তাহাকে যৌগিকরূঢ় বলে যথা উদ্ভিদাদি পদ। সেস্থলে (অবয়ব শক্তি দ্বারা) উদ্ভেদনকর্ত্তা তরুগুল্মাদিও বুঝায় ও (রূঢ্যর্থ দ্বারা) যাগ বিশেষেরও (জ্ঞান হয়) ॥ ৮১ ॥

ভাঃ পঃ—তাৎপর্য্যের অনুপপত্তি বশতঃ শক্যপদার্থের সহিত সম্বন্ধের নাম লক্ষণা। আসক্তি, যোগ্যতা, আকাঙ্ক্ষা ও তাৎপর্য্যজ্ঞান [শাব্দবোধে কারণ বলিয়া অভিপ্রেত] ॥ ৮২ ॥

লক্ষণা শক্যসম্বন্ধ ইত্যাদি—"গঙ্গাতে ঘোষ" ইত্যাদি স্থলে যখন গঙ্গাপদের শক্যার্থ প্রবাহরূপে ঘোষের অন্বয়ানুপপত্তি বা তাৎপর্য্যের অনুপপত্তি জ্ঞান হয়, তখন লক্ষণাদ্বারা তীরের বোধ হয়। সেই লক্ষণা শক্যসম্বন্ধরূপা। যেমন (এস্থলে) তীরে প্রবাহরূপ শক্যার্থের সম্বন্ধ গ্রহণ হওয়াতে তীরের স্মরণ হইল, তাহার পর শাব্দবোধ (গঙ্গাতীরে ঘোষ ইত্যাদি) হইল। পরন্তু যদি (কেবল) অন্বয়ানুপপত্তিই লক্ষণার বীজ হয়, তাহা হইলে "যষ্টিদিগকে প্রবেশ করাও," ইত্যাদি স্থলে লক্ষণা হইতে পারে না; কারণ যষ্টিসমূহের প্রবেশান্বয়ের অনুপপত্তি নাই। অতএব যষ্টিপ্রবেশে ভোজনতাৎপর্য্যের অনুপপত্তিবশতঃ যষ্টিধরে লক্ষণা করিতে হইল *। এইরূপ "কাকসকল হইতে দধি রক্ষা কর" ইত্যাদি স্থলে কাক পদের দধ্যুপঘাতকে লক্ষণা; কারণ, সকল প্রাণি হইতেই দধিরক্ষার তাৎপর্য্য আছে †। এইরূপ "ছত্রিরা

* গ্রন্থকারের মতে অন্বয়ানুপপত্তি ও তাৎপর্য্যানুপপত্তি এই উভয় লক্ষণার বীজ। কেবল অন্বয়ানুপপত্তি হইলে যেস্থলে "যষ্টিধারীদিগকে ভোজনের নিমিত্ত প্রবেশ করাও" এই তাৎপর্য্যে "যষ্টিদিগকে প্রবেশ করাও" এই বাক্য উচ্চরিত হইয়াছে সে স্থলে ভোজন করাইবার নিমিত্ত যষ্টিপ্রবেশ অসম্ভব; সুতরাং তাৎপর্য্যবাধ আছে বলিয়া যষ্টিধরে লক্ষণা হইল; নতুবা অন্বয়ানুপপত্তি বীজ হইলে তাহার অভাব না থাকায় প্রকৃতস্থলে লক্ষণা হইতে পারিত না।

† বক্তার অভিপ্রায় এই যে, সকল প্রাণি হইতেই দধি রক্ষা কর, নতুবা কাক হইতেই রক্ষা কর, বিড়ালাদি হইতে করিও না এরূপ নহে, সুতরাং তাৎপর্য্য গ্রহণ করিয়াই দধ্যুপঘাতক মাত্রে লক্ষণা স্বীকার করিতে হইল।

যাইতেছে” ইত্যাদি স্থলে ছত্রি পদের, একসার্থবাহিত্বরূপ (অর্থে) লক্ষণা। এইরূপ লক্ষণাকে অজহৎস্বার্থা লক্ষণা বলে। ‡ কারণ, এস্থলে একসার্থবাহিত্বরূপে ছত্রী ও তদন্যের বোধ হইতেছে (ছত্রিপদে ছত্রীও তদন্য উভয়ই বুঝাইতেছে সুতরাং অজহৎস্বার্থা লক্ষণা)। আরও যদি অন্বয়ানুপপত্তিই লক্ষণার বীজ হয় তাহা হইলে কখন গঙ্গাপদে তীরে ও কখন ঘোষপদে মৎস্যাদিতে লক্ষণা হইতে পারে, কোন নিয়ম থাকে না §। ইহা বুঝিতে হইবে যে শক্যার্থসম্বন্ধ যদি তীরত্বরূপে গৃহীত হয় তাহা হইলে তীরত্ব রূপেই তীরের বোধ হইবে। যদি গঙ্গাতীরত্বরূপে গৃহীত হয় তাহা হইলে সেইরূপে স্মরণ হইবে। অতএব লক্ষ্যতাবচ্ছেদকে লক্ষণা স্বীকার করা যায় না। সেস্থলে তৎপ্রকারক বোধের উপপত্তি লক্ষণা ব্যতিরেকেও হইয়া থাকে। পরন্তু এইরূপক্রমে শক্যতাবচ্ছেদকেও শক্তি স্বীকার করা যায় না; কারণ, তৎপ্রকারক-শক্যার্থ-স্মরণের প্রতি সেই পদের সামর্থ্য আছে এইরূপ বলিলেই, বেশ চলিতে পারে, ইহা বুঝিয়া দেখিতে হইবে ॥।

‡ অর্থাৎ, যদি কোন একটী দলে কতকগুলি বা অনেকগুলি ছত্রধারী থাকে, সেস্থলে যদি “ছত্রিণো যাইতেছে” এরূপ বাক্য প্রয়োগ করা যায় তাহা হইলে, ছত্রিপদে, লক্ষণাদ্বারা ছত্রিসার্থবাহি মাত্রকেই, অর্থাৎ যাহারা যাহারা ছত্রির সহিত একদলে যাইতেছে, ছত্র না থাকিলেও তাহাদিগকে বুঝায়। অজহৎস্বার্থা, অর্থাৎ যে লক্ষণাস্থলে শব্দ নিজের স্বার্থত্যাগ না করিয়াই অন্যার্থের বোধক হয়। দিনকরামতে “এক সার্থবাহিত্ব” পদের অর্থ “এক সার্থ” (এক দল), একসার্থগন্তৃত্ব নহে; কারণ, তাহা হইলে আকাঙ্ক্ষাশূন্যতা বশতঃ ‘যান্তি” এই ক্রিয়াপদের অনন্বয়াপত্তি হইয়া উঠে।

§ অর্থাৎ, যদি অনুপপত্তিই লক্ষণার বীজ হয় তাহা হইলে কোন পদে কিরূপ লক্ষণা হইবে তাহার কোন নিয়ম থাকে না। যেমন “গঙ্গাতে ঘোষ” ইত্যাদি স্থলে যদি অন্বয়বাধই লক্ষণার মূল হয়, তাহা হইলে, গঙ্গা পদে গঙ্গাতীর বা ঘোষ পদে মৎস্যাদি এই উভয় রূপেই সেই অন্বয় বাধের নিরাকরণ করিতে পারা যায়। যদি ঘোষ পদে মৎস্য অর্থ করা যায়, তাহা হইলে কোন অন্বয় বাধ থাকে না, কারণ গঙ্গাতে মৎস্য থাকা অসম্ভব নয়, অথবা গঙ্গা পদে গঙ্গাতীর বলিলেও চলে, কারণ তীরে ঘোষ থাকা অসম্ভব নহে। সুতরাং কোন্ স্থলে কিরূপ লক্ষণা করিতে হইবে তাহার নিয়ম থাকিল না।

॥ যদ্ধর্ম্মাবচ্ছিন্নে শক্যসম্বন্ধ বা শক্তি গ্রহণ করা যায়, তদ্ধর্ম্মপ্রকারই শাব্দবোধ হয়, এই রূপ কার্য্য কারণভাববশতঃ, লক্ষতাবচ্ছেদকে ও শক্যতাবচ্ছেদকে লক্ষণা বা শক্তি অঙ্গীকার করা যায় না। যদি তীরে লক্ষণা হয়, তাহা হইলে তীরত্ব রূপেই তীরের ভান হয়, তীরত্ব লক্ষ্যতাবচ্ছেদক, তাহার নিমিত্ত লক্ষণা স্বীকারের প্রয়োজন হয় না। এই রূপে যে স্থলে গবাদি পদে গোব্যক্তির জ্ঞান হয়, সে স্থলে গোত্ব রূপেই গবাদির জ্ঞান হয়, সুতরাং শক্যতাবচ্ছেদক গোত্বে ভিন্ন শক্তি স্বীকারের প্রয়োজন হয় না।

যে স্থলে লক্ষণা শক্যার্থের পরম্পরাসম্বন্ধরূপ * হয় (সেস্থলে) লক্ষণাকে লক্ষিতলক্ষণা বলে। যেমন দ্বিরেফাদি পদে রেফদ্বয়সম্বন্ধ ভ্রমরপদে জ্ঞান হয়, ভ্রমর পদের সম্বন্ধ আবার ভ্রমরে জ্ঞান হয়, সেই স্থলে লক্ষিত লক্ষণা। কিন্তু লাক্ষণিক পদ শাব্দবোধের জনক নয়। লাক্ষণিক অর্থের শাব্দবোধে পদান্তর † কারণ। যেহেতু শক্তি ও লক্ষণার অন্যতর সম্বন্ধে ইতরপদার্থান্বিত-স্ব-শক্যার্থ-শাব্দবোধের প্রতি পদের শক্তি নিশ্চয় করা হইয়াছে ‡। [ইহা প্রচীন দিগের মত। নবীনেরা লাক্ষণিক পদও অনুভাবক অর্থাৎ শাব্দবোধের জনক ইহা বলিয়া থাকেন। সে স্থলে পদার্থোপস্থিতি দ্বার-স্বরূপ। অন্যথা (যদি লাক্ষণিক পদের অনুভাবকত্ব না স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে তুল্য যুক্তি দ্বারা শক্ত পদেরও অননুভাবকত্বের আপত্তি হইয়া উঠে §]। বাক্যে শক্তি নাই বলিয়া শক্যসম্বন্ধরূপ লক্ষণাও নাই। যেস্থলে "গম্ভীর নদীতে ঘোষ" এইরূপ উক্ত হয় সে স্থলে নদীপদে নদীতীরে লক্ষণা, গম্ভীরাপদার্থের নদীর সহিত অভেদান্বয় হয়; কারণ, কোন কোন স্থলে একদেশান্বয় ও স্বীকার করা যায় ‖। যদি সেস্থলে একদেশান্বয়ও না স্বীকার করা যায় তাহা

* পরম্পরাসম্বন্ধ যথা দ্বিরেফাদি স্থলে স্ববাচ্য-রেফদ্বয়-ঘটিত-পদবাচ্যত্বাদি। স্ববাচ্য রেফদ্বয় ঘটিত পদ হইতে ভ্রমর পদ হইল, তদ্বাচ্যত্ব ভ্রমরে আছে, অতএব দ্বিরেক পদে লক্ষণা দ্বারা ভ্রমর বুঝাইল।

† পদান্তর অর্থাৎ সমভিব্যাহৃত শক্ত পদ।

‡ অর্থাৎ, গঙ্গায়াং ঘোষ ইত্যাদিস্থলে লক্ষণা সম্বন্ধে ইতর পদার্থ হইতে গঙ্গাতীর হইল, তদর্থান্বিত স্ব পদ হইতে ঘোষ পদ হইল, তাহার শক্য ঘোষ, তাহার শাব্দবোধে ঘোষাদি পদের শক্তি। অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত স্থলে ঘোষপদ হইতেই গঙ্গাতীরান্বিত ঘোষের শাব্দবোধ হইয়া থাকে, সুতরাং গঙ্গাদি লাক্ষণিক পদের শাব্দবোধজনকতা স্বীকার করিবার প্রয়োজন হয় না। "নীলোঘট" ইত্যাদি স্থলে ও ঘটাদি পদ হইতেই নীলান্বিত ঘটাদির বোধ হয়। সুতরাং পূর্ব্বোক্তরূপে কার্য্যকারণভাব স্বীকার করিলে আর কোথাওই লক্ষণার শাব্দবোধ-জনকতা স্বীকার করিতে হয় না।

§ [ ] এই চিহ্নদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী অংশ বিন্ধ্যেশ্বরী প্রসাদ মুদ্রিত কাশীস্থ পুস্তকে নাই, উহা এসিয়াটিক সোসাইটী মুদ্রিত গ্রন্থ হইতে গৃহীত হইল। তুল্যযুক্তি—অর্থাৎ "শক্তিলক্ষণান্যতর সম্বন্ধে ইতরপদার্থান্বিতস্বলক্ষ্যার্থশাব্দবোধং প্রতি পদানাং লক্ষণাবধারণাৎ" এইরূপ বলিয়া শক্ত পদের অনুভাবকত্বের অপলাপ করা যাইতে পারে।

‖ পদার্থের পদার্থের সহিতই অন্বয় হয়, পদার্থৈকদেশের সহিত হয় না এইরূপ নিয়মআছে, সুতরাং নদীপদে যখন নদীতীর বুঝাইল তখন গম্ভীরাপদের সহিত "নদীতীর" পদের সহিতই অভেদান্বয় হওয়া উচিত—এই নিমিত্ত বলিয়াছেন কখন কখন একদেশান্বয় (যেমন এস্থলে নদীতীর এই পদের একদেশ নদীর সহিত গম্ভীরা পদের অন্বয় হইল) ও স্বীকার করা যায়।

হইলে, নদী পদের গম্ভীরনদীতীরে লক্ষণা ও "গম্ভীরা" পদ তাৎপর্য্যগ্রাহক মাত্র (এইরূপ বলিতে হইবে)। বহুব্রীহি সমাস স্থলেও এইরূপ। সে স্থলে যদি "চিত্রগু" পদাদিতে একদেশান্বয় স্বীকার করা যায় তাহা হইলে গোপদে গো-স্বামিতে লক্ষণা ও গোতে চিত্রার অভেদান্বয়। যদি একদেশান্বয় না স্বীকার করা যায় তাহা হইলে গোপদে চিত্রগোস্বামিতে লক্ষণা ও চিত্রপদ তাৎপর্য্যগ্রাহক এইরূপ বলিতে হইবে। এইরূপ "আরূঢ়বানর' বৃক্ষ" এই স্থলে বানর পদে বানরারোহণকর্ম্মে (বানরারোহণ ক্রিয়ার কর্ম্মে) লক্ষণা, আরূঢ় পদ তাহার তাৎপর্য্যগ্রাহক। এইরূপ অন্যত্রও বুঝিতে হইবে।

তৎপুরুষ স্থলে পূর্ব্বপদে লক্ষণা। যেমন রাজপুরুষাদি পদে রাজপদার্থের সহিত পুরুষাদি পদার্থের সাক্ষাৎ অন্বয় নাই, কারণ, নিপাতাতিরিক্ত নামার্থ দ্বয়ের ভেদ সম্বন্ধে অন্বয় অব্যুৎপন্ন *। অন্যথা (অর্থাৎ, যদি নিপাতাতিরিক্ত নামার্থ স্থলেও ভেদ সম্বন্ধে অন্বয় স্বীকার করা যায় তাহা হইলে) রাজা পুরুষ (রাজাহভিন্ন পুরুষ) এই স্থলেও সেইরূপ অন্বয় বোধ অর্থাৎ ভেদসম্বন্ধে অন্বয়বোধ হইতে পারে। "ঘট পট নহে" ইত্যাদি স্থলে ঘট ও পট এই শব্দ দ্বয়ের সহিত "নঞ্" এর সাক্ষাৎ অন্বয় হেতু "নিপাতাতিরিক্ত" এই বিশেষণ দিতে হইয়াছে। "নীল ঘট" ইত্যাদি স্থলে নামার্থ দ্বয়ের "অর্থাৎ, নীল ও ঘট এই দুই পদার্থের" অভেদ সম্বন্ধে অন্বয় হেতুক "ভেদ" এই বিশেষণ দেওয়া হইয়াছে। রাজপুরুষ ইত্যাদি স্থলে লুপ্ত বিভক্তির স্মরণ কল্পনা করিব (অর্থাৎ লুপ্ত ষষ্ঠী বিভক্তি স্মরণ করিয়া শাব্দবোধ করিব) এরূপ বলিতে পার না; কারণ, অস্মৃতবিভক্তি ব্যক্তিরও রাজপুরুষাদি পদ হইতে ঐ বোধোদয় দেখা যাইতেছে †। অতএব রাজপদাদি স্থলে "রাজ সম্বন্ধীতে" লক্ষণা

* যদি এস্থলে রাজ পদের সহিত পুরুষ পদের সাক্ষাৎ অন্বয় বলা যায় তাহা হইলে উপরি উক্ত নিয়মানুসারে সেই অন্বয় অভেদ সম্বন্ধেই হইবে। তাহা হইলে রাজাহ ভিন্ন পুরুষ অর্থাৎ, যিনিরাজা তিনিই পুরুষ এইরূপ অর্থ বুঝাইবে, সুতরাং এস্থলে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে রাজ পদের পুরুষ পদের পদের সহিত অন্বয় নাই বলিতে হইবে।

† দেখা যাইতেছে যে রাজপুরুষ এই পদে বিভক্তি স্মরণ ব্যতিরেকেও "রাজার পুরুষ" এই অর্থ বোধ হইতেছে, সুতরাং বিভক্তি স্মরণ যদি কারণ হইত, তাহ হইলে অস্মৃতবিভক্তি ব্যক্তির শাব্দবোধ হইতে পারিত না।

ও পুরুষের সহিত তাহার অভেদান্বয় হয় (অর্থাৎ, সেস্থলে রাজসম্বন্ধ্যভিন্ন পুরুষ এইরূপ অর্থ বলিতে হইবে)। দ্বন্দ্বস্থলে "ধবখদিরৌ" (ধব ও খদির) ছেদন কর ইত্যাদি স্থলে বিভক্ত্যর্থ দ্বিত্ব প্রকারে ধব ও খদির এই উভয়েরই বোধ হইতেছে। সে স্থলে লক্ষণা নাই। "সাহিত্যে লক্ষণা আছে" এরূপ বলিতে পার না, কারণ সাহিত্যশূন্য স্থলেও দ্বন্দ্ব দেখা গিয়া থাকে। একক্রিয়ান্বয়িত্বরূপ "সাহিত্য" আছে ইহাও বলিতে পার না ; কারণ, ভিন্ন ভিন্ন ক্রিয়া স্থলেও "ধব খদিরকে" দেখ ও ছেদন কর ইত্যাদি প্রয়োগ দেখা গিয়া থাকে *। (কোন স্থলেই) সাহিত্যের অনুভব হয় না, † । অতএব "রাজ পুরোহিতৌ" (রাজা ও পুরোহিত) সাযুজ্যকাম হইয়া যাগ করিবেন, এইবাক্যে লক্ষণাভাব বশতঃ দ্বন্দ্ব সমাসই আশ্রয় করা যায় ‡। অতএব সাহিতাদি অর্থ হইতে পারে না। কিন্তু যেস্থলে বাস্তবিক ভেদ আছে সেই স্থলেই দ্বন্দ্ব (সমাস হইয়া থাকে)। যদি বল "নীল ঘটয়োরভেদ" (নীল ও ঘট অভিন্ন পদার্থ, অর্থাৎ যে পদার্থ নীল, সেই পদার্থই ঘট) ইত্যাদি স্থলে কেমন করিয়া দ্বন্দ্ব হইল? § তাহাতে বক্তব্য

* অর্থাৎ ধবের দর্শন ও খদিরের ছেদন ইত্যাদি ভিন্ন ভিন্ন ক্রিয়া স্থলেও "ধব খদিরৌ পশ্য ছিন্ধি" এইরূপ দ্বন্দ্বগর্ভপ্রয়োগ হইয়া থাকে। সুতরাং এক ক্রিয়ান্বয়িত্ব রূপ সাহিত্যই যদি দ্বন্দ্বের প্রয়োজক হইত তাহা হইলে পূর্ব্বোক্ত স্থলে দ্বন্দ্ব হইতে পারিত না।

† যদি "সাহিত্য" দ্বন্দ্বস্থলে লক্ষ্যার্থ হইত তাহা হইলে কোন না কোন স্থলে তাহার অনুভব হইত, কিন্তু কোন স্থলেই তাহার অনুভব হয় না, সুতরাং সাহিত্যে লক্ষণা হইতে পারে না।

‡ "রাজ পুরোহিতৌ" এই পদে দ্বন্দ্বসমাসে রাজা ও পুরোহিত ও ষষ্ঠীতৎপুরুষ সমাসে রাজার পুরোহিতদ্বয় এই দুই অর্থই হইতে পারে। এস্থলে তৎপুরুষ স্থলে লক্ষণা স্বীকার করিতে হয় বলিয়া সে কল্প ত্যাগ করিয়া, লক্ষণা নাই বলিয়া দ্বন্দ্ব সমাসই আশ্রয় করা গেল। সুতরাং রাজা ও পুরোহিত এইরূপ অর্থ হইল—লাক্ষণিক কল্প অস্বরস বলিয়া তাহা পরিত্যাগ করা হইয়াছে।

§ নীল ও ঘটের অভেদ, এই স্থলে যদি নীল ও ঘট উভয়ই এক পদার্থ হইল তবে উহাদের দ্বন্দ্ব কিরূপে সম্ভব? অথচ দ্বন্দ্ব না হইলে নীলঘটয়োঃ এই পদ হইতে পারে না। ইহাই আশঙ্কা।

এই যে সে স্থলে নীল পদের নীলত্বে ও ঘট পদের ঘটত্বে লক্ষণা, যেহেতু অভেদ পদের অর্থ আশ্রয়াভেদ * (সুতরাং ভেদ আছে বলিয়া সমাস হইল)। সমাহার দ্বন্দ্ব স্থলে, যদি সমাহারের ও অনুভব হয় বল তাহা হইলে "অহিনকুলং" ইত্যাদি স্থলে পরপদে (অর্থাৎ নকুল পদে) অহিনকুলসমাহারে লক্ষণা, পূর্ব্বপদ (অহিপদ) তাৎপর্য্য গ্রাহক। "ভেরী মৃদঙ্গ বাদন কর" এই স্থলে কিরূপে সমাহারের অন্বয় হইতে পারে, যেহেতু অপেক্ষাবুদ্ধিবিশেষরূপ সমাহারের বাদনাসম্ভব" ইহা বলিতে পার না; কারণ, পরম্পরা সম্বন্ধে তাহার অন্বয় হইতে পারে †। এইরূপ পঞ্চমূলী ইত্যাদি স্থলেও (বুঝিতে হইবে) ‡। কেহ কেহ বলেন যে "অহিনকুলং" ইত্যাদি স্থলে অহি ও নকুলের বোধ হয়, ও প্রত্যেকের সহিত "একত্বের" অন্বয় হয়। আর, সমাহার সংজ্ঞা যে স্থলে "দ্বন্দ্বশ্চ প্রাণিতূর্য্যেত্যাদি" সূত্রোক্ত একত্ব ও নপুংসকত্ব আছে সেই স্থলেই হইয়া থাকে। অন্যত্র একবচন প্রয়োগ অসাধু §।

পিতরৌ (পিতা মাতা), শ্বশুরৌ (শ্বশ্রূ ও শ্বশুর) ইত্যাদি স্থলে পিতৃপদে জনক-দম্পতি ও শ্বশুরপদে স্ত্রীজনক দম্পতিতে লক্ষণা। এই-রূপ অন্য স্থলেও (বুঝিতে হইবে)। ঘটাঃ (ঘট সমূহ) ইত্যাদি স্থলে লক্ষণা নাই, কারণ সেস্থলে ঘটত্বরূপে নানা ঘটের উপস্থিতির সম্ভব আছে। কর্ম্মধারয় স্থলে নীলোৎপল ইত্যাদি স্থলে অভেদ সম্বন্ধে নীল-পদার্থ উৎপল পদার্থে প্রকার (বিশেষণ)। সে স্থলে লক্ষণা নাই। অতএব "নিষাদ-স্থপতিকে" যাজন করিবে," এই স্থলে তৎপুরুষ সমাস

* অর্থাৎ আধারাভেদ স্বরূপতঃ অভেদ নহে—নীলোঘটঃ ইত্যাদিস্থলে নীলত্ব ও ঘটত্বের আশ্রয়ের অর্থাৎ আধারের অভেদ আছে এইরূপ অর্থ, অর্থাৎ—যিনিই নীল তিনিই ঘট—নতুবা নীলত্ব ও ঘটত্ব এক পদার্থ, এরূপ অর্থ নহে।

† এস্থলে স্বাশ্রয়বৃত্তিত্ব ই ঐ সম্বন্ধ। স্বপদে সমাহার বুঝাইল, তাহার আশ্রয় ভেরী মৃদঙ্গ, তদ্বৃত্তি বাদন; সুতরাং, স্বাশ্রয়বৃত্তিতা সম্বন্ধে সমাহারের অন্বয় বাদনে আছে।

‡ পঞ্চমূলীং গৃহাণ ইত্যাদি স্থলেও স্বাশ্রয়বৃত্তিতা সম্বন্ধে সমাহারার্থ গ্রহণাদিতে আছে।

§ অর্থাৎ নব্যেরা 'অহিনকুলং' ইত্যাদি স্থলে অহি ও নকুলের বোধ হয়, সমাহারের বোধ হয় না ও অহি ও নকুলের প্রত্যেকের সহিত একত্বের অন্বয় হয় এইকথা বলিয়া থাকেন। 'পাণিপাদ' মিত্যাদি স্থলে সমাহার বোধকত্ব না থাকিলেও সমাহার সংজ্ঞা পরিভাষিকী ও তাদৃশ সংজ্ঞা নিবন্ধনই তাদৃশস্থলে একবচন প্রয়োগ হইয়া থাকে। অর্থাৎ, সমাহারস্থলে অর্থগত কোন বিশেষ নাই, কেবল প্রয়োগসাধুত্বের নিমিত্ত একত্ব ও নপুংসকত্ব হইয়া থাকে।

নহে, যেহেতু (তৎপুরুষে) লক্ষণার আপত্তি হইয়া পড়ে *। কিন্তু লক্ষণার অভাব হেতুক কর্ম্মধারয় সমাস (বলিতে হইবে)। যদি বল, নিষাদ (চণ্ডাল) সঙ্করজাতি বিশেষ, উহাদের বেদে অনধিকার প্রযুক্ত যাজনের অসম্ভব, তাহাতে বক্তব্য এই যে নিষাদের বিদ্যাপ্রযুক্তি (বেদবিদ্যাতে প্রযুক্তি অর্থাৎ অধিকারিতা) তাহা হইতেই (পূর্ব্বোক্ত বাক্য হইতেই—নিষাদ স্থপতিং যাজয়েৎ এই বাক্য হইতেই) কল্পনা করা যাইতে পারে। কারণ লাঘববশতঃ মুখ্যার্থের অন্বয়ে, তদনুপপত্তি নিবন্ধন কল্পনার ফলমুখগৌরবতাপ্রযুক্ত, অদোষত্ব আছে †। উপকুম্ভ, অর্দ্ধপিপ্পলী ইত্যাদি স্থলে, পরপদে তৎসম্বন্ধিতে লক্ষণা ও পূর্ব্বপদার্থপ্রধানরূপে অন্বয় বোধ হয় ‡। এইরূপ সমাস স্থলে কোন শক্তি স্বীকার করা যায় না, পদশক্তি দ্বারাই অর্থ নির্ব্বাহ হইয়া থাকে §।

আসত্তি জ্ঞান, যোগ্যতা জ্ঞান ও আকাঙ্ক্ষা জ্ঞান শাব্দবোধে কারণ। এক্ষণে আসত্তি পদার্থ কাহাকে বলে তাহা বলিতেছেন—সন্নিধান-স্থিতি। যে পদের সহিত, যে পদের অন্বয় অপেক্ষিত, সেই দুইটী পদের অব্যবধানে উপস্থিতি শাব্দবোধ কারণ। এই নিমিত্ত গিরি, ভোজন করিয়াছে, অগ্নিমান্, দেবদত্ত ইত্যাদি স্থলে শাব্দবোধ হয় না। *

---

* অর্থাৎ নিষাদদিগের স্থপতি এইরূপ অর্থ করিলে তৎপুরুষ সমাসে লক্ষণা করিতে হয় বলিয়া সে অর্থ না করিয়া নিষাদ জাতীয় স্থপতি” এইরূপ কর্ম্মধারয় নিষ্পন্ন অর্থ করা হইল।

† অর্থাৎ—এস্থলে লাক্ষণিক অর্থ স্বীকারাপেক্ষা লাঘব বশতঃ মুখ্যার্থের অন্বয় স্বীকার করা গিয়াছে—সেই অন্বয়ের অন্য কোন প্রকারে সমাধান না হওয়ায়, তাহার সমাধানের নিমিত্ত নিষাদের “বিদ্যাপ্রযুক্তি” কল্পনা করা হইয়াছে। সেই কল্পনার ফলমুখগৌরবত্ব আছে। যেস্থলে যে গৌরব স্বীকার না করিলে চলে না সেস্থলে তাহাকে ফলমুখ গৌরব বলে। এস্থলে নিষাদের বিদ্যাপ্রযুক্তি কল্পনাব্যতীত মুখ্যার্থের অন্বয়ের উপপত্তি করিবার অন্য কোন উপায় নাই বলিয়া ঐ কল্পনার ফলমুখ গৌরবত্ব হইল।

‡ অর্থাৎ কুম্ভ সম্বন্ধিতে লক্ষণা ও কুম্ভ সম্বন্ধি সামীপ্যং এই রূপ শাব্দবোধ হইবে।

§ সমস্ত পদের উপর কোন বিশেষ শক্তি স্বীকার করা যায় না, সমাসাবয়বীভূত পদ-দ্বারাই অর্থ নির্ব্বাহ হইয়া থাকে।

* এস্থলে গিরির সহিত অগ্নিমানের অন্বয় ও দেবদত্তের সহিত ভোজন করিয়াছে এই পদের অন্বয় অভিপ্রেত, তাহাদের অব্যবধানে উপস্থিতি নাই বলিয়া, অন্বিত পদের অব্যবধানে উপস্থিতিরূপ আসত্তি না থাকায় শাব্দবোধ হইল না।

নীলঘট, দ্রব্যপট ইত্যাদি স্থলে আসত্তি ভ্রমহেতুক শাব্দবোধ হয়। † আসত্তি ভ্রম সত্ত্বে শাব্দবোধে ভ্রমাভাব থাকিলেও ক্ষতি নাই। ‡ যদি বল যেস্থলে ছত্রী, কুণ্ডলী, বাসস্বী, দেবদত্ত এই (বাক্য) উচ্চরিত হইয়াছে, সেস্থলে উত্তর পদ স্মরণ কালীন পূর্ব্বপদ স্মরণের নাশহেতুক, অব্যধানে উত্তর পদ স্মরণের অসম্ভব ঘটিয়াছে—তথায় বক্তব্য এই যে, প্রত্যেক পদসংস্কার জন্য শেষে, সমস্ত বিষয়ক স্মরণের অব্যবধানে উৎপত্তি হইয়া থাকে; § কারণ, যেমন নানা সন্নিকর্ষ দ্বারা একটী প্রত্যক্ষ জ্ঞান হয় সেই রূপ নানা সংস্কার দ্বারা এক স্মরণের উৎপত্তি হইতে পারে; যেহেতু সমস্ত পদজন্য সংস্কার সহিত শেষবর্ণজ্ঞানের উদ্বোধকত্ব স্বীকার করা যায়। তাহা না বলিলে নানাবর্ণক পদস্মরণ কিরূপে হইতে পারে ? ‖ কেহ কেহ বলেন যে সমস্ত পদার্থের স্মরণের পর এককালেই খলে কপোতন্যায়ে ¶ তাবৎ পদার্থের ক্রিয়া কর্ম্মভাবে অন্বয়বোধরূপ শাব্দবোধ হইয়া থাকে। অপর কেহ কেহ বলেন যে যে আকাঙ্ক্ষিত পদগুলি (পরস্পর সাকাঙ্ক্ষ পদগুলি) অন্বয়যোগ্য সন্নিধান (আসত্তি) প্রাপ্ত হয়, সেই সেই পদদ্বারা অন্বিত স্বার্থের (পদার্থের) জ্ঞান পদ দ্বারাই হইয়া থাকে—অর্থাৎ খণ্ড বাক্যার্থ বোধানন্তর সেইরূপে পদার্থস্মৃতি দ্বারা মহাবাক্যার্থ বোধ হয়।

† অর্থাৎ যদি নীলপট ও ঘটদ্রব্য, এই অভিপ্রায়ে পূর্ব্বোক্ত শব্দচতুষ্টয় উচ্চারিত হয় তাহা হইলে সে স্থলে যদি কোন ব্যক্তি ভ্রমবশতঃ, নীল পদের সহিত ঘট পদের অন্বয় ও দ্রব্যপদের সহিত পটের অন্বয়—অভিপ্রেত বলিয়া বিবেচনা করিয়া নীলঘট ও পটদ্রব্য এইরূপ শাব্দবোধ করেন তাহা হইলে বলিতে হইবে যে সে স্থলে আসত্তিভ্রমে শাব্দবোধ লইয়াছে।

‡ যেমন পূর্ব্বোক্ত উদাহরণে আসত্তিভ্রম হইলেও শাব্দবোধ ভ্রম হয় নাই।

§ অর্থাৎ যেমন এক একটী পদ উচ্চরিত হইতে থাকে অমনি তৎতৎ পদজন্য এক একটী সংস্কার উৎপন্ন হইতে থাকে। পরে সমস্ত পদগুলি উচ্চরিত হইলে পর সমস্ত বস্তু বিষয়ক একটী অখণ্ড স্মৃতি উৎপন্ন হয়—সুতরাং ব্যবধান জন্য আপত্তি নিরাকৃত হইল।

‖ কারণ সেস্থলেও দ্বিতীয় বর্ণ স্মৃতি কালীন প্রথম বর্ণ স্মৃতি লোপ পাইয়াছে, সুতরাং তাবৎ বর্ণাত্মক শব্দ জ্ঞানের অনুপপত্তি হইয়া উঠে।

¶ খলে কপোত ন্যায়—যেমন কোন জালে যুগপৎ সমস্ত পারাবত পতিত হয় সেই রূপ একাদিক্রমে সমস্ত পদার্থ স্মৃতির পর, এককালে একটী অখণ্ড শাব্দ বোধ হয়।

ইহা দ্বারা সমস্তবর্ণাভিব্যঙ্গ্য পদস্ফোট ও নিরস্ত হইল *। তদ্ব্যঞ্জক তৎতদ্‌বর্ণসংস্কারসহিত চরমবর্ণজ্ঞানদ্বারাই তাহার উপপত্তি হইতে পারে †।

ইহা বুঝিতে হইবেঃ—যে স্থলে "দ্বারং" এই পদটী উক্ত হইয়াছে, সেস্থলে "পিধেহি" এইপদের জ্ঞান হইতেই অর্থবোধ হয়, (নতুবা) পিধান (বন্ধ করণ) রূপ অর্থের জ্ঞান হইতে হয় না; কারণ, পদ-নিমিত্তক পদার্থোপস্থিতিই শাব্দবোধের হেতু। আরও, ক্রিয়া ও কর্ম্ম পদসমূহের সেই সেই রূপেই আকাঙ্ক্ষিতত্ব আছে বলিয়া ক্রিয়াপদ ব্যতিরেকে কিরূপে শাব্দবোধ হইতে পারে? সেইরূপ "পুষ্পেভ্যঃ" ইত্যাদি স্থলে "স্পৃহয়তি" এই পদাধ্যাহার ব্যতিরেকে চতুর্থীর অনুপপত্তি হেতুক পদাধ্যাহার আবশ্যক ‡॥

যোগ্যতার লক্ষণ করিতেছেনঃ—পদার্থ ইত্যাদি। অর্থাৎ, এক পদার্থে অপর পদার্থের সম্বন্ধকে যোগ্যতা বলে ইহাই অর্থ। সেই যোগ্যতা-জ্ঞানের অভাব হেতু "বহ্নি দ্বারা সেচন করিতেছে" ইত্যাদি স্থলে শাব্দবোধ হয় না। যদি বল এই যোগ্যতার জ্ঞান সর্ব্বত্র শাব্দবোধের

* ভগবান্ ভাষ্যকার বর্ণ সকল ক্ষণিক বলিয়া অর্থ প্রত্যয়ের অসম্ভবত্ব নিবন্ধন, বর্ণাতিরিক্ত বর্ণাভিব্যঙ্গ্য, অর্থপ্রত্যায়ক নিত্য স্ফোট নামে শব্দ স্বীকার করেন—*cf* Sarva-darsana Sangraha 140-141 Asiatic Society's Edition.

† যাঁহারা পদস্ফোট স্বীকার করেন তাহাদের মতে উহা বর্ণাভিব্যঙ্গ্য। যদি তাহাই হইল, তাহা হইলে প্রত্যেক বর্ণজন্য সংস্কার সহিত অন্ত্যবর্ণজন্য সংস্কারকে অর্থ ব্যঞ্জক স্বীকার করিলেই চলিতে পারে, নিত্য স্ফোট শব্দ স্বীকার করিতে হয় না। "ইহা দ্বারা" হইতে "উপপত্তি হইতে পারে" পর্য্যন্ত অংশ বিন্ধ্যেশ্বরী মুদ্রিত পুস্তকে নাই, দিনকরী কর্ত্তৃক ব্যাখ্যাতও হয় নাই, উহা সোসাইটী মুদ্রিত পুস্তক হইতে গৃহীত হইল।

‡ "শাব্দবোধে পদজন্য পদার্থোপস্থিতি কারণ নহে, কিন্তু লাঘব বশতঃ পদার্থোপস্থিতি-মাত্র কারণ, এই প্রাভাকর মত "ইহা বুঝিতে হইবে" ইত্যাদি সন্দর্ভ দ্বারা নিরাকৃত হইয়াছে। "ক্রিয়া কর্ম্ম পদ সমূহের সেই সেই রূপেই আকাঙ্ক্ষিতত্ব বশতঃ", অর্থাৎ ক্রিয়া কর্ম্ম পদের মধ্যে একটী আনুপূর্ব্বী (Order or Succession) থাকা আবশ্যক, নতুবা কেবল দ্বারং, কর্ম্মত্বং, পিধানং, কৃতিঃ এই রূপ শব্দ সন্নিবেশ হইতে "দ্বারং পিধেহি" এই বাক্য জন্য শাব্দবোধ হইবে না। এস্থলে দিনকরী দেখ। দিনকরী মতে "পদার্থোপস্থিতিত্বেরই লাঘববশতঃ শাব্দবোধে জনকতাবচ্ছেদকতা, সুতরাং প্রাভাকরোক্ত অর্থাধ্যাহার পক্ষ ই সমীচীন"।

পূর্ব্বে হইতে পারে না, যেহেতু বাক্যার্থ অপূর্ব্ব * ; তাহাতে বক্তব্য এই যে, তৎতৎপদার্থ স্মরণ হইলেই কখন সংশয়গর্ভ কখন বা নিশ্চয়াত্মক যোগ্যতাজ্ঞান হইয়া থাকে। নব্যেরা য়োগ্যতা জ্ঞানকে শাব্দবোধে কারণ বলেন না। "বহ্নিদ্বারা সেচন করিতেছে" ইত্যাদি স্থলে, সেকে বহ্নিকরণত্বাভাবরূপ অযোগ্যতানিশ্চয়হেতু প্রতিবন্ধকতানিবন্ধন শাব্দবোধ হইল না। লৌকিকসন্নিকর্ষাজন্য বা দোষবিশেষাজন্য জ্ঞান মাত্রের প্রতিই, তদভাবনিশ্চয়ের প্রতিবন্ধকতা স্বীকার করা যায় † বলিয়া শাব্দবোধের প্রতিও প্রতিবন্ধকতা সিদ্ধ হইল। আরও যোগ্যতা-জ্ঞানের বিলম্ব হইতে, শাব্দবোধজ্ঞানের বিলম্ব সিদ্ধ হয় না ইহাও বলিয়া থাকেন ‡ ৮২।৮৩।

ভাঃ পঃ—যে পদ ব্যতিরেকে অন্যের (অন্য পদের) অননুভাবকতা (অন্বয়াননুভাবকতা) হয়, (তৎপদ বিশিষ্টত্বই তাহার) আকাঙ্ক্ষা। বক্তার ইচ্ছা তাৎপর্য্য বলিয়া কীর্ত্তিত ॥ ৮৪ ॥

আকাঙ্ক্ষা নির্ব্বচন করিতেছেন—যৎপদেন ইত্যাদি। যে পদ ব্যতিরেকে যে পদের অন্বয়াননুভাবকত্ব হয় (অন্বয়-বোধ-সামর্থ্য থাকে না), সেই পদের সহিত সেই পদের আকাঙ্ক্ষা, ইহাই অর্থ। ক্রিয়া-পদব্যতিরেকে কারকপদ অন্বয় বোধ উৎপন্ন করিতে পারে না, অতএব ক্রিয়াপদের সহিত কারক পদের আকাঙ্ক্ষা। বস্তুতঃ ক্রিয়া ও কর্ম্মপদের

* অপূর্ব্ব, অর্থাৎ অজ্ঞাতপূর্ব্ব, শাব্দবোধের পূর্ব্বে অনিশ্চিত। অর্থাৎ, বাক্যার্থ জ্ঞান হইলেই পদার্থের সহিত পদার্থান্তরের সম্বন্ধরূপ যোগ্যতার জ্ঞান হইয়া থাকে। সুতরাং, যদি যোগ্যতাজ্ঞান বাক্যজ্ঞান জন্য হয়, তাহা হইলে উহা কিরূপে শাব্দবোধের কারণ হইতে পারে।

† যদি ভূতলে ঘটাভাবনিশ্চয় থাকে, অথচ চক্ষুঃসংযোগদ্বারা ঘটের উপলব্ধি হয়, তাহা হইলে অভাব নিশ্চয় সত্ত্বেও "ঘটবৎভূতল" এই জ্ঞান হইয়া থাকে। অথবা যদি পিত্তাদিজন্য "শঙ্খ পীত" বলিয়া বোধ হয়, সে স্থলে "শঙ্খ শ্বেতবর্ণ" এই জ্ঞান, অর্থাৎ, শঙ্খে পীতত্বাভাব নিশ্চয় ও "শঙ্খ পীত" এই জ্ঞানের প্রতিবন্ধকতা করিতে পারে না। এই নিমিত্ত, লৌকিক-সন্নিকর্ষাজন্য ও দোষবিশেষাজন্য বলিয়াছেন। অন্যত্র সর্ব্বত্রই তদভাববত্ত্বনিশ্চয় তদ্বত্ত্বনিশ্চয়ের প্রতিবন্ধক। এ স্থলেও সেই নিয়মানুসারেই শাব্দবোধ হইল না। বহ্নিতে সেককরণত্বাভাব-নিশ্চয় আছে, সুতরাং উহাতে সেককরণত্ব নিশ্চয় হইতে পারিল না।

‡ যদি যোগ্যতাজ্ঞান শাব্দবোধে কারণ হইত, তাহা হইলে তজ্জ্ঞানের বিলম্ব স্থলে শাব্দবোধের ও বিলম্ব হইত, কিন্তু বস্তুতঃ তাহা হয় না, সুতরাং উহা কারণ নহে ॥ ৮২ ॥ দিনকরী মতে "আহুঃ" (বলিয়া থাকেন) এই কথা বলায় এই কল্পের অস্বরসতা সূচিত হইল।

সন্নিধান (অব্যবধানে অবস্থিতি), আসত্তি দ্বারাই চরিতার্থ *। পরন্তু ঘট-কর্ম্মতা বোধের প্রতি ঘটপদোত্তর দ্বিতীয়াকাঙ্ক্ষা জ্ঞান কারণ। অতএব, ঘট, কর্ম্মত্ব, আনয়ন, কৃতি ইত্যাদি স্থলে শাব্দবোধ হয় না। "এই আসিতেছেন পুত্র রাজার পুরুষকে অপসারণ করিয়া দাও" ইত্যাদি স্থলে, পুরুষের সহিত রাজপদের তাৎপর্য্যগ্রহের অভাব হেতু তাহার সহিত অন্বয় হইল না †।

তাৎপর্য্য নির্ব্বচন করিতেছেন, বক্তার ইচ্ছা ইতি। যদি তাৎপর্য্য-জ্ঞানকে কারণ না বলাযায়, তাহা হইলে "সৈন্ধব আন" (সৈন্ধব শব্দে সৈন্ধব লবণ বা সিন্ধুদেশজাত অশ্ব বুঝায়) ইত্যাদি স্থলে, কখন অশ্বের, কখন বা লবণের বোধ হইতে পারে না। তাৎপর্য্যকে কারণ না বলিয়া তাৎপর্য্যগ্রাহক প্রকরণাদিরই শাব্দবোধে কারণতা হউক— এ কথা বলিতে পার না; কারণ তাহাদের মধ্যে কোন অনুগত ধর্ম্ম দেখা যায় না। যদি তাৎপর্য্যজ্ঞানজনকত্ব রূপে, তাহাদের অনুগম (অনুগত-ধর্ম্মবত্ত্ব) আছে বলা যায়, তাহা হইলে লাঘববশতঃ, তাৎপর্য্যজ্ঞানই কারণ হউক ‡। এইরূপ বেদস্থলেও তাৎপর্য্যজ্ঞানের নিমিত্ত ঈশ্বর কল্পনা করা যায়।

* অর্থাৎ, "আসত্তি আবশ্যক" এই কথা বলাতেই ক্রিয়া কর্ম্মাদি পদের পরস্পর সন্নিধান থাকা আবশ্যক ইহা বলা হইয়াছে।

† এস্থলে, "রাজার পুত্র আসিতেছেন, পুরুষকে তাড়াইয়া দেও" এইরূপই অর্থে তাৎপর্য্য, সুতরাং, রাজার সহিত পুত্রের অন্বয় হইল। "পুত্রের সহিত রাজপদের তাৎপর্য্যগ্রহ আছে বলিয়া তাহার সহিতই অন্বয় বোধ হয়। পুরুষের সহিত তাৎপর্য্যগ্রহ থাকিলে তাহার সহিতই অন্বয় হইবে," ইহা বিন্ধ্যেশ্বরী মুদ্রিত পুস্তকানুযায়ী পাঠের অর্থ।

‡ নানার্থ শব্দস্থলে প্রকরণ (Context) প্রভৃতি হইতে অভিপ্রেত অর্থের বোধ হয়। যেমন "রাম" এই শব্দে কৌশল্যা তনয় বুঝাইবে বা পরশুরাম বুঝাইবে এই রূপ সন্দেহ হইলে প্রকরণাদিপর্য্যালোচনা দ্বারা ঐ সংশয়ের নিরাস হইয়া থাকে। আদি পদে সংযোগ, বিপ্রয়োগ, সাহচর্য্য, বিরোধিতা প্রভৃতি অলঙ্কার শাস্ত্রোক্ত তালিকা দ্রষ্টব্য। এক্ষণে আপত্তি এই যে, তাৎপর্য্যকে শাব্দবোধের কারণ না বলিয়া তাৎপর্য্যগ্রাহক প্রকরণাদিকেই কারণ বলিলে চলিতে:পারে। তাহাতে উত্তর এই যে, প্রকরণাদির মধ্যে কোন অনুগত (Common) ধর্ম্ম না থাকায়, লাঘব বশতঃ তাৎপর্য্যকেই কারণ বলা যায়। যদি বল "তাৎপর্য্যজ্ঞানজনকত্ব" ই প্রকরণাদির মধ্যে অনুগত ধর্ম্ম। তাহাতে বক্তব্য এই যে, তাহা হইলে প্রকরণাদিকে কারণ না বলিয়া লাঘব বশতঃ তাৎপর্য্যজ্ঞানকেই কারণ বলা অধিকতর সঙ্গত। বক্তার ইচ্ছাই তাৎপর্য্য, সুতরাং বেদ বাক্যের তাৎপর্য্যানুরোধে বেদের বক্তৃ স্বীকার অপরিহার্য্য হইয়া উঠে। যদি বেদের কেহ বক্তা না থাকেন, তাহা হইলে বেদের তাৎপর্য্য-বলিতে কাহার তাৎপর্য্য বুঝাইবে?

সেস্থলে, অধ্যাপকের তাৎপর্য্য জ্ঞানই কারণ বলিব, একথা বলিতে পারা যায় না; কারণ, সর্গের (সৃষ্টির) আদিতে অধ্যাপকের অভাব আছে। যদি বল যখন প্রলয়ই নাই, তখন কেমন করিয়া সর্গের আদি স্বীকার করা যায়; তাহাতে বক্তব্য এই যে প্রলয় আগম-প্রতিপাদ্য (অর্থাৎ আগম হইতে প্রলয় আছে এইরূপ জানা যায়, সুতরাং, সর্গেরও আদি আছে স্বীকার করিতে হইবে)*। এইরূপে শুকবাক্যে ঈশ্বরীয় তাৎপর্য্য জ্ঞান কারণ। বিসংবাদি-শুকবাক্যস্থলে, শিক্ষয়িতার তাৎপর্য্য জ্ঞান কারণ বলিতে হইবে। কেহ কেহ নানার্থ শব্দাদিস্থলে, কখন কখন (সর্ব্বত্র নহে) তাৎপর্য্যজ্ঞানের কারণতা স্বীকার করেন; তথাচ, শুকবাক্য স্থলে তাৎপর্য্য জ্ঞান ব্যতিরেকেও শাব্দবোধ হয়। বেদস্থলে অনাদিমীমাংসা পরিশোধিত তর্কদ্বারা অর্থাবধারণ করা যায়, ইহা বলিয়া থাকেন॥ ইতি শব্দ খণ্ড সমাপ্ত †।

পূর্ব্বে, অনুভব ও স্মৃতিভেদে বুদ্ধির দ্বৈবিধ্য বলা হইয়াছে। তাহার মধ্যে অনুভবের ভেদসমূহ প্রদর্শিত হইয়াছে, সুগমতা প্রযুক্ত স্মরণ দর্শিত হয় নাই। সে স্থলে (স্মরণ স্থলে) পূর্ব্বানুভব কারণ। এস্থলে কেহ কেহ "অনুভবত্বরূপে" (স্মৃতির) কারণত্ব বলেন না, কিন্তু জ্ঞানত্বরূপে কারণত্ব বলিয়া থাকেন। তাহা না বলিলে (তাঁহাদের মতে) স্মরণান্তর স্মরণ হইতে পারে না, যেহেতু সমানপ্রকারক স্মরণ দ্বারা পূর্ব্বসংস্কার বিনষ্ট হইয়া থাকে। আমার মতে (এই আপত্তিকারীর মতে) সেই স্মরণের দ্বারাই সংস্কারান্তর উৎপন্ন হয় ও তাহা দ্বারা স্মরণান্তর জন্মায়, এইরূপ বলিয়া থাকেন ‡। তাহা নহে (অর্থাৎ,

---

* যে শুকবাক্যের অর্থের সহিত সংবাদ বা সামঞ্জস্য নাই, অর্থাৎ যাহা অভিপ্রায় পূর্ব্বক উচ্চরিত নহে তাদৃশ।

† এস্থলে দিনকরী মতে মীমাংসা শব্দের অর্থ লাঘবজ্ঞানাত্মক তর্ক, পরিশোধিত শব্দের অর্থ সহকৃত ও তর্ক শব্দের অর্থ অনুমান।

‡ স্মৃতির প্রতি অনুভবের কারণতা ব্যাপার মূলক। অনুভব জন্য "সংস্কার" ই ঐ ব্যাপার। অনুভব জন্য স্মৃত্যুৎপত্তিস্থলে, তদুৎপত্তির অব্যবহিত প্রাক্‌ক্ষণে অনুভব বা তদ্ব্যাপার রূপ সংস্কারের উপস্থিতি আবশ্যক। সুতরাং অনুভবনাশ হইলেও তজ্জন্য সংস্কার নিবন্ধন স্মৃত্যুৎপত্তি হইয়া থাকে। এস্থলে যদি অনুভবত্বরূপে স্মৃতির প্রতি কারণতা বলা যায়, তাহা হইলে, সমানপ্রকারক স্মৃতি দ্বারা অনুভব জন্য সংস্কার নাশ হইলে আর স্মৃত্যুৎপত্তি হইতে পারে না। যদি জ্ঞানত্ব রূপে স্মৃতির প্রতি কারণতা বলা যায়, তাহা হইলে প্রথম স্মৃতি জন্য প্রথম সংস্কারের নাশের পর সেই সংস্কার-নাশক স্মৃতি হইতে সংস্কারান্তরের উৎপত্তি হইয়া সেই সংস্কার জন্য স্মৃত্যন্তরের উৎপত্তি হইতে পারে। অনুভবত্ব কল্পে, স্মৃতি অনুভব নয় বলিয়া উহা হইতে স্মৃত্যন্তর জন্মিতে পারে না ইহাই আপত্তিকারীর অভিপ্রায়।

এই মত ভাল নয়)। যেখানে সমূহালম্বন জ্ঞানের পর ঘটপটাদির ক্রমে স্মরণ হইয়াছে, অথচ সকল বিষয়ক স্মরণ হয় নাই (কতকগুলির স্মরণ হইয়াছে, অথচ জ্ঞানবিষয়ীভূত সমস্ত পদার্থের স্মরণ হয় নাই), সেস্থলে ফলের সংস্কারনাশকত্বাভাবহেতু, কাল, রোগ বা চরম ফলের সংস্কারনাশকত্ব বলিতে হইবে। তাহা হইলে আর ক্রমিক স্মরণের (স্মরণান্তর স্মরণের) অনুপপত্তি রহিল না *। যদি বল পুনঃ পুনঃ স্মরণ হেতু দৃঢ়তর সংস্কারের অনুপপত্তি হইয়া উঠিল †; তাহাও বলিতে পার না; কারণ, দার্ঢ্য পদে উদ্বোধকের শীঘ্র উপস্থিতি বুঝায় ‡। যদি বল বিনিগমনাবিরহহেতু জ্ঞানত্বরূপেই জনকত্ব থাকুক, § তাহাও বলিতে পার না; কারণ, যদি বিশেষ ধর্ম্ম দ্বারা অব্যভিচার জ্ঞান হয় তাহা হইলে সেস্থলে সামান্য ধর্ম্মের কারণতা অন্যথাসিদ্ধ (Superfluous); অন্যথা (ঘটোৎপত্তির প্রতি) দণ্ডের, ভ্রমি দ্বারা দ্রব্যত্বরূপে কারণতা কেনইবা না স্বীকার করা যায় ‖? আন্তরালিক স্মরণ সমূহের (অন্তরালভব, অর্থাৎ প্রথম স্মরণ ও শেষ স্মরণের মধ্যবর্ত্তী স্মরণ গুলির) সংস্কারনাশকত্ব সংশয়

* অর্থাৎ, তাদৃশ স্থলে স্মৃতি সমানপ্রকারক (অর্থাৎ, সমস্তবস্তুবিষয়ক) না হওয়ায় সংস্কার নাশিকা হইতে পারিল না, সুতরাং কালাদির সংস্কার নাশকতা স্বীকার করিতে হইল। যদি তাহাই হইল, তাহা হইলে লাঘববশতঃ সকলস্থলেই সেইরূপ স্বীকার করা উচিত। সুতরাং সমানপ্রকারক স্মরণের পূর্ব্বসংস্কার নাশকতা না থাকায়, একস্মরণের পরে স্মরণা অনুপপত্তি ঘটিল না, কারণ তখনও পূর্ব্বসংস্কার বর্ত্তমান আছে।

† অর্থাৎ যদি সংস্কার একই রহিল তাহা হইলে পুনঃ পুনঃ স্মরণ করিলেও তাহার দৃঢ়তা হইতে পারে না। যদি পুনঃ পুনঃ স্মৃতি স্থলে নূতন নূতন সংস্কার উৎপত্তি স্বীকার করা যায় তাহা হইলে দার্ঢ্যের উপপত্তি করিতে পারা যায় ইহাই আশঙ্কা।

‡ অর্থাৎ, স্মৃত্যুদ্বোধকের শীঘ্র উপস্থিতির নামই সংস্কারের দৃঢ়তা, তদুৎপত্তির নিমিত্ত অনেক সংস্কারের আবশ্যকতা নাই।

§ অর্থাৎ, স্মৃতির প্রতি কারণতা জ্ঞানত্বরূপেই হউক, অনুভবত্বরূপে নহে, কারণ, অনুভবত্বরূপেই হইবে ইহার সাধিকা কোন যুক্তি নাই। একপক্ষপাতিনী যুক্তির নাম বিনিগমনা। অর্থাৎ যে যুক্তি দ্বারা কোন একটী পক্ষের নিশ্চয় হয় তাহার নাম বিনিগমনা।

‖ পূর্ব্বোক্ত নিয়ম স্বীকার না করিলে স্বজন্যভ্রমিজন্যকপালিকাসংযোগসম্বন্ধে দ্রব্যই ঘটের কারণ হইতে পারে। কারণ, সেরূপ সম্বন্ধে কারণ হইতে দণ্ডই হইবে। যে হেতু দণ্ডাতিরিক্তের ভ্রমি অসম্ভব। কিন্তু সেস্থলে পূর্ব্বোক্ত নিয়ম বশতঃ সামান্য "দ্রব্যত্ব" পরিত্যাগ করিয়া বিশেষ রূপে "দণ্ডত্ব" কেই কারণতাবচ্ছেদক বলা যায়। তদ্রূপ বিশেষ ধর্ম্ম 'অনুভবত্ব' রূপেই স্মৃতির প্রতি কারণতা নির্দ্দেশ করা উচিত, সামান্য ধর্ম্ম 'জ্ঞানত্ব' পুরস্কারে নির্দ্দেশ করা উচিত নহে।

হেতু ব্যভিচার * সংশয় হইতে পারে ইহা বলিতে পার না। কারণ, অনন্তসংস্কারও তাহার নাশকল্পনাপত্তিহেতু চরমস্মরণেরই সংস্কার-নাশকত্ব কল্পনা নিবন্ধন ব্যভিচার সংশয় হইতে পারে না ॥ ৮৪ ॥

ভাঃ পঃ—সুখাদির সাক্ষাৎকারে মন করণ বলিয়া অভিহিত হয়। জ্ঞান সমূহের অযৌগপদ্যবশতঃ এই স্থলে উহার অণুত্ব (অর্থাৎ, উহা অণুস্বরূপ বলিয়া) কথিত হয় ॥ ৮৫ ॥

এক্ষণে ক্রমপ্রাপ্ত মন নিরূপন করিতেছেনঃ—সাক্ষাৎকার ইতি—ইহা দ্বারা (সাক্ষাৎকার ইত্যাদি বাক্য দ্বারা) মনের (অস্তিত্ব বিষয়ে) প্রমাণ দর্শিত হইয়াছে। তথাহি—"সুখসাক্ষাৎকার সকরণক (করণজন্য); কারণ, উহা জন্যসাক্ষাৎকার, যেমন চাক্ষুষ সাক্ষাৎকার" † এই অনুমান দ্বারা করণস্বরূপ মনের সিদ্ধি হইল। এইরূপ দুঃখাদি সাক্ষাৎকারেরও ভিন্ন ভিন্ন করণ আছে ইহা বলিতে পার না; যেহেতু লাঘব বশতঃ তাদৃশ সমস্ত সাক্ষাৎকারের করণতারূপে একটী পদার্থ (মনই) সিদ্ধ হইয়াছে। এইরূপে দুঃখাদির অসমবায়িকারণরূপ সংযোগের আশ্রয়তারূপে মনের সিদ্ধি ঝিতে হইবে ‡। মনের অণুত্বে প্রমাণ বলিতেছেনঃ—অযৌগপদ্যবশতঃ ইতি—চাক্ষুষ, রাসন ইত্যাদি জ্ঞানের যৌগপদ্য অর্থাৎ এককালোৎপত্তি নাই ইহা অনুভবসিদ্ধ; সেস্থলে নানা ইন্দ্রিয়ের সহিত বিষয়সন্নিকর্ষ থাকিলেও যাহার সহিত সম্বন্ধ হেতু একইন্দ্রিয়ের দ্বারাই জ্ঞান উৎপন্ন হয় ও যাহার সহিত সম্বন্ধ নাথাকাতেই অপরেন্দ্রিয়ের দ্বারা জ্ঞানহয় না §,

* অর্থাৎ, অনুভবত্ব রূপে হেতুত্বে ব্যভিচার সংশয়।

† অর্থাৎ, চাক্ষুষাদি জন্য সাক্ষাৎকার (Perception) যেমন সকরণক, সেইরূপ সুখসাক্ষাৎকারেরও কোন করণ আছে বলিতে হইবে, যেহেতু উহাও জন্যসাক্ষাৎকার।

‡ অন্য প্রকারে মনঃসিদ্ধি দেখাইতেছেনঃ—আত্মমনঃসংযোগ দুঃখাদির অসমবায়ি কারণ, এই নিমিত্ত আত্মাতিরিক্ত পদার্থান্তর স্বীকার আবশ্যক, কারণ, দুই পদার্থ না হইলে সংযোগ হইতে পারে না। ভাব (Positive) কার্য্য মাত্রেরই একটী অসমবায়ি কারণ আছে। সুখাদি-সাক্ষাৎকারও ভাব কার্য্য, সুতরাং উহারও অসমবায়ি কারণ আছে বলিতে হইবে। আত্মা ঐ ভাব কার্য্যের সমবায়ি কারণ, সুতরাং তাদৃশ কারণে সমবেত সংযোগাদি কোন পদার্থ উহার অসমবায়ি কারণ হইবে। এবং ঐ সংযোগের আশ্রয়ত্বরূপে মনঃ পদার্থের সিদ্ধি হইল।

§ অর্থাৎ, এককালে নানা ইন্দ্রিয়ের বিষয়ের সহিত সন্নিকর্ষ থাকিলেও সেই সময় মনের সহিত যে ইন্দ্রিয়ের সম্বন্ধ থাকে সেই ইন্দ্রিয়েরই জ্ঞান হয় অপর ইন্দ্রিয় সকলের জ্ঞান হয় না।

তাদৃশ মনের বিভুত্ব থাকিলে (অর্থাৎ, তাদৃশ মন যদি এককালে সর্ব্বমূর্ত্ত-সংযোগী হন তাহা হইলে) (এক সম্বন্ধ কালীন অন্যের সহিত) অসন্নিধান সম্ভব হয় না; এই হেতু মন বিভু নয় ইহা বলিতে হইবে *। যদি বল তৎকালে অদৃষ্টবিশেষরূপ উদ্বোধকের বিলম্ব হেতুই সেই (অন্যান্য ইন্দ্রিয়জনিত) জ্ঞানের বিলম্ব হয়, তাহা হইলে চক্ষুরাদিরও অকল্পনার আপত্তি হইয়া পড়ে †। যদি বল দীর্ঘ শষ্কুলী (পিষ্টক বিশেষ) ভক্ষণ কালে নানাবিষয়ে মনঃ সংযোগকারী ব্যক্তিদিগের কেমন করিয়া এককালে নানা ইন্দ্রিয় জ্ঞান হয়, তাহাতে বক্তব্য এই যে মনের অত্যন্ত লাঘব প্রযুক্ত শীঘ্র শীঘ্র নানা ইন্দ্রিয় সম্বন্ধ হেতু নানা জ্ঞানোৎপত্তি হইয়া থাকে। যেহেতু সেস্থলে উৎপল পত্র শতভেদাদির ন্যায় যোগপদ্য জ্ঞান ভ্রান্ত ‡। মন সঙ্কোচবিকাশ-শালি বলিয়া উভয়ের § উপপত্তি হউক ইহা বলিতে পার না; কারণ, নানা অবয়ব ও তাহার নাশ কল্পনায় গৌরব আছে। লাঘব-প্রযুক্ত, মনকে নিরবয়ব অণুস্বরূপ বলিয়া কল্পনা করা যায় ইতি সংক্ষেপ ॥ ইতি সিদ্ধান্ত মুক্তাবলীতে দ্রব্যপদার্থ ব্যাখ্যা সমাপ্তা ॥ ৮৬ ॥

ভাঃ পঃ—অনন্তর, গুণ সমূহ দ্রব্যাশ্রিত, নির্গুণ ও নিষ্ক্রিয় বলিয়া জানিতে হইবে। রূপ, রস, স্পর্শ ও গন্ধ, পরত্ব ও অপরত্ব ॥ ৮৭ ॥

* অর্থাৎ, নানা ইন্দ্রিয় সন্নিকর্ষ স্থলে যখন দেখা যাইতেছে যে কোন একটী ইন্দ্রিয়েরই জ্ঞান হইতেছে, তখন বলিতে হইবে যে মন কেবল সেই ইন্দ্রিয়েরই সন্নিহিত আছে। অর্থাৎ, মনের এককালে নানা ইন্দ্রিয়ের সহিত সম্বন্ধ হইতে পারে না, অর্থাৎ মন, বিভু নহে।

† অর্থাৎ, যদি অদৃষ্টবিশেষরূপ উদ্বোধক ই জ্ঞানের প্রতি কারণ হয়, তাহা হইলে চক্ষুরাদির কল্পনারও অনাবশ্যকতা হইয়া উঠে।

‡ অর্থাৎ, মনের সহিত নানেন্দ্রিয় সম্বন্ধ এত শীঘ্র শীঘ্র হয় যে উহা যুগপৎ হয় বলিয়া প্রতীত হয়, ফলতঃ ভিন্ন ভিন্ন ইন্দ্রিয় সংযোগের মধ্যে কালগত ব্যবধান আছে। উদাহরণ স্বরূপ দেখাইতেছেন, যেমন উৎপলের শত পত্র ভেদ স্থলে, ভিন্ন ভিন্ন পত্র বেধের মধ্যে ক্ষণগত ব্যবধান থাকিলেও উহা যেমন এককালেই হইল বলিয়া বোধ হয় সেইরূপ।

§ উভয়ের অর্থাৎ যৌগপদ্য ও অযৌগপদ্যের। কখন নানা জ্ঞানের যৌগপদ্য ও কখন অযৌগপদ্যে কারণ এই যে, মনঃ সঙ্কোচ বিকাশ শালি, যেস্থলে সঙ্কুচিত হয় সেস্থলে নানেন্দ্রিয় সন্নিকর্ষাভাব হেতু নানা জ্ঞান হয় না, ও যেস্থলে বিকাশবৎ হয় সেস্থলে যুগপৎ নানেন্দ্রিয় সম্বন্ধ হেতু নানেন্দ্রিয়ের যুগপৎ জ্ঞান হয় ইহা বলিতে পার না।

দ্রব্য নিরূপণ করিয়া গুণ নিরূপণ করিতেছেন অথ ইত্যাদি। যদি বল গুণত্ব জাতির প্রমাণ * কি? তাহাতে বক্তব্য এই যে, দ্রব্য ও কর্ম্ম ভিন্ন অন্য সামান্য (জাতি) বিশিষ্ট পদার্থে যে কারণতা আছে তাহা কোন ধর্ম্মাবচ্ছেদ্য (অর্থাৎ কোন ধর্ম্ম দ্বারা অবচ্ছেদ্য determined বা limited) বলিতে হইবে; কারণ, নিরবচ্ছেদ্য কারণতার অসম্ভব †। কিন্তু রূপত্বাদি বা সত্তা সেই অবচ্ছেদক ধর্ম্ম হইতে পারে না; কারণ, তাহারা যথাক্রমে ন্যূন ও অতিরিক্ত দেশ বৃত্তি ‡। অতএব এমন একটী ধর্ম্ম নির্দ্দেশ করিতে হইবে, যাহা চতুর্ব্বিংশতি গুণেই অনুগত [বর্ত্তমান]। ঐ ধর্ম্ম গুণত্ব ভিন্ন আর কিছুই হইতে পারেনা, অতএব গুণত্বের [অনেক-সমবেতত্বরূপ] জাতিত্ব সিদ্ধ হইল। দ্রব্যাশ্রিতা ইত্যাদিঃ—যদ্যপি কর্ম্মাদিতে অতিব্যাপ্তি নিবন্ধন দ্রব্যাশ্রিতত্বকে গুণ লক্ষণ বলিয়া (গ্রহণ করা যায় না) তথাপি, তাহার অর্থ [অর্থাৎ,

* এস্থলে বুঝিতে হইবে যে গুণ ও গুণত্ব এই দুইটাই সিদ্ধ আছে কেবল গুণত্বের জাতিত্বে সংশয় হইয়াছে। সংশয়েরও কারণ এই যে, মীমাংসক মতে জাতি আকৃতি-ব্যঙ্গ্যমানা, সুতরাং গুণত্বাদির জাতিত্ব হইতে পারে না। যেহেতু উহার কোন আকৃতি নির্দ্দেশ করা যাইতে পারা যায় না।

† দ্রব্যারম্ভের অব্যবহিত প্রাক্ কালে দ্রব্যাধিকরণ বৃত্তি অভাবের প্রতিযোগিতানবচ্ছেদক ধর্ম্মবত্ত্বই কারণত্ব। এইরূপ করিয়া নির্ব্বচন না করিয়া যদি কেবল দ্রব্যাধিকরণ বৃত্তি অভাবের অপ্রতিযোগী কারণ, এইরূপ বলা যায়, তাহা হইলে সকল বস্তুই তাদৃশ অভাবের প্রতিযোগী হইয়া পড়ে বলিয়া লক্ষণেরই অসম্ভব হইয়া উঠে। যেমন মনে কর দণ্ডসামান্য ঘটসামান্যের কারণ। এস্থলে যদি ঘটারম্ভের অব্যবহিত প্রাক্ কালে ঘটাধিকরণবৃত্তি অভাব পদে কোন একটী বিশেষ ঘটাধিকরণবৃত্তি কোন একটী বিশেষ দণ্ডাভাব গ্রহণ করা যায়, তাহা হইলে অপর দণ্ড গুলি সেই অভাবের প্রতিযোগী হইল। এই রূপে চালনীন্যায়ে সকল দণ্ডই ঘটাধিকরণবৃত্তি অভাবের প্রতিযোগী হইল। সুতরাং, অপ্রতিযোগী নয় বলিয়া উহারা কারণ হইতে পারিল না। এই জন্য অপ্রতিযোগী না বলিয়া প্রতিযোগিতানবচ্ছেদক ধর্ম্মবত্ত্ব রূপে কারণত্বের নির্ব্বচন করা হইয়া থাকে। অতএব দেখা যাইতেছে যে, কারণতা সর্ব্বস্থলেই কোন ধর্ম্মাবচ্ছিন্ন, নিরবচ্ছিন্ন কারণতা অসম্ভব। দ্রব্য ও কর্ম্ম ইহারাও এক একটী সামান্য বিশিষ্ট, যেমন দ্রব্যত্ব সামান্য বিশিষ্ট দ্রব্য, কর্ম্মত্ব সামান্য বিশিষ্ট কর্ম্ম।

‡ কারণ, রূপত্ব কেবল এক মাত্র গুণ রূপে আছে, সকল গুণে নাই ও সত্তা গুণাতিরিক্ত দ্রব্য কর্ম্মাদিতেও আছে সুতরাং অতিরিক্ত দেশ বৃত্তি।

দ্রব্যাশ্রিতত্বের অর্থ] দ্রব্যত্বব্যাপকতাবচ্ছেদকসত্তাতিরিক্তজাতিমত্ত্ব। কারণ, গুণত্ব দ্রব্যত্বব্যাপকতাবচ্ছেদক ও তদ্বত্তা (গুণত্ব-বত্তা) গুণে আছে। (অতএব লক্ষণ সমন্বয়* হইল)। কর্ম্মত্ব বা দ্রব্যত্ব দ্রব্যত্বব্যাপকতাবচ্ছেদক নহে; কারণ, গগনাদিতে [আদিপদে কাল, দিক্ ও আত্মার গ্রহণ] দ্রব্য ও কর্ম্ম নাই †। দ্রব্যত্বত্ব বা সামান্যত্বাদি ‡ জাতি নহে, সুতরাং তাহাদের নিরাস হইল। নির্গুণা ইতি। যদিও নির্গুণত্ব কর্ম্মাদিতেও আছে (আদিপদে সামান্য, সমবায় ও বিশেষের গ্রহণ), তথাপি নির্গুণত্ব পদে সামান্যবত্ত্ব ও কর্ম্মান্যত্ব থাকিয়া যে নির্গুণত্ব তাহাই বুঝিতে হইবে §। জাত্যাদির (আদিপদে সমবায় ও বিশেষ বুঝিতে হইবে) সামান্যবত্ত্ব (জাতিমত্ত্ব), কর্ম্মের কর্ম্মান্যত্ব [কর্ম্ম হইতে অতিরিক্তত্ব) ও দ্রব্যের নির্গুণত্ব নাই, (অতএব) সেই সেই স্থলে অতিব্যাপ্তি হইতে পারিল না। নিষ্ক্রিয় ইহা স্বরূপকথন, লক্ষণ নহে ‖; কারণ, [লক্ষণ বলিলে] গগনাদিতেও অতিব্যাপ্তি হইয়া পড়ে [গগনাদিরও ক্রিয়া নাই, সুতরাং তাহারাও গুণ হইতে পারে]।

---

* অর্থাৎ, সেইরূপ অর্থ করিলে আর অতিব্যাপ্তি দোষ থাকে না; গুণকে যদি কেবল "দ্রব্যাশ্রিত" বলা যায় তাহা হইলে কর্ম্মাদি ও দ্রব্যাশ্রিত বলিয়া গুণ হইয়া পড়ে। কিন্তু দ্রব্যাশ্রিতত্ব শব্দের অর্থ দ্রব্যত্বব্যাপকতাবচ্ছেদক ইত্যাদি বলিলে আর সে দোষ থাকে না। কারণ, গুণত্ব দ্রব্যত্বব্যাপকতাবচ্ছেদক, অর্থাৎ সমস্ত দ্রব্যত্বাধিকরণবৃত্তি অভাবের প্রতিযোগিতানবচ্ছেদক; অর্থাৎ, কোন দ্রব্যত্বাধিকরণে গুণের অভাব নাই ও তদ্বত্তা (গুণত্ববত্তা) সকল গুণেই আছে। এস্থলে গুণত্ব, দ্রব্যত্বব্যাপকতাবচ্ছেদক সত্তান্যজাতি, তদ্বত্ত্ব গুণে আছে, অতএব লক্ষণ সমন্বয় হইল।

† যদি সমস্ত দ্রব্যত্বাধিকরণে দ্রব্য থাকে তাহা হইলে দ্রব্য, দ্রব্যত্বের ব্যাপক ও দ্রব্যত্ব দ্রব্যত্বব্যাপকতাবচ্ছেদক হইতে পারে; কিন্তু দ্রব্যত্বাধিকরণ গগনাদিতে [সমবায় সম্বন্ধে] কোন দ্রব্য না থাকায় দ্রব্য, দ্রব্যত্বব্যাপক বা দ্রব্যত্ব দ্রব্যত্বব্যাপকতাবচ্ছেদক হইতে পারিল না। এস্থলে সমবায়সম্বন্ধে দ্রব্যত্বব্যাপকতাবচ্ছেদকত্ব অভিপ্রেত, অন্যথা তাদাত্ম্যসম্বন্ধে দ্রব্যত্ব, দ্রব্যত্বব্যাপকতাবচ্ছেদক হইতে পারে।

‡ দ্রব্যত্বত্ব বা সামান্যত্বাদি দ্রব্যত্বব্যাপকতাবচ্ছেদক হইলেও (যেহেতু, দ্রব্যত্ব দ্রব্যত্বের ব্যাপক, সেই হেতু দ্রব্যত্বত্ব দ্রব্যত্বের ব্যাপকতাবচ্ছেদক, এইরূপ সামান্য দ্রব্যত্বের ব্যাপক বলিয়া সামান্যত্ব দ্রব্যত্বের ব্যাপকতাবচ্ছেদক) জাতি নহে, সুতরাং তাহাদের নিরাস হইল।

§ অর্থাৎ কেবল নির্গুণ বলিলে, জাত্যাদিরও সংগ্রহ হইয়া পড়ে অতএব যাহা সামান্যবৎ (জাতি বিশিষ্ট) ও কর্ম্মান্য (কর্ম্ম হইতে পৃথক্) হইয়া নির্গুণ হয় তাহাই গুণ এইরূপ বলিতে হইবে, তাহা হইলে আর দোষ থাকে না।

‖ "নিষ্ক্রিয়া গুণাঃ" এই স্থলে নিষ্ক্রিয় পদ গুণের স্বরূপ বাচক মাত্র, লক্ষণ ঘটক নহে।

ভাঃ পঃ—দ্রবত্ব, গুরুত্ব, স্নেহ ও বেগ এই সকল মূর্ত্তগুণ *। ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম, ভাবনা, শব্দ ও বুদ্ধ্যাদি ॥ ৮৭ ॥ ইহারা সকলে পণ্ডিতগণ কর্ত্তৃক অমূর্ত্তগুণ বলিয়া পরিকীর্ত্তিত। সংখ্যাদি ও বিভাগান্ত উভয়ের (অর্থাৎ মূর্ত্ত ও অমূর্ত্ত পদার্থের) গুণ বলিয়া স্বীকৃত ॥ ৮৮ ॥ সংযোগ, বিভাগ ও দ্বিত্বাদি সংখ্যা, তদ্রূপ দ্বিপৃথকত্বাদি ইহারা অনেকাশ্রিত গুণ ॥ ৮৯ ॥ ইহাদের অবশিষ্ট গুণসমূহ একৈকবৃত্তি (অর্থাৎ এক একটী পদার্থবৃত্তি)। বুদ্ধ্যাদি ছয়টী, স্পর্শান্ত গুণ সমূহ (অর্থাৎ, রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ) ও সাংসিদ্ধিক (স্বাভাবিক) দ্রব্যত্ব ॥ ৯০ ॥ অদৃষ্ট, ভাবনা ও শব্দ ইহারা বৈশেষিক (অর্থাৎ, বিশেষ) গুণ। সংখ্যাদি ও অপরত্বান্ত (গুণ সমূহ) ও সাংসিদ্ধিক দ্রব্যত্ব ॥ ৯১ ॥ গুরুত্ব ও বেগ ইহারা সামান্য গুণ বলিয়া কীর্ত্তিত। সংখ্যাদি ও অপরত্বান্ত গুণ সমূহ, দ্রব্যত্ব এবং স্নেহ ॥ ৯২ ॥ ইহারা দুই ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য। স্পর্শান্ত গুণ সমূহ ও শব্দ ইহারা বাহ্য এক এক ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য। গুরুত্ব, অদৃষ্ট এবং ভাবনা ॥ ৯৩ ॥ (ইহারা) অতীন্দ্রিয়। বিভুদিগের (অর্থাৎ, কাল, আত্মা ও আকাশের) যে সমস্ত বিশেষ গুণ আছে তাহারা অকারণগুণোৎপন্ন ॥ ৯৪ ॥ অপাকজ স্পর্শান্ত গুণ সমূহ (অর্থাৎ, অপাকজ রূপ, অপাকজ রস, অপাকজ গন্ধ ও অপাকজ স্পর্শ,) তাদৃশ দ্রব্যত্ব, স্নেহ, বেগ, গুরুত্ব, একপৃথকত্ব ও পরিমাণ ॥ ৯৫ ॥ (ও) স্থিতিস্থাপক ইহারা কারণগুণোৎপন্ন। সংযোগ, বিভাগ ও বেগ এই কয়টী কর্ম্মজ (অর্থাৎ ক্রিয়োৎপন্ন) ॥ ৯৬ স্পর্শান্ত গুণ সমূহ, পরিমাণ, একপৃথকত্ব, স্নেহ ও শব্দে অসমবায়িকারণতা আছে ॥ (শেষ অংশ পর শ্লোকের সহিত অন্বিত) ॥ ৯৭ ॥

ভাঃ পঃ—আত্মার বিশেষ গুণ সমূহে নিমিত্ত কারণতা আছে (অর্থাৎ তাহারা নিমিত্ত কারণ হইয়া থাকে)। সেইরূপ, উষ্ণস্পর্শ, গুরুত্ব, বেগ, দ্রব্যত্ব ও সংযোগাদিদ্বয়ে (সংযোগ ও বিভাগে) ॥ ৯৮ ॥ দুই প্রকার কারণতা আছে। বিভুদিগের বিশেষ গুণ ও সংযোগাদিদ্বয় প্রাদেশিক (অর্থাৎ অব্যাপ্যবৃত্তি) ॥ ৯৯ ॥ রূপ (Colour) চক্ষুর্গ্রাহ্য, উহা

* মূর্ত্তগুণ [মূর্ত্ত অর্থাৎ অপকৃষ্ট (finite) পরিমাণ বিশিষ্ট পদার্থের গুণ। বিদ্ধ্যেশ্বরী কৃত সংস্করণে মূর্ত্তগুণের মধ্যে "গুরুত্বের" উল্লেখ নাই। দিনকরী মতে "দ্রবত্বং স্নেহ বেগাশ্চ" এই চকার হইতে গুরুত্বের সংগ্রহ করিতে হইবে। এসিয়াটিক সোসাইটীর সংস্করণে গুরুত্বের স্পষ্ট উল্লেখ আছে। আমরা অনুবাদে ঐ পাঠ গ্রহণ করিয়াছি।

দ্রব্যাদির উপলম্ভক (প্রত্যক্ষের প্রতি কারণ)। শুক্লাদি নানাবিধ রূপ (চাক্ষুষ প্রত্যক্ষে) চক্ষুর সহকারী হইয়া থাকে ॥ ১০০ ॥ জলাদিপরমাণুতে উহা (রূপ) নিত্য। অন্য (রূপ) সহেতুক (অর্থাৎ, কার্য্য)। রস রসনেন্দ্রিয়গ্রাহ্য। (উহা) মধুরাদিভেদে নানাপ্রকার ॥ ১০১ ॥ (উহা) রসজ্ঞার (জিহ্বার) সহকারী। নিত্যতাদি পূর্ব্বের ন্যায়। গন্ধ ঘ্রাণগ্রাহ্য। উহা ঘ্রাণের উপকারক ॥ ১০২ ॥ উহা (গন্ধ) সৌরভ ও অসৌরভ [সুগন্ধ ও দুর্গন্ধ] এই দুইপ্রকার পরিকীর্ত্তিত। স্পর্শ ত্বগিন্দ্রিয়গ্রাহ্য, উহা ত্বকের উপকারক ॥ ১০৩ ॥ উহা অনুষ্ণাশীত, শীত ও উষ্ণভেদে তিন প্রকার, কঠিন্যাদি কেবল ক্ষিতিতে আছে। নিত্যতাদি পূর্ব্বের ন্যায় ॥ ১০৪ ॥

বেগা ইতি। বেগ এই শব্দ দ্বারা স্থিতিস্থাপকের (এই গুণেরও) ও উপলক্ষণ করিতে হইবে। মূর্ত্তগুণ, অর্থাৎ ইহারা অমূর্ত্তে (আকাশাদিতে) থাকে না। অন্যান্যত্বই ইহাদের লক্ষণ [অর্থাৎ মূর্ত্তগুণের লক্ষণ বলিতে হইলে, দ্রবত্ব, গুরুত্ব, স্নেহাদির অন্যান্যত্ব (অন্যতমত্ব) বলিলেই চলিবে]। এইরূপে পরেও [অর্থাৎ, অমূর্ত্তগুণের লক্ষণ স্থলেও অমূর্ত্তগুণত্বং ধর্ম্মাধর্ম্মাদীনামন্যতমত্বং—ধর্ম্মাধর্ম্মাদির অন্যতমত্বই অমূর্ত্তগুণত্ব—এইরূপ বলিলেই চলিবে]।

অমূর্ত্তগুণ, অর্থাৎ, ইহারা মূর্ত্ত পদার্থে থাকে না। উভয়েরই অর্থাৎ মূর্ত্ত ও অমূর্ত্ত এই উভয়েরই গুণ ॥ ৮৬ ॥ ৮৭ ॥ ৮৮ ॥

অনেকাশ্রিতা ইতি। অর্থাৎ, সংযোগ, বিভাগ ও দ্বিত্বাদি, দ্বিবৃত্তি [অর্থাৎ দুই দ্রব্যের উপর থাকে], ত্রিত্বচতুষ্ট্বাদি ত্রিচতুরাদিদ্রব্য-বৃত্তি [ত্রিত্ব তিন দ্রব্যের উপর ও চতুষ্ট্ব চারি দ্রব্যের উপর থাকে ইত্যাদি] ইহা বুঝিতে হইবে ॥ ৮৯ ॥

অতঃ শেষা ইতি [এই সকলের অবশিষ্ট ইতি] অর্থাৎ রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, একত্ব, পরিমাণ, একপৃথক্ত্ব [ইহা অমুক বস্তু হইতে পৃথক্ এইরূপ বুদ্ধিবিষয়তা] পরত্ব, অপরত্ব, বুদ্ধি, সুখ, দুঃখ, ইচ্ছা, দ্বেষ, প্রযত্ন, গুরুত্ব, দ্রব্যত্ব, স্নেহ, সংস্কার, অদৃষ্ট ও শব্দ ॥ ৮৯ ॥

বুদ্ধ্যাদীতি—অর্থাৎ বুদ্ধি, সুখ, দুঃখ, ইচ্ছা, দ্বেষ ও প্রযত্ন। স্পর্শান্ত অর্থাৎ রূপ, রস, গন্ধ ও স্পর্শ। দ্রব অর্থাৎ দ্রবত্ব। বৈশেষিকা

ইতি। বিশেষই বৈশেষিক (স্বার্থে ঠক্ প্রত্যয়), অর্থাৎ বিশেষগুণ সকল। সঙ্খ্যাদি অর্থাৎ সংখ্যা, পরিমাণ, পৃথক্ত্ব, সংযোগ, বিভাগ, পরত্ব ও অপরত্ব।

দ্বীন্দ্রিয়েতি। যেহেতু (তাহারা) চক্ষু ও ত্বক্ এই উভয় দ্বারাই গ্রহণ যোগ্য॥ বাহ্যেতি—যেহেতু রূপাদি চক্ষুরাদিবহিরিন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য।

বিভুদিগের ইত্যাদি। অর্থাৎ বুদ্ধি, সুখ, দুঃখ, ইচ্ছা, দ্বেষ, প্রযত্ন, ধর্ম্ম, অধর্ম্ম, ভাবনা ও শব্দ। অকারণেতি। কারণগতগুণদ্বারা কার্য্যে যে সকল গুণ উৎপন্ন হয় সেই সকল কারণগুণপূর্ব্বক রূপাদির উল্লেখ পরে করা যাইবে। বুদ্ধ্যাদি কিন্তু সেরূপ নহে, যেহেতু আত্মাদির কারণ নাই *। কিন্তু অপাকজ ইত্যাদি। পাকজ রূপাদির [পাকজ রস, পাকজস্পর্শ ইত্যাদির আদি পদে গ্রহণ] কারণগুণপূর্ব্বকত্ব না থাকায় অপাকজ † এই কথা উক্ত হইয়াছে। তথাবিধ (অর্থাৎ) অপাকজ, তদ্রূপ একত্বও ‡ বুঝিতে হইবে। সংযোগশ্চ § ইতি। কর্ম্মজন্যত্বকে যদিও সাধর্ম্ম্য বলা যায় না, কারণ, ঘটাদিতে অতিব্যাপ্তি ও সংযোগজ সংযোগে অব্যাপ্তি হইয়া উঠে, তথাপি কর্ম্মজন্যত্ব শব্দে কর্ম্মজন্যবৃত্তি গুণত্বব্যাপ্য-জাতিমত্ত্ব বুঝিতে হইবে॥ ৯০-৯৬॥ স্পর্শান্ত ‖ ইতি। এস্থলে স্পর্শ পদে অনুষ্ণ স্পর্শ গ্রহণ করিতে হইবে [যেহেতু উষ্ণ স্পর্শের দ্বিবিধ কারণতা পরে উক্ত হইবে]। একপৃথক্ত্ব এই স্থলে "ত্ব" প্রত্যয়ের প্রত্যেকের [অর্থাৎ এক ও পৃথক্ ইহাদের প্রত্যেকের] সহিত অন্বয় থাকায়, একত্ব

---

* আত্মাদির কারণ নাই বলিয়া, তন্নিষ্ঠ বুদ্ধি, সুখ, দুঃখাদি কারণ-গুণ-পূর্ব্বক, অর্থাৎ স্বাশ্রয়কারণগুণপূর্ব্বক হইতে পারিল না।

† অপাকজাস্তু স্পর্শান্তা এইরূপ উক্ত হইয়াছে। পাকজ রূপাদি, পাকজন্য, স্বাশ্রয়-সমবায়িসমবেত গুণ জন্য নহে, এই নিমিত্ত, কারণগুণোদ্ভব গুণ সংখ্যা স্থলে তাহাদের বর্জ্জন হইল॥ ৯৩॥ ৯৪॥ ৯৫॥

‡ অর্থাৎ, একত্বসংখ্যা কারণগুণজন্য, দ্বিত্বাদি নহে। দ্বিত্বাদি অপেক্ষাবুদ্ধিজন্য। এইজন্য একত্বসংখ্যা বস্তুর স্বাভাবিক গুণ, দ্বিত্বাদিসংখ্যা অস্বাভাবিক গুণ। যখন অপেক্ষা-বুদ্ধি উৎপন্ন হয় তখনই দ্বিত্বাদি থাকে, অপেক্ষা বুদ্ধির নাশ হইলেই বিনষ্ট হয়।

§ কারণ, ঘটাদি কর্ম্মজন্য ও সংযোগজ সংযোগ গুণ-জন্য। কর্ম্মজন্যবৃত্তি ইত্যাদি বলিলে ঐ দুই দোষের ই পরিহার হয়। কারণ, ঘট কর্ম্মজন্য হইলেও উহাতে কোন গুণত্ব-ব্যাপ্যজাতি যথা, রূপত্বাদি নাই; এবং সংযোগজসংযোগ কর্ম্মজন্য না হইলেও উহাতে কর্ম্মজন্যবৃত্তি গুণত্বব্যাপ্য জাতি সংযোগত্ব আছে।

‖ "স্পর্শান্ত হইতে অনুষ্ণ স্পর্শ গ্রহণ করিতে হইবে" এই অংশ এসিয়াটিক সোসাইটীর মুদ্রিত পুস্তক হইতে গৃহীত হইল। উহা বিন্ধ্যেশ্বরী মুদ্রিত পুস্তকে নাই।

ও পৃথক্ত্ব এই উভয় গ্রহণ করিতে হইবে ও পৃথক্ত্ব পদে (এস্থলে) একপৃথক্ত্ব (অর্থাৎ, ইহা উহা হইতে পৃথক্ এইরূপ জ্ঞানের বিষয়তা) গ্রহণ করিতে হইবে। অসমবায়ি কারণত্ব হইবে ইতি। ঘটাদিগত রূপ, রস, গন্ধ ও স্পর্শ কপালাদিগত রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ হইতে উৎপন্ন হয়। এইরূপ কপালাদিপরিমাণাদির ঘটাদিপরিমাণাদির প্রতি অসমবায়ি কারণতা আছে। এইরূপ একটী শব্দ ও দ্বিতীয় শব্দের প্রতি অসমবায়ি * কারণ। [এইরূপ একপৃথক্ত্ব ও স্থিতিস্থাপক † সম্বন্ধেও বুঝিতে হইবে]। নিমিত্তত্বং ইতি। যেহেতু বুদ্ধ্যাদির ইচ্ছাদিনিমিত্তত্ব আছে ইহাই অভিপ্রায় [অর্থাৎ, এই নিমিত্তই আত্মবিশেষগুণের নিমিত্তকারণতা বলা হইয়াছে]।

দুই প্রকারই ইত্যাদি। (অর্থাৎ) অসমবায়িকারণতা ও নিমিত্ত-কারণতা। যেমন—উষ্ণ স্পর্শ, উষ্ণস্পর্শের অসমবায়ি ও পাকজে নিমিত্ত ‡ কারণ; গুরুত্ব, গুরুত্ব ও পতনের অসমবায়ি ও অভিঘাতের নিমিত্ত § কারণ; বেগ, বেগ ও স্পন্দনের অসমবায়ি ও অভিঘাতের নিমিত্ত ‖ কারণ; দ্রবত্ব, দ্রবত্ব ও স্যন্দনের অসমবায়ি ও সংগ্রহের (একত্রী করণের) নিমিত্ত কারণ। ভেরীর সহিত (বাদন) দণ্ড সংযোগ শব্দের

---

* সমবায় বা স্বসমবায়িসমবায় সম্বন্ধে সমবায়ি কারণে থাকিয়া যাহা কারণ হয় তাহাই অসমবায়ি কারণ। এস্থলে ঘটরূপের সমবায়িকারণ ঘট [রূপ গুণ, সুতরাং উহা সমবায় সম্বন্ধে দ্রব্য ঘটে আছে, অতএব ঘট উহার সমবায়ি কারণ]। সেই ঘটে স্বসমবায়িসমবায় সম্বন্ধে কপালরূপ আছে ও উহা ঘটরূপের কারণ। সুতরাং উহা ঘটরূপের অসমবায়ি কারণ। এইরূপ পরিমাণাদি স্থলেও বুঝিতে হইবে। এক শব্দ দ্বিতীয় শব্দের (স্বোৎপন্নের) প্রতি অসমবায়ি কারণ যথা—শব্দ একটী গুণ, উহার সমবায়ি কারণ আকাশ। সেই আকাশে প্রথম শব্দ সমবায় সম্বন্ধে থাকিয়া দ্বিতীয় শব্দ উৎপন্ন করিতেছে, অতএব প্রথম শব্দ দ্বিতীয় শব্দের অসমবায়ি কারণ ॥ ৯৬ ॥

† অর্থাৎ, কপালাদিগত একপৃথক্ত্ব, ও স্থিতিস্থাপক যথাক্রমে ঘটাদিগত একপৃথক্ত্ব ও স্থিতিস্থাপকের প্রতি অসমবায়ি কারণ। এই অংশ কলিকাতা মুদ্রিত গ্রন্থে নাই। দিনকরী গৃহীত বলিয়া অনূদিত ও ব্যাখ্যাত হইল।

‡ অর্থাৎ অবয়বগত উষ্ণস্পর্শ, অবয়বিগত উষ্ণস্পর্শের প্রতি অসমবায়ি কারণ; কারণ, অবয়বগত উষ্ণস্পর্শ স্বসমবায়িসমবায় সম্বন্ধে অবয়বিগত উষ্ণস্পর্শের সমবায়ি কারণ অবয়বীতে আছে।

§ এস্থলেও তুল্য যুক্তি দ্বারা অবয়বের গুরুত্ব অবয়বীর গুরুত্বের প্রতি অসমবায়ি কারণ বুঝিতে হইবে। পতন স্থলেও পতনক্রিয়ার সমবায়ি কারণ পতিত দ্রব্য ও তাহাতে সমবায় সম্বন্ধে বিদ্যমান বলিয়া গুরুত্ব পতনের অসমবায়ি কারণ হইল।

‖ এস্থলেও অবয়বগত বেগ, অবয়বিগত বেগের নিমিত্ত কারণ বুঝিতে হইবে।

নিমিত্ত কারণ ও ভেরীর সহিত আকাশ সংযোগ (শব্দের) অসমবায়ি * কারণ; বংশদলদ্বয়ের বিভাগ শব্দের নিমিত্ত ও বংশদলের সহিত আকাশের বিভাগ অসমবায়ি কারণ †। প্রাদেশিক শব্দের অর্থ অব্যাপ্যবৃত্তি [অর্থাৎ যাহা কোন একটী বিশেষস্থানাবচ্ছেদে বিদ্যমান থাকে] ॥ ৯৭ ॥ ৯৮ ॥ ৯৯ ॥

চক্ষুরিতি। রূপত্ব জাতি প্রত্যক্ষ সিদ্ধ ‡। যদি বল রূপশব্দোল্লেখনী প্রতীতি (জ্ঞান) নাই; § (তাহাতে বক্তব্য এই যে), যদিও রূপ এই শব্দের প্রয়োগ না থাকুক, তথাপি নীল পীতাদিতে অনুগত জাতি বিশেষ নিশ্চয়ই অনুভব সিদ্ধ। রূপ শব্দের প্রয়োগ না থাকিলেও নীলবর্ণ, পীতবর্ণ, এইরূপ বর্ণবিশেষোল্লেখনী প্রতীতি নিশ্চয়ই আছে। এই রূপ নীলত্বাদি ও প্রত্যক্ষসিদ্ধ। নীলরূপাদিব্যক্তি (নীল ব্যক্তি, পীত ব্যক্তি ইত্যাদি) এক একটী মাত্র ও একব্যক্তি, ‖ বৃত্তি বলিয়া নীলত্বাদি জাতি হইতে পারে না, একথা বলিতে পারা যায় না; কারণ, নীল নষ্ট হইয়াছে, রক্ত উৎপন্ন হইয়াছে, ইত্যাদি বুদ্ধি নিবন্ধন, নীলাদির উৎপাদ-বিনাশ-শালিতা প্রযুক্ত তাহাদের নানাত্ব (অনেকত্ব) আছে। অন্যথা (যদি নীলপীতাদি অনেক ইহা না বল তাহা হইলে) একটী 'নীল' নাশ হইলেই সমস্ত জগৎ নীলশূন্য হইয়া পড়িতে পারিত। "নীল নষ্ট" "রক্ত উৎপন্ন" ইত্যাদি স্থলে যে প্রতীতি হয় তাহা নীল ও রক্তাদির সমবায়ের [নীল দ্রব্য ও রক্ত দ্রব্যের সহিত নীল ও রক্ত গুণের যে সম্বন্ধ সেই সম্বন্ধের] বিনাশ ও উৎপাদ বিষয়ক প্রত্যয় [নীল ও রক্তের বিনাশ বিষয়ক নহে] একথা বলিতে পারা যায় না; যেহেতু প্রতীতি দ্বারা সমবায়ের উল্লেখ দেখা যায় না [অর্থাৎ সেরূপ স্থলে নীল গুণ নষ্ট হইয়াছে এই রূপই প্রতীতি হয়, নীল সম্বন্ধ নষ্ট হইয়াছে এরূপ প্রতীতি হয় না]।

* কারণ ভের্য্যাকাশ সংযোগ, সমবায় সম্বন্ধে শব্দের সমবায়ি কারণ "আকাশে" বর্ত্তমান।

† দলশব্দের অর্থ খণ্ড, অর্দ্ধাংশ।

‡ রূপ ও বর্ণ এই শব্দ দুইটী ইংরাজী colour এই শব্দের সহিত সমানার্থক।

§ রূপ এই শব্দদ্বারা যাহার উল্লেখ হয় এরূপ প্রতীতি নাই। অর্থাৎ, এমন কোন প্রতীতির বিষয় (জ্ঞেয়) নাই যাহাকে রূপ এই শব্দদ্বারা উল্লেখ করা যায়।

‖ ব্যক্তি = individual।

"সেই এই নীল" এইরূপ প্রত্যয় বশতঃ ও লাঘব * প্রযুক্ত নীলাদির ঐক্য ইহাও বলিতে পার না; কারণ সেই এই গুর্জরী (রাগ বিশেষ) এই স্থলের ন্যায় (সেস্থলেও) প্রত্যয় "সেই জাতীয় বিষয়ক" †। লাঘব প্রত্যক্ষ দ্বারা বাধিত ‡। অন্যথা (যদি এস্থলে লাঘব স্বীকার কর) তাহা হইলে ঘটাদিরও ঐক্য (একত্ব) প্রসঙ্গ হইয়া উঠে; যেহেতু (সেস্থলেও) উৎপাদ-বিনাশবুদ্ধির সমবায়াবলম্বনত্বের আপত্তি হইতে পারে §। ইহা দ্বারা রসাদিও ব্যাখ্যাত হইল ‖। চক্ষুর্গ্রাহ্য ইত্যাদি—অর্থাৎ চক্ষুর্গ্রাহ্যবিশেষ-গুণত্ব। এইরূপ অগ্রেও ¶। দ্রব্যাদেরিতি। উপলম্ভক শব্দের অর্থ উপলব্ধির কারণ, ইহাই ব্যাখ্যা করিতেছেন—চক্ষুর ইতি। দ্রব্য, গুণ, কর্ম্ম ও সামান্যের চাক্ষুষ প্রত্যক্ষের প্রতি উদ্ভূত রূপ (প্রত্যক্ষ যোগ্য রূপ) কারণ। শুক্লাদি অনেক প্রকার ইতি। সেই রূপ শুক্ল, নীল, পীত, রক্ত, কর্বুরাদিভেদে অনেক প্রকার। যদি বল কর্বুর কেমন করিয়া অতিরিক্ত রূপ হইতে পারে। [নীল পীতাদি নানাবর্ণের সঙ্করকে কর্বুর রূপ কহে,] তাহার উত্তর এইরূপেঃ—নীলপীতাদি দ্বারা আরব্ধ অবয়বী নীরূপ (রূপ শূন্য) নহে, যেহেতু নীরূপ হইলে অপ্রত্যক্ষ হইয়া পড়িত। ব্যাপ্যবৃত্তি-রূপে নীলাদি উৎপন্ন হয় * ইহা বলিতে পার না; কারণ, তাহা হইলে পীতাবচ্ছেদেও নীলোপলব্ধির প্রসঙ্গ হইয়া উঠে †। নীলাদি অব্যাপ্যবৃত্তি রূপে [একদেশাবচ্ছেদে] উৎপন্ন হয়, ইহাও বলিতে পারা যায় না; যেহেতু

---

* Law of parcimony.

† সেই এই গুর্জরী বলিলে যেমন এই রাগটী গুর্জ্জরী জাতীয় আর একটী রাগ, এইরূপ জ্ঞান হয়, সেইরূপ "সেই এই নীল" বলিলে, এই নীলটী নীলজাতীয় আর একটী বস্তু এই রূপ বোধ হয়।

‡ যখন প্রত্যক্ষ দেখা যাইতেছে যে অনেক নীল আছে, তখন লাঘবের নিমিত্ত উহা এক বলা যাইতে পারে না।

§ অর্থাৎ তুল্যযুক্তি দ্বারা "ঘট নষ্ট" হইয়াছে ইত্যাদি স্থলেও কপালবৃত্তি ঘট সম্বন্ধ (সমবায়) নষ্ট হইয়াছে এরূপ বলা যাইতে পারে।

‖ অর্থাৎ, ঈদৃশ জাতি সাধক প্রমাণ দ্বারা রসত্বাদির ও জাতিত্ব সিদ্ধ হইল। দিনকরী।

¶ অর্থাৎ পরেও বিশেষ গুণ বলিলে চক্ষুর্গ্রাহ্য বিশেষ গুণ বুঝা যাইবে।

* যদি বল নীলাদি অবয়বীর সমস্ত অবয়বাবচ্ছেদে উৎপন্ন হয়।

† যদি সমস্ত অবয়বাবচ্ছেদে নীল উৎপন্ন হইত, তাহা হইলে যে অংশ পীত সে অংশেও "নীল" এইরূপ বুদ্ধি হইত।

ব্যাপ্যবৃত্তি জাতীয় গুণ সমুহের অব্যাপ্যবৃত্তিত্ব বলিলে বিরোধ (contradiction) হইয়া পড়ে *। অতএব বলিতে হইবে, যে নানাজাতীয় রূপ দ্বারা অবয়বীতে বিজাতীয় (এই সমস্ত রূপ বিলক্ষণ) "চিত্র" (কবুর) রূপ আরব্ধ (উৎপন্ন হয়)। এই হেতু "একটী চিত্ররূপ" এইরূপ অনুভবও হইয়া থাকে। আরও নানারূপ কল্পনা করিলে গৌরব দোষ হইয়া পড়ে †। এইরূপে নীলাদির পীতাদ্যারম্ভের প্রতিবন্ধকত্বকল্পনাবশতঃ অবয়বীতে পীতাদির উৎপত্তি হইতে পারিল না ‡। ইহা দ্বারা (এই চিত্র রূপ বিচার দ্বারা) স্পর্শ ব্যাখাত হইল। রসাদিও অব্যাপ্যবৃত্তি নহে §, কিন্তু নানাজাতীয় (ভিন্ন ভিন্ন) রস বিশিষ্ট অবয়ব দ্বারা আরব্ধ অবয়বীতে রসাভাব বলিলেও ক্ষতি নাই। (যুক্তি চিত্ররূপ প্রতিপাদন স্থলের ন্যায় বুঝিতে হইবে ||)। সেস্থলে (নানারস বিশিষ্ট দ্রব্য স্থলে) রসনা দ্বারা অবয়বরসই গৃহীত হইয়া থাকে; যেহেতু রসনেন্দ্রিয়াদির দ্রব্যগ্রহে সামর্থ নাই। সুতরাং অবয়বী নীরস হইলেও ক্ষতি নাই ¶।

নব্যেরা কিন্তু সেস্থলে (নানারূপ স্থলে) অব্যাপ্যবৃত্তিত্বরূপে (একদেশাবচ্ছেদে) নানারূপ আছে এইরূপ স্বীকার করিয়া থাকেন।

---

* অর্থাৎ যে সকল গুণ ব্যাপ্যবৃত্তি বলিয়া খ্যাত, তাহাদের অব্যাপ্যবৃত্তিতা অসম্ভব। নীলাদি ব্যাপ্যবৃত্তি বলিয়া খ্যাত, সুতরাং তাহারা অব্যাপ্যবৃত্তি রূপে উৎপন্ন হইতে পারে না।

† এক্ষণে আশঙ্কা হইতেছে যে, যখন অবয়বরূপ অবয়বিরূপের প্রতি কারণ ও যখন কারণগুণ সমূহ কার্য্যে সংক্রমিত হয়, তখন চিত্ররূপ স্থলেও অবয়বে নীলাদি আছে বলিয়া অবয়বিতেও নীলাদি উৎপন্ন হইতে পারে, তাহার সমাধানের নিমিত্ত বলিতেছেন নানারূপ কল্পনা ইত্যাদি।

‡ অর্থাৎ অবয়বী পীতরূপ হইতে পারিল না, কারণ নীলরূপকে তদুৎপত্তির প্রতিবন্ধকত্বরূপে কল্পনা করা যায়। এইরূপ নীল হইতে পারিল না, কারণ, পীত, তদুৎপত্তির প্রতিবন্ধক ইত্যাদি।

§ অর্থাৎ ইহারা কোন রসবদবয়বীর সর্ব্বাবয়বাবচ্ছেদে উৎপন্ন হয়, একদেশাবচ্ছেদে হয় না।

|| অর্থাৎ, যখন সকল রসই সর্ব্বাবয়বাবচ্ছেদে উৎপন্ন হয়, তখন অবয়বীতে কাহার রস গৃহীত হইবে? সুতরাং অবয়বীকে নীরস বলিতে হইল।

¶ অর্থাৎ আশঙ্কা এই যে, যদি অবয়বিরস স্বীকার না করা যায়, তাহা হইলে, রসবত্ত্ব দ্বারা অবয়বিগ্রহ হইতে পারে না। অর্থাৎ যদি অবয়বিরস একটী ভিন্ন থাকিত তাহা হইলে সেই রস দ্বারা অবয়বীর প্রত্যক্ষ হইতে পারিত, যেমন রূপবত্ত্বদ্বারা দ্রব্যের প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। সমাধান এই যে, অবয়বিগ্রহ না হইলেও ক্ষতি নাই, কারণ (চক্ষু ও ত্বক্) এই দুই ইন্দ্রিয় ভিন্ন ইন্দ্রিয়ান্তরের দ্রব্য (as opposed to quality) গ্রহণ করিবার সামর্থ্য নাই।

(তাঁহারা বলেন) নীলাদি পীতাদ্যুৎপত্তির প্রতিবন্ধক এইরূপ কল্পনায় গৌরব দোষ হয়। অতএব যাহার মুখ ও পুচ্ছ পাণ্ডুর বর্ণ, খুর ও বিষাণ শ্বেত বর্ণ ও যাহার বর্ণ (মুখাদ্যতিরিক্তসমস্ত অবয়বের বর্ণ) লোহিত, সেই বৃষকে নীল বৃষ বলে ইত্যাদি শাস্ত্রও উপপন্ন হইল*। ব্যাপ্যবৃত্তি ও অব্যাপ্যবৃত্তি জাতীয় পদার্থদ্বয়ের বিরোধ আছে, ইহাও বলিতে পারা যায় না; কারণ, এইরূপ বিরোধের কোন প্রমাণ নাই (ক)। (চিত্ররূপ স্থলে) লাঘব বশতঃ এক মাত্র রূপ আছে ইহাও বলিতে পারা যায় না; যেহেতু অনুভববিরোধ ঘটিয়া উঠে। অন্যথা (যদি অনুভব বিরোধ না মানিয়া কেবল লাঘবই মানিতে হয় তাহা হইলে) লাঘব বশতঃ ঘটাদিরও ঐক্য (একত্ব) হইয়া পড়ে (খ) ইতি। ইহা দ্বারা স্পর্শাদিও ব্যাখ্যাত হইল, † এই কথা বলিয়া থাকেন (নব্যেরা)॥ ১০০॥

জলাদি ইতি। জলপরমাণু ও তেজঃপরমাণুগত রূপ নিত্য, কিন্তু পৃথিবীপরমাণুগত রূপ নিত্য নহে, যেহেতু উহাতে (পার্থিব পরমাণুতে) পাক দ্বারা রূপান্তরোৎপত্তি হইয়া থাকে। ঘটের পাকানন্তর (অগ্নিতে পাক করার পর) তাহার অবয়ব অপক্ক বলিয়া উপলব্ধি হয় না; রক্ত-কপালের (ঘটাবয়ব বিশেষের) কপালিকা (কপালের ক্ষুদ্র অংশ) কখন নীলাবয়ব হয় না। এইরূপ ক্রমে পরমাণুতেও পাক সিদ্ধি হয়। অন্য, অর্থাৎ জল ও তেজঃ পরমাণু ভিন্ন, রূপ সহেতুক, অর্থাৎ, জন্য।

রস নিরূপণ করিতেছেন। রসস্তু ইতি॥ সহকারীতি। অর্থাৎ, রাসন জ্ঞানে রস কারণ। পূর্ব্বের ন্যায় ইতি, অর্থাৎ, জল পরমাণুগত রস নিত্য, অন্য সকল রস অনিত্য। গন্ধ নিরূপণ করিতেছেন, ঘ্রাণগ্রাহ্য

* এই বচনে ভিন্ন ভিন্ন অবয়বাবচ্ছেদে ভিন্ন ভিন্ন বর্ণ স্বীকৃত হইয়াছে।

(ক) অর্থাৎ, কোন বস্তু এক স্থলে ব্যাপ্যবৃত্তি হইলেই যে তজ্জাতীয় সকল ব্যক্তি সকল স্থলে ব্যাপ্যবৃত্তি হইবে এরূপ কোন নিয়মের প্রামাণ্য নাই। নীলঘটাদি স্থলে নীল রূপ ব্যাপ্যবৃত্তি বলিয়া সর্ব্বত্র নীলরূপ ব্যাপ্যবৃত্তি হইবে এরূপ কোন নিয়ম নাই।

(খ) অর্থাৎ, প্রত্যক্ষের অপলাপ করিয়া যদি কেবল লাঘবই স্বীকার করিতে হয় তাহা হইলে লাঘববশতঃ ঘটাদির বহুত্ব স্বীকার না করিয়া একত্ব স্বীকার করিলেই চলিতে পারে।

† অর্থাৎ স্পর্শাদি স্থলেও অবয়বভেদে স্পর্শরসাদিরভেদে স্বীকার করা যায়, চিত্রস্পর্শ রসাদির প্রামাণ্য স্বীকার করা যায় না।

ইতি।— উপকারক, অর্থাৎ, ঘ্রাণজন্যজ্ঞানে উহা সহকারী। সকল গন্ধই অনিত্য * ॥ ১০১ ॥

স্পর্শ নিরূপন করিতেছেন। স্পর্শ ইতি। উপকারক ইতি— অর্থাৎ, স্পার্শনপ্রত্যক্ষে স্পর্শ কারণ ॥

অনুষ্ণাশীত ইতি। পৃথিবী ও বায়ুর স্পর্শ অনুষ্ণাশীত (উষ্ণও নহে, শীতও নহে)। জলের স্পর্শ শীত (শীতল), তেজের উষ্ণ। অর্থাৎ, কঠিন ও কোমলস্পর্শ কেবল পৃথিবীতেই আছে। কঠিনত্বাদি (আদি পদে কোমলত্ব প্রভৃতির গ্রহণ) সংযোগনিষ্ঠ জাতি বিশেষ নহে, যে হেতু তাহা হইলে চক্ষুর্গ্রাহ্যত্বের আপত্তি হইয়া উঠে †। পূর্ব্ববদিতি (পূর্ব্বের ন্যায়) অর্থাৎ, জল, তেজ ও বায়ুরপরমাণুগত স্পর্শ নিত্য ও তদ্ভিন্ন স্পর্শ অনিত্য ॥ ১০২-১০৪ ॥

মূ—ইহাদের পাকজত্ব কেবল ক্ষিতিতেই আছে অন্যত্র কোথাও নাই। তাহার মধ্যে আবার বৈশেষিক মতে পরমাণুতেও পাক হয় ॥ ১০৫ ॥

এতেষামিতি—ইহাদিগের, অর্থাৎ, রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শের। নান্যত্রেতি। কারণ, অগ্নিসংযোগে রূপ, রস, গন্ধ ও স্পর্শের পরিবর্ত্তন কেবল পৃথিবীতে দৃষ্ট হইয়া থাকে। শত শতবার উত্তপ্ত করিলেও জলাদিতে রূপাদির পরিবর্ত্তন লক্ষিত হয় না। অন্বয় ব্যতিরেক দ্বারা জলের সৌরভ ও ঔষ্ণ্য, বায়ু ও পৃথিবীর শীত স্পর্শের ন্যায় ঔপাধিক বলিয়া নির্ণীত হয় ‡। তাহাতেও অর্থাৎ, পার্থিব পদার্থ সমূহেরও মধ্যে, কেবল পরমাণুতে পাক হয় ইহা বৈশেষিকেরা বলিয়া থাকেন। তাঁহাদের অভিপ্রায় এইরূপঃ—অবয়বিদ্বারা আক্রান্ত অবয়বে পাক (অর্থাৎ, রূপ পরিবর্ত্তনজনক তেজঃ সংযোগ) হইতে পারে না, কিন্তু বহ্নি সংযোগ দ্বারা

---

* কারণ, গন্ধত্বাবচ্ছিন্নের প্রতি পৃথিবীত্বরূপে কারণতা সিদ্ধ হইয়াছে অর্থাৎ, গন্ধমাত্রের প্রতি পৃথিবী কারণ ইহা প্রমাণিত হইয়াছে। cf কারিকা 35, "তত্র ক্ষিতি গন্ধহেতু নানারূপবতী মতা"।

† সংযোগ চক্ষুর্গ্রাহ্য, সুতরাং তন্নিষ্ঠ জাতিরও চক্ষুর্গ্রাহ্যতা আবশ্যক।

‡ জলে সৌরভ ও উষ্ণতা গুণ না থাকিলেও দ্রব্যান্তর সংসর্গবশতঃ সময়ে সময়ে উহাতে তত্তৎগুণ লক্ষিত হয়; যেমন পৃথিবী ও বায়ু শীতস্পর্শ বিশিষ্ট না হইলেও সময়ে সময়ে উপাধি বলে শীতস্পর্শ বিশিষ্ট বলিয়া বোধ হইয়া থাকে।

অবয়বী সকল নষ্ট হইলে পর স্বতন্ত্র (অর্থাৎ, পৃথগ্‌ভূত, পরস্পর অসং-স্পৃষ্ট) পরমাণুতে পাক হইয়া থাকে। পুনরায় পক্ক পরমাণুসংযোগ হইতে দ্ব্যণুকাদিক্রমে মহাবয়বী পর্য্যন্ত উৎপন্ন হইয়া থাকে। তেজের অত্যন্ত বেগ বশতঃ অল্পকাল মধ্যেই পূর্ব্বব্যূহ নাশ ও ব্যূহান্তরের উৎপত্তি হইয়া থাকে। এস্থলে দ্ব্যণুকাদি স্ববিনাশ কাল হইতে আরম্ভ করিয়া কয়টি ক্ষণে পুনরুৎপত্তিদ্বারা রূপাদি বিশিষ্ট হয় তাহার প্রক্রিয়া শিষ্যদিগের বুদ্ধির নৈর্ম্মল্যের নিমিত্ত (বলিতেছেন)। তাহার মধ্যে আবার যদি বিভাগজ-বিভাগ * অঙ্গীকার না করা যায় তাহা হইলে নয়টী ক্ষণ হয়। আর অঙ্গীকার করিলে, বিভাগ কোন কিছু অপেক্ষা করিয়া বিভাগ উৎপন্ন করিয়াছে ইহা বলিতে হইবে; কারণ, নিরপেক্ষ (বিভাগের) বিভাগোৎপাদ-কতা থাকিলে, বিভাগকে কর্ম্ম বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। যেহেতু "সংযোগ ও বিভাগের অনপেক্ষ কারণ কর্ম্ম" ইহা বৈশেষিক সূত্র। অনপেক্ষ পদে স্বোত্তরবৃত্তিভাবান্তরানপেক্ষত্ব বুঝিতে হইবে (অর্থাৎ যাহা নিজের অব্যবহিত পরবর্ত্তী কোন ভাবপদার্থকে অপেক্ষা না করিয়া সংযোগ ও বিভাগের কারণ হয়, তাহাই কর্ম্ম)। তাহা না বলিলে (অর্থাৎ, অনপেক্ষ শব্দের পূর্ব্বোক্ত অর্থ না করিলে) উত্তরসংযোগোৎপত্তি কালে পূর্ব্বসংযোগ-নাশাপেক্ষা আছে বলিয়া কর্ম্মেও অব্যাপ্তি হইয়া উঠে †। এক্ষণে যদি দ্রব্যারম্ভক সংযোগের নাশবিশিষ্টকাল অপেক্ষা করিয়া বিভাগজবিভাগ হয় তাহা হইলে দশটী ক্ষণ হয়। যদি দ্রব্যনাশবিশিষ্টকাল অপেক্ষা

* দ্ব্যণুকারম্ভক পরমাণুদ্বয়ের বিভাগজন্য বিভক্ত পরমাণুর সহিত আকাশের বিভাগ। ১১৯ ও ১২০ কারিকায় বিভাগজবিভাগের বিষয় বিবৃত হইবে। উহা স্বীকার না করিলে উত্তরদেশসংযোগের অনুৎপত্তিবশতঃ পরমাণুগত ক্রিয়া নাশের অনুপপত্তি হইয়া উঠে; কারণ উত্তরদেশসংযোগ না হইলে ক্রিয়া নাশ হয় না।

† অনপেক্ষ শব্দে যদি কেবল অপেক্ষাশূন্যতা অর্থ করা যায় তাহা হইলে কর্ম্মস্থলেও অব্যাপ্তি ঘটে; কারণ, কর্ম্মদ্বারা উত্তরসংযোগোৎপত্তিকালে পূর্ব্বসংযোগনাশের অপেক্ষা আছে, অর্থাৎ, পূর্ব্বসংযোগ নাশ না হইলে উত্তরসংযোগোৎপত্তি হইতে পারে না। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, কর্ম্ম ও সংযোগও বিভাগের অনপেক্ষ কারণ নহে। অতএব লক্ষণে অব্যাপ্তি দোষ ঘটিয়া উঠে। এই নিমিত্ত অনপেক্ষ পদে ভাবানপেক্ষত্ব বুঝিতে হইবে; তাহা হইলে আর কোন দোষ পড়ে না; কারণ, কর্ম্ম পূর্ব্বসংযোগনাশাপেক্ষী হইলেও নাশ, ভাবপদার্থ নয় বলিয়া কোন আপত্তি হইতে পারিল না।

করিয়া বিভাগজবিভাগ হয় তাহা হইলে একাদশ ক্ষণ পাওয়া যায় *। নবক্ষণ † যথাঃ—বহ্নিসংযোগানন্তর পরমাণুতে কর্ম্ম ‡। তাহার পর অন্য পরমাণুর সহিত বিভাগ। তাহার পর আরম্ভকসংযোগনাশ। তাহার পর দ্ব্যণুকনাশ (১)। তাহার পর পরমাণুতে শ্যামাদিনাশ § (২)। তাহার পর রক্তাদির উৎপত্তি (৩)। তাহার পর দ্রব্যারম্ভের (অর্থাৎ, দ্ব্যণুকারম্ভের) অনুগুণক্রিয়া (৪)। তাহার পর বিভাগ (৫)। তাহার পর পূর্ব্বসংযোগনাশ (৬)। তাহার পর আরম্ভকসংযোগ (৭)। তাহার পর দ্ব্যণুকোৎপত্তি (৮)। তাহার পর রক্তাদ্যুৎপত্তি (৯)।

যদি বল শ্যামাদিনাশ ক্ষণে অথবা রক্তোৎপত্তিক্ষণে দ্রব্যারম্ভানুগুণ ক্রিয়া হউক, তাহাতে বক্তব্য এই যে, অগ্নিসংযুক্ত পরমাণুতে যে কর্ম্ম হইতেছে তাহার বিনাশ ব্যতিরেকে ও গুণোৎপত্তি ব্যতিরেকে সেই পরমাণুতে অপর ক্রিয়ার অভাব স্বীকার করিতে হইবে; কারণ, কর্ম্মবানের উপর কর্ম্ম উৎপন্ন হইতে পারে না ও নির্গুণ দ্রব্যে দ্রব্যারম্ভানুগুণ ক্রিয়ার অনুপপত্তি হইয়া পড়ে ।। যদি বল পরমাণুতে শ্যামাদি নাশের সময়ই রক্তাদির উৎপত্তি হউক, তাহাও বলিতে পার না; কারণ, রূপান্তরোৎপত্তির প্রতি পূর্ব্বরূপাদির ধ্বংস কারণ।

এক্ষণে দশক্ষণা (প্রক্রিয়া) যথাঃ—উহা আরম্ভকসংযোগ বিনাশ বিশিষ্টকাল অপেক্ষা করিয়া বিভাগজবিভাগোৎপত্তি হইলে হইয়া থাকে।

* অর্থাৎ, বিভাগজবিভাগ স্বীকার কল্পেও উহার উৎপত্তির কালভেদে প্রক্রিয়াগত ক্ষণ সংখ্যার ভেদ হইয়া থাকে। দ্রব্যারম্ভক সংযোগের নাশ বিশিষ্ট কাল, অর্থাৎ যেক্ষণে তাদৃশ সংযোগের নাশ হয় তাহার পর ক্ষণে। অন্য কল্পেও এই রূপ।

† এ কল্পে বিভাগজবিভাগ স্বীকৃত হয় নাই।

‡ অর্থাৎ, দ্ব্যণুকারম্ভক পরমাণুদ্বয়ের মধ্যে একটীতে ক্রিয়া।

§ দ্ব্যণুকাত্মক দ্রব্য পরমাণুগত রূপনাশের প্রতিবন্ধক বলিয়া দ্ব্যণুকনাশের পূর্ব্বে শ্যাম-নাশ হইতে পারে না।

।। উত্তরদেশ সংযোগই ক্রিয়ার নাশক ইহা উক্ত হইয়াছে। ঐ উত্তরদেশ সংযোগ দ্ব্যণুকনাশ জন্য, সুতরাং উহা দ্ব্যণুকনাশের পরক্ষণে, অর্থাৎ, শ্যামনাশক্ষণে উৎপন্ন হয়। সুতরাং শ্যামনাশক্ষণে পরমাণুক্রিয়ার নাশ হয়। তাহার পর রক্তোৎপত্তি হইবার পর দ্ব্যণুকারম্ভক ক্রিয়োৎপত্তি হইয়া থাকে। নির্গুণদ্রব্যে ক্রিয়া স্বীকার করা যায় না; কারণ এই যে, অভিঘাত, নোদন, বেগ, অদৃষ্ট প্রভৃতি ক্রিয়াজনক পদার্থ মাত্রই গুণ বিশেষ ও তাহাদের পূর্ব্বোৎপত্তি ব্যতীত তজ্জন্য ক্রিয়ার উৎপত্তি হইতে পারে না।

উদাহরণ—বহ্নিসংযোগানন্তর দ্ব্যণুকারম্ভক পরমাণুতে ক্রিয়া। তাহার পর বিভাগ। তাহার পর আরম্ভকসংযোগনাশ। তাহার পর দ্ব্যণুকনাশ ও বিভাগজবিভাগ (১) ক। তাহার পর শ্যামনাশ ও পূর্ব্বসংযোগনাশ (২) খ। তাহার পর রক্তোৎপত্তি ও উত্তর সংযোগ (৩) গ। তাহার পর বহ্নিনোদন জন্য পরমাণুকর্ম্মের নাশ (৪)। তাহার পর অদৃষ্ট-বিশিষ্ট-আত্মসংযোগ হইতে দ্রব্যারম্ভাণুগুণক্রিয়া (৫) ঘ। তাহার পর বিভাগ (৬)। তাহার পর পূর্ব্বসংযোগনাশ (৭)। তাহার পর আরম্ভকসংযোগ (৮)। তাহার পর দ্ব্যণুকোৎপত্তি (৯)। তাহার পর রক্তাদ্যুৎপত্তি (১০)।

এক্ষণে একাদশক্ষণা (প্রক্রিয়া)ঃ—বহ্নিসংযোগ জন্য পরমাণুতে ক্রিয়া। তাহার পর বিভাগ। তাহার পর দ্রব্যারম্ভকসংযোগনাশ। তাহার পর দ্ব্যণুকনাশ (১)। তাহার পর দ্ব্যণুকনাশ বিশিষ্টকাল অপেক্ষা করিয়া বিভাগজবিভাগ ও শ্যামনাশ (২)। তাহার পর পূর্ব্বসংযোগনাশ ও রক্তোৎপত্তি (৩)। তাহার পর উত্তরসংযোগ (৪)। তাহার পর বহ্নি-নোদন জন্য পরমাণুকর্ম্মনাশ (৫)। তাহার পর অদৃষ্ট বিশিষ্ট আত্মসংযোগ হইতে দ্রব্যারম্ভের অণুগুণক্রিয়া (৬)। তাহার পর বিভাগ (৭)। তাহার পর পূর্ব্বসংযোগনাশ (৮)। তাহার পর দ্রব্যারম্ভক উত্তর সংযোগ (৯)। তাহার পর দ্ব্যণুকোৎপত্তি (১০)। তাহার পর রক্তাদির উৎপত্তি (১১)। মধ্যম শব্দের ন্যায় এক অগ্নিসংযোগ হইতে রূপনাশ ও রক্তোৎপত্তি হইতে পারে না; কারণ, তৎক্ষণ পর্য্যন্ত এক অগ্নি বিদ্যমান থাকে না *। আর যদি নাশকই উৎপাদক হয় (অর্থাৎ নাশকাতিরিক্ত অন্য উৎপাদক না

(ক) তৃতীয়ক্ষণে আরম্ভকসংযোগ নাশ হয়, সুতরাং চতুর্থক্ষণে পরমাণ্বাকাশবিভাগরূপ বিভাগজবিভাগ উৎপন্ন হয়

(খ) অর্থাৎ, পরমাণুগত শ্যামনাশ ও পরমাণু ও আকাশের সংযোগ নাশ। পরমাণু শ্যামনাশের প্রতি দ্ব্যণুকনাশ কারণ বলিয়া দ্ব্যণুকনাশের পূর্ব্বে পরমাণুগত শ্যামনাশ অসম্ভব।

(গ) উত্তরদেশ সংযোগ ব্যতীত পূর্ব্ব কর্ম্মের নাশ হয় না ও এক কর্ম্ম সত্বে কর্ম্মান্তরের উৎপত্তি হয় না, সুতরাং দ্ব্যণুকারম্ভক ক্রিয়োৎপত্তির পূর্ব্বে উত্তরসংযোগোৎপত্তির আবশ্যকতা।

(ঘ) অর্থাৎ, তত্তৎঘটাদি যাহার ভোগ সাধন হইবে তাদৃশ অদৃষ্ট বিশিষ্ট আত্মার সহিত সংযোগবশতঃ দ্রব্যারম্ভাণুগুণক্রিয়োৎপত্তি হইয়া থাকে।

* আকাশের দেশ বিশেষে কোন একটী শব্দ উৎপন্ন হইলে তাহা হইতে পরক্ষণে আর একটী, তাহা হইতে তৎপরক্ষণে আবার আর একটী, এইরূপ ধারা ক্রমে শব্দ উৎপন্ন হইয়া

থাকে) তাহা হইলে রূপাদি নাশের পর অগ্নিনাশ হইলে পরমাণু চিরকালের নিমিত্ত নীরূপ হইবে; আর যদি যে নাশক সেই উৎপাদক হয় (অর্থাৎ, নাশকতাবচ্ছেদক ও উৎপাদকতাবচ্ছেদকের ভেদ না থাকে) তাহা হইলে রক্তরূপোৎপত্তির পর অগ্নির নাশ হইলে (পরমাণুর) রক্ত-তরতা হইতে পারে না *। এইরূপে পরমাম্বন্তরে কর্ম্ম চিন্তা করিলে পঞ্চমাদিক্ষণে গুণোৎপত্তি হইতে পারে †। যথা একটী পরমাণুতে কর্ম্ম। তাহার পর বিভাগ। তাহার পর আরম্ভকসংযোগনাশ ও পরমাণ্বন্তরে কর্ম্ম। তাহার পর দ্ব্যণুকনাশ ও পরমাণ্বন্তর কর্ম্মজ বিভাগ (এই একটী কাল) ১। তাহার পর শ্যামাদিনাশ ও বিভাগ হইতে পূর্ব্বসংযোগনাশ (একটী কাল) ২। তাহার পর রক্তোৎপত্তি ও

কর্ণাকাশাবচ্ছেদে উৎপন্ন হইলেই উহা ইন্দ্রিয় গোচর হয়। ঐ শব্দধারার মধ্যে দ্বিতীয় শব্দটী প্রথম শব্দের নাশক ও তৃতীয় শব্দের জনক। এই নিমিত্ত বলিতেছেন যেমন মধ্যম শব্দ হইতে পূর্ব্বশব্দের নাশ ও উত্তরশব্দের উৎপত্তি হয়, তদ্রূপ এক দ্ব্যণুকনাশক অগ্নিসংযোগ হইতে শ্যাম রূপের নাশ ও রক্তরূপের উৎপত্তি হইতে পারে না (ব্যতিরেক মুখে দৃষ্টান্ত)। ততক্ষণ পর্য্যন্ত, অর্থাৎ রক্তোৎপত্তির অব্যবহিত পূর্ব্বক্ষণ পর্য্যন্ত। এক অগ্নি, অর্থাৎ দ্ব্যণুকনাশক অগ্নিসংযোগ। অর্থাৎ, যেমন অগ্নিসংযোগ দ্বারা দ্ব্যণুকের নাশ হইয়া পরমাণুদ্বয় বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িল, অমনি অগ্নিপরমাণুসংযোগও নষ্ট হইল। সুতরাং দ্ব্যণুকনাশের সমকালেই নষ্ট হইয়াছে বলিয়া উহা রক্তরূপোৎপত্তির পূর্ব্বক্ষণ পর্য্যন্ত থাকিতে পারিল না ও তজ্জন্য তাহার কারণ হইতে পারিল না। দিনকরী ২১৯—২০ পৃষ্ঠা দেখ।

* প্রথম কল্পে, অর্থাৎ, নাশকাতিরিক্ত যদি উৎপাদক না থাকে তাহা হইলে, অগ্নিসংযোগ দ্বারা রূপোৎপত্তি ও রূপনাশ ধারার শেষে চরম অগ্নিসংযোগ দ্বারা চরমরূপোৎপত্তির পর সেই অগ্নিসংযোগ হইতেই ঐ রূপের নাশ স্বীকার করিতে হইবে। পরন্তু সেই চরমাগ্নিসংযোগ নষ্ট হইলে পুনর্ব্বার রূপোৎপত্তির উপায় নাই। তৎকালে নাশকাতিরিক্ত রূপোৎপাদক স্বীকার করিলে "নাশক ভিন্ন উৎপাদক নাই" এই নিয়ম থাকেনা। সুতরাং পরমাণু নীরূপ থাকিবে। দ্বিতীয় কল্পে, অর্থাৎ, নাশকতাবচ্ছেদকই যদি উৎপাদকতাবচ্ছেদক হয় তাহা হইলে কার্য্যতাবচ্ছেদক ও সামান্যতঃ "পৃথিবীপরমাণুরূপত্ব" এইরূপ বলিতে হইবে। অর্থাৎ, অগ্নিসংযোগ যদি নাশক হয়, তাহা হইলে "অগ্নিসংযোগত্ব" নাশকতাবচ্ছেদক। আবার সেই অগ্নিসংযোগত্বই যদি কারণতাবচ্ছেদক হয়, তাহা হইলে কার্য্যতাবচ্ছেদক ও সামান্যাকারে "পৃথিবী পরমাণুরূপত্ব" হইবে; কারণ, কারণতাবচ্ছেদকের বৈচিত্র্য বশতঃই কার্য্যবৈচিত্র্য হয়, নতুবা হয় না। এস্থলে কারণতাবচ্ছেদক "অগ্নিসংযোগত্বরূপে" এক বলিয়া কার্য্যগত বৈচিত্র্যের অবকাশ রহিল না। সুতরাং কোন পরমাণু রক্ততর, কোন পরমাণু রক্ততম এইরূপ হইতে পারে না। অথচ সিন্দূরাদিতে তাদৃশ রক্ততারতম্য প্রত্যক্ষ সিদ্ধ। দিনকরী ২২০ পৃষ্ঠা।

† এ পর্য্যন্ত এক পরমাণুতেই কর্ম্ম চিন্তা করা হইয়াছে; এক্ষণে যদি পরমাণ্বন্তরে কর্ম্ম চিন্তা করা যায় তাহা হইলে কিরূপ প্রক্রিয়া হইবে তাহা দেখাইতেছেন।

দ্রব্যারম্ভক সংযোগ ৩। তাহার পর দ্ব্যণুকোৎপত্তি ৪। তাহার পর রক্তোৎপত্তি ৫।—পঞ্চক্ষণা (প্রক্রিয়া)। যদি দ্রব্যনাশ সমকালে পরমাণ্বন্তরে কর্ম্ম চিন্তা করা যায় তাহা হইলে ষষ্ঠক্ষণে গুণোৎপত্তি হয়। যথাঃ—পরমাণু কর্ম্ম দ্বারা পরমাণ্বন্তরের সহিত বিভাগ। তাহার পর আরম্ভক সংযোগনাশ। তাহার পর দ্ব্যণুকনাশ ও পরমাণ্বন্তরে কর্ম্ম ১। তাহার পর শ্যামাদিনাশ ও পরমাণ্বন্তরে কর্ম্মজ বিভাগ ২। তাহার পর রক্তোৎপত্তি ও পরমাণ্বন্তরে পূর্ব্বসংযোগনাশ ৩। তাহার পর পরমাণ্বন্তর-সংযোগ ৪। তাহার পর দ্ব্যণুকোৎপত্তি ৫। তাহার পর রক্তোৎপত্তি ৬। এইরূপ শ্যামনাশক্ষণে পরমাণ্বন্তরে কর্ম্ম চিন্তা করিলে সাতটী ক্ষণ হয়। যথা—পরমাণুতে কর্ম্ম, তাহার পর পরমাণ্বন্তরের সহিত বিভাগ, তাহার পর আরম্ভক সংযোগনাশ, তাহার পর দ্ব্যণুকনাশ ১। তাহার পর শ্যামাদিনাশ ও পরমাণ্বন্তরে ক্রিয়া ২। তাহার পর রক্তোৎপত্তি ও পরমাণ্বন্তরে কর্ম্মজ বিভাগ ৩। তাহার পর পরমাণ্বন্তরের সহিত পূর্ব্ব-সংযোগনাশ ৪। তাহার পর পরমাণ্বন্তরের সহিত সংযোগ ৫। তাহার পর দ্ব্যণুকোৎপত্তি ৬। তাহার পর রক্তোৎপত্তি ৭। এইরূপ রক্তোৎ-পত্তি সমকালে পরমাণ্বন্তরে কর্ম্ম চিন্তা করিলে অষ্টক্ষণ হয়। যথাঃ—পরমাণুতে কর্ম্ম, তাহার পর পরমাণ্বন্তর বিভাগ, তাহার পর আরম্ভক-সংযোগ নাশ, তাহার পর দ্ব্যণুক নাশ ১। তাহার পর শ্যাম নাশ ২। তাহার পর রক্তোৎপত্তি ও পরমাণ্বন্তরে কর্ম্ম ৩। তাহার পর পরমাণ্বন্তর-কর্ম্মজবিভাগ ৪। ও সেই বিভাগ জন্য পূর্ব্বসংযোগনাশ ৫। তাহার পর পরমাণ্বন্তর সংযোগ ৬। তাহার পর দ্ব্যণুকোৎপত্তি ৭। তাহার পর রক্তোৎপত্তি এই অষ্টক্ষণ ॥১০৫॥

ভাঃ পঃ—নৈয়ায়িকদিগের মতে দ্ব্যণুকাদিতে ও (পাক, অর্থাৎ তজ্জন্য রূপপরাবৃত্তি) ইষ্ট হয়। গণনা ব্যবহারে (গণনা কার্য্যে) সংখ্যা (Number) হেতু বলিয়া উক্ত হয় ॥১০৬॥ নিত্য পদার্থে (অর্থাৎ নিত্য পদার্থ বৃত্তি) একত্ব নিত্য, অনিত্যে অনিত্য বলিয়া অভিপ্রেত। দ্বিত্বাদি ও পরার্দ্ধান্ত সংখ্যা অপেক্ষা বুদ্ধি জন্য বলিয়া স্বীকৃত ॥ ১০৭॥

নৈয়ায়িকদিগের ইত্যাদি। নৈয়ায়িকদিগের মতে দ্ব্যণুকাদি

অবয়বীতেও পাক হয়। তাঁহাদের অভিপ্রায় এইরূপঃ—অবয়বীদিগের সচ্ছিদ্রত্ব প্রযুক্ত অন্তঃপ্রবিষ্ট বহ্নির সূক্ষ্মাবয়ব দ্বারা অবষ্টব্ধ (অর্থাৎ, অবয়বিদ্বারা অবরুদ্ধ) অবয়বেরও পাক বিরুদ্ধ নহে। বৈশেষিক মতে অনন্ত অবয়বী ও তাহাদের নাশ কল্পনা করিতে হয়, সুতরাং গৌরব দোষ হইয়া পড়ে। এইরূপে (অবয়বিনাশ স্বীকার না করিয়া অবয়বে পাক স্বীকার করিলে) "ইহা সেই ঘট" ইত্যাদি প্রত্যভিজ্ঞা ও সঙ্গত হয়। যে স্থলে প্রত্যভিজ্ঞা হয় না সে স্থলে অবয়বীরও নাশ স্বীকার করা যায় ইতি।

সঙ্খ্যা নিরূপণ করিবার নিমিত্ত বলিতেছেন; গণনেতি অর্থাৎ গণন ব্যবহারের অসাধারণ কারণ সঙ্খ্যা।

নিত্যেষু ইতি। অর্থাৎ পরমাণ্বাদি নিত্য পদার্থে 'একত্ব' নিত্য, অনিত্য ঘটাদিতে 'একত্ব' অনিত্য। দ্বিত্বাদি ব্যাসজ্যবৃত্তি (ব্যাসজ্য, মিলিত্বা, বৃত্তি র্যাসাং, তাঃ—) সঙ্খ্যা অপেক্ষাবুদ্ধি জন্য *।

ভাঃ পঃ—ইহারা অনেকাশ্রয় পর্য্যাপ্ত বলিয়া পরিকীর্ত্তিত ও অপেক্ষা বুদ্ধির নাশ হইতে ইহাদিগের নাশ নিরূপিত হইয়া থাকে ॥ ১০৮ ॥

অনেকেতি।—যদ্যপি দ্বিত্বাদির সমবায় প্রত্যেক ঘটাদিতে থাকে (অর্থাৎ, যদিও যে দুই বা ততোধিক ঘটাদির উপর দ্বিত্বাদি থাকে তাহাদের প্রত্যেকটীর উপর দ্বিত্বাদি-সমবায় অর্থাৎ, দ্বিত্বাদির সহিত ঘটাদির যে

---

* এই এক, এই এক, ইত্যাদি বুদ্ধির নাম অপেক্ষা বুদ্ধি। দ্বিত্বাদি অপেক্ষা বুদ্ধি হইতে উৎপন্ন; অর্থাৎ, কোনস্থলে অনেকগুলি দ্রব্য থাকিলেও যতক্ষণ না কোন ব্যক্তি "এই একটী" "এক একটী" এইরূপ করিয়া গণনা না করেন, ততক্ষণ তাঁহার মনে দ্বিত্ব, ত্রিত্বাদি বুদ্ধির উদয় হয় না, অর্থাৎ, "এই দুইটী" "এই তিনটী" ইত্যাদি জ্ঞান হয় না। এই নিমিত্ত অপেক্ষা বুদ্ধিকেই দ্বিত্বাদির জনক বলা যায়। আবার অপেক্ষা বুদ্ধির নাশ হইলেই দ্বিত্বাদিরও নাশ হয়। এইরূপ উৎপাদ-বিনাশ-শালিতা প্রযুক্ত, দ্বিত্বাদি দ্রব্যনিষ্ঠ একত্বাদির ন্যায় স্বাভাবিক গুণ নহে। যদি দ্বিত্বকে গুণ বলা যায়, তাহা হইলে তাহার সমবায়ি কারণের আবশ্যক, কিন্তু প্রকৃতে তাহার অসম্ভব; কারণ, অনুৎপন্ন বা প্রনষ্ট দ্রব্যকে লইয়াও অপেক্ষা বুদ্ধি জন্য দ্বিত্বাদি হইয়া থাকে। কেহ কেহ বলেন যে রূপাদিতে যে একত্ব দ্বিত্বাদি থাকে তাহাকে 'গুণ' বলা যাইতে পারে না; কারণ, দ্রব্যই গুণের সমবায়ী কারণ হইয়া থাকে, গুণ (রূপাদি) হয় না। সেরূপ স্থলে একত্ব দ্বিত্বাদি ধীবিষয়তা মাত্র। তাঁহাদের মতে একত্বাদি দ্রব্যেই সমবায় সম্বন্ধে, ও অন্যত্র রূপাদিতে পর্য্যাপ্তি সম্বন্ধে থাকে।

সমবায় সম্বন্ধ তাহা বর্ত্তমান থাকে,) "তথাপি একো দ্বৌ" অর্থাৎ "একটী পদার্থ দুই" এইরূপ বুদ্ধি না হওয়ায় ও "একো ন দ্বৌ" অর্থাৎ "একটী পদার্থ দুটী নহে" এইরূপ বুদ্ধি হওয়ায়, দ্বিত্বাদির পর্য্যাপ্তি—(পরি-সম্যক্-প্রকারে আপ্তি অর্থাৎ প্রাপ্তি)—লক্ষণ কোন অনেকাশ্রয় সম্বন্ধ স্বীকার করা যায় *। অপেক্ষা বুদ্ধির নাশ হইতে ইতি।—প্রথম (ক্ষণে) অপেক্ষাবুদ্ধি, তাহার পর দ্বিত্বোৎপত্তি, তাহার পর দ্বিত্বত্বের নির্বিকল্পক-জ্ঞানরূপ বিশেষণ জ্ঞান, তাহার পর দ্বিত্বত্ববিশিষ্টের (দ্বিত্বের) প্রত্যক্ষ ও অপেক্ষা বুদ্ধির নাশ, তাহার পর দ্বিত্বনাশ †।

যদিও বিভুদিগের (আকাশ, আত্মা প্রভৃতি সর্ব্বমূর্ত্তসংযোগী পদার্থ সমূহের) যে সমস্ত প্রত্যক্ষযোগ্য বিশেষ গুণ (জ্ঞান, ইচ্ছা, শব্দ ইত্যাদি) আছে, তাহারা স্বোত্তরবর্ত্তী গুণনাশ্য [অর্থাৎ, দ্বিতীয় জ্ঞান দ্বারা প্রথম জ্ঞান, দ্বিতায় শব্দ দ্বারা প্রথম শব্দ নাশ্য ইত্যাদি] বলিয়া, জ্ঞান সকল দ্বিক্ষণমাত্রস্থায়ি, তথাপি অপেক্ষা বুদ্ধির ত্রিক্ষণস্থায়িত্ব কল্পনা করা যায়। তাহা না করিলে নির্বিকল্পকালে অপেক্ষা বুদ্ধির নাশ হইলে তাহার পরক্ষণে দ্বিত্বেরই নাশ হইয়া পড়ে, প্রত্যক্ষ হইতে পারে না; কারণ, সে সময়ে বিষয় নাই (অর্থাৎ প্রত্যক্ষের বিষয় নষ্ট হইয়া গিয়াছে)। যেহেতু বস্তু বিদ্যমান থাকিলেই তাহার চক্ষুরাদিদ্বারা জ্ঞানোৎপত্তি স্বীকৃত হইয়া থাকে। অতএব দ্বিত্বপ্রত্যক্ষাদিকে অপেক্ষাবুদ্ধির নাশক কল্পনা করা যায়। অপেক্ষা বুদ্ধির নাশ হইলে দ্বিত্ব নাশ কেন হইবে একথা বলিতে পারা যায় না; যেহেতু, কালান্তরে (অপেক্ষা বুদ্ধির অভাব কালে) দ্বিত্ব প্রত্যক্ষ হয় না; সেইহেতু, অপেক্ষা বুদ্ধিকে দ্বিত্বোৎপাদিকা এবং অপেক্ষা বুদ্ধির

---

* অর্থাৎ, দ্বিত্বাদি স্বাশ্রয়ীভূত সকল পদার্থকে ব্যাপিয়া থাকে, কোন একটীর উপর থাকে না। কোন একটীর উপর থাকিলে এক পদার্থে দ্বিত্বাদি বুদ্ধি হইতে পারিত। পর্য্যাপ্তি লক্ষণ, অর্থাৎ, পর্য্যাপ্তি হইয়াছে লক্ষণ (স্বভাব) যাহার এইরূপ অর্থে বহুব্রীহি নিস্পন্ন। এই জন্যই "অয়ং দ্বৌ" অর্থাৎ "ইহা দুইটী" এই প্রতীতির প্রামাণ্য নাই। কিন্তু "ইমৌ দ্বৌ" অর্থাৎ "ইহারা দুইটী" এই প্রতীতির প্রামাণ্য আছে। পর্য্যাপ্তি-সম্বন্ধ প্রত্যেকনিষ্ঠ না হইলেও সমবায়সম্বন্ধ সমবেত পদার্থের প্রত্যেক নিষ্ঠ, এই জন্যই "অয়ং দ্বিত্ববান্" অর্থাৎ ইহা দ্বিত্ববিশিষ্ট এইরূপ প্রতীতির প্রামাণ্য স্বীকার করা যায়।

† দ্বিত্বোৎপত্তিকালে দ্বিত্বত্ব নির্বিকল্পক জ্ঞান হইতে পারে না, কারণ, দ্বিত্বত্ব নির্বিকল্পক জ্ঞানের কারণ দ্বিত্ব বলিয়া উহার প্রাক্‌সত্তা আবশ্যক।

নাশকে দ্বিত্ব নাশক বলিয়া কল্পনা করা যায়। অতএব তৎপুরুষীয় অপেক্ষাবুদ্ধিজন্য দ্বিত্বাদি তিনিই জ্ঞান করেন ইহা কল্পনা করা যায়। অপেক্ষাবুদ্ধি দ্বিত্বপ্রত্যক্ষের প্রতি কারণ হউক ইহা বলিতে পার না; লাঘববশতঃ দ্বিত্বের প্রতি কারণতা স্বীকার করা উচিত *। অতীন্দ্রিয় দ্ব্যণুকাদিতে যোগীদিগের অপেক্ষাবুদ্ধি, সৃষ্টির আদিকালীন পরমাণ্বাদিতে ঈশ্বরীয় অপেক্ষাবুদ্ধি, অথবা ব্রহ্মাণ্ডান্তরবর্ত্তী যোগীদিগের অপেক্ষাবুদ্ধি দ্বিত্বাদির কারণ ইতি ॥ ১০৮ ॥

ভাঃ পঃ—যাহা অনেক একত্ববুদ্ধি তাহাই অপেক্ষা বুদ্ধি বলিয়া অভিপ্রেত। পরিমাণ মান ব্যবহারের কারণ ॥ ১০৯॥ অণু, দীর্ঘ, মহৎ ও হ্রস্ব ইহা পরিমাণের ভেদ বলিয়া কীর্ত্তিত। ঐ পরিমাণ অনিত্যে অনিত্য ও নিত্যে নিত্য বলিয়া উদাহৃত ॥ ১১০ ॥ (অনিত্য পরিমাণ) সংখ্যা হইতে, পরিমাণ হইতে ও প্রচয় হইতেও উৎপন্ন হয়। দ্ব্যনুকাদিতে (উহা) সংখ্যা জন্য [বলিয়া] উদাহৃত ॥ ১১১ ॥

অপেক্ষাবুদ্ধি কাহাকে বলে তাহা বলিতেছেন—অনেকেতি।— অর্থাৎ এই এক, ইত্যাকারিকা (বুদ্ধির নাম অপেক্ষা বুদ্ধি)। ইহা বুঝিতে হইবে, যেস্থলে অনিয়ত একত্ব জ্ঞান হয় (এই এক, এই এক, ইত্যাদি অনিয়ত সংখ্যক জ্ঞান হয়) সেইস্থলে দ্বিত্বাদি ভিন্ন বহুত্ব সংখ্যা উৎপন্ন হয়, যেমন সেনা, বন, ইত্যাদি স্থলে হইয়া থাকে, ইহা কন্দলী-কারের মত। আচার্য্য কিন্তু ত্রিত্বাদিকেই বহুত্ব বিবেচনা করেন [অর্থাৎ দুইএর অধিক হইলেই আচার্য্যের মতে বহু হয়]। অর্থাৎ, ত্রিত্বত্বাদির ব্যাপিকা বহুত্বজাতি অতিরিক্ত [পদার্থ] নহে। সেনাদিস্থলে ত্রিত্বাদি উৎপন্ন হইলেও দোষবশতঃ তাহার গ্রহ (জ্ঞান) হয় না †, এই নিমিত্তই "এই সেনা ইহা হইতে বহু" এইরূপ প্রতীতি উপপন্ন হয়। বহুত্বকে সংখ্যান্তর (ত্রিত্বাদি ভিন্ন) বলিয়া স্বীকার করিলে, তাহার তারতম্যের অভাব হইয়া উঠে (ভিন্ন ভিন্ন বহুত্বের তুলনার অসম্ভব হইয়া উঠে), ইহা

* দ্বিত্ব প্রত্যক্ষত্বাপেক্ষা দ্বিত্বত্ব রূপ কার্য্যতাবচ্ছেদকের লাঘব আছে। দিনকরী।

† নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক অনেক একত্বের জ্ঞানাভাবই সেস্থলে দোষ—দিঃক।

বুঝিতে হইবে। পরিমাণ নিরূপণ করিতেছেন—পরিমাণমিতি—অর্থাৎ পরিমিতি ব্যবহারের অসাধারণ কারণ পরিমাণ ॥ ১০৯ ॥

সেই পরিমাণ চারি প্রকার, অণু, মহৎ, দীর্ঘ ও হ্রস্ব। সেই, অর্থাৎ পরিমাণ, "নিত্য" এইস্থলে "পরিমাণ" এই শব্দের অনুসঙ্গ (অনুবৃত্তি) আছে।

"জায়তে" (উৎপন্ন হয়) এই স্থলেও "পরিমাণ" এইটীর অনুবৃত্তি আছে (অর্থাৎ পরিমাণ উৎপন্ন হয় এইরূপ অর্থ)। "অনিত্য" এই শব্দটী পূর্ব্বের সহিত অন্বিত, অর্থাৎ, অনিত্য পরিমাণ, সংখ্যা জন্য, পরিমাণ জন্য ও প্রচয়জন্য। এক্ষণে সংখ্যাজন্য পরিমাণের উদাহরণ দিতেছেন দ্ব্যণুকাদিতে ইতি—দ্ব্যণুক ও ত্রসরেণুর পরিমাণের প্রতি পরমাণুর পরিমাণ বা দ্ব্যণুকাদির পরিমাণ কারণ নহে, যেহেতু "পরিমাণ" স্বসমানজাতীয় উৎকৃষ্ট পরিমাণের জনক। কিন্তু দ্ব্যণুকের অণুপরিমাণ পরমাণুত্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট পরিমাণ নহে ও ত্রসরেণুর পরিমাণ (পরমাণু পরিমাণের) স্বজাতীয় নহে, এই নিমিত্ত পরমাণুগত দ্বিত্বসংখ্যা দ্ব্যণুকপরিমাণের, ও দ্ব্যণুকগত ত্রিত্বসংখ্যা ত্রসরেণুপরিমাণের, অসমবায়ি কারণ * ॥ ১১০ ॥ ১১১ ॥

ভাঃ পঃ—ঘটাদিতে যে পরিমাণ আছে তাহা পরিমাণজ বলিয়া উক্ত হয়। শিথিলাখ্য (শিথিল নামক) যে সংযোগ তাহার নাম প্রচয়, তদ্দ্বারা উৎপন্ন হয় (পর শ্লোকের সহিত অন্বয়) ॥ ১১২ ॥ তূলকাদিতে পরিমাণ [প্রচয় বশতঃ উৎপন্ন হয়]। আশ্রয় নাশ হইতে (পরিমাণের) নাশ হয়। পৃথক্ প্রত্যয়ের কারণ পৃথক্ত্ব সংখ্যায় ন্যায় হয় ॥ ১১৩ ॥

পরিমাণজন্য পরিমাণের উদাহরণ দিতেছেন ইত্যাদি। ঘটাদিতে (অর্থাৎ) ঘটাদি পরিমাণ কপালাদি-পরিমাণ-জন্য। প্রচয়-জন্য পরিমাণের উদাহরণের নিমিত্ত প্রচয়ের নির্ব্বচন (লক্ষণ) করিতেছেন, প্রচয় ইতি। আর, পরিমাণ আশ্রয়নাশ, হইতেই নষ্ট হয় এই জন্য বলিতেছেন নাশ

---

* তিনটী দ্ব্যণুক বা ছয়টী পরমাণুতে একটী ত্রসরেণু হয়, সুতরাং দ্ব্যণুকগত ত্রিত্ব সংখ্যার অনুপপত্তি রহিল না। দ্ব্যণুকপরিমাণ পরমাণুপরিমাণের সজাতীয় (যেহেতু উভয়ই অণু পরিমাণ,) কিন্তু উহা হইতে উৎকৃষ্ট পরিমাণ নহে. ত্রসরেণুপরিমাণ আবার সজাতীয়ও নহে, কারণ, ত্রসরেণু চক্ষুগ্রাহ্য, অণু চক্ষুর অগ্রাহ্য।

ইতি, অর্থাৎ পরিমাণের (নাশ)। "অবয়বীর (আশ্রয়ের) নাশ কিরূপে পরিমাণের নাশক হইতে পারে, কারণ, অবয়বী থাকিতে থাকিতে তিন চারিটী পরমাণুর বিশ্লেষ বা উপচয় ঘটিলে অবয়বীর প্রত্যভিজ্ঞা থাকিলেও পরমাণান্তর প্রত্যক্ষ সিদ্ধ" এরূপ বলিতে পার না। [দ্বিতীয় অংশের উত্তর] পরমাণুর বিশ্লেষ হইলে দ্ব্যণুকের নাশ অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে, দ্ব্যণুকনাশ হইলেই ত্রসরেণুর নাশ হইল, এইরূপে মহাঅবয়বীর নাশ অবশ্যম্ভাবী। আর নাশক থাকিতে, কেবল অনভ্যুপগম—(অনভ্যুপগম= অজ্ঞান—Want of perception)—হেতুক নাশের অপলাপ করা অশক্য। [উপচয় স্থল লক্ষ্য করিয়া উত্তর করিতেছেন] শরীরাদিতে অবয়বের উপচয় (বৃদ্ধি) ঘটিলে অসমবায়িকারণের (সংযোগের) নাশ আবশ্যক বলিয়া অবয়ববিনাশও আবশ্যক। (প্রথমাংশের উত্তর) "পটের নাশ না হইয়াও অন্যতন্তুসংযোগ দ্বারা পরিমাণাধিক্য হইতে পারে" একথা বলিতে পারা যায় না; সেস্থলেও বেমাদির অভিঘাতদ্বারা অসমবায়িকারণ তন্তুসংযোগের নাশহেতুক পটনাশ অবশ্যম্ভাবী। আরও এক কথা, যদি তন্ত্বন্তর সেই পটেরই অবয়ব হয় (যদি তন্ত্বন্তর দ্বারা পটান্তর সৃষ্টি না হয়, তাহা হইলে ঐ তন্ত্বন্তরকে পূর্ব্ব পটেরই অবয়ব বলিতে হইবে), তাহা হইলে পূর্ব্বে (ঐ তন্ত্বন্তরের যোগের পূর্ব্বে) সেই পট ছিল না এই কথা বলিতে হইবে, কারণ সে সময়ে তৎতন্তুরূপ কারণ ছিল না। (আর যদি) সেই তন্তু পূর্ব্ব পটের অবয়ব না হয়, তাহা হইলে উহা দ্বারা সংযুক্ত দ্রব্যান্তরের ন্যায় পরিমাণাধিক্য হইয়াছে (বলিতে হইবে)। অতএব সেস্থলে তন্ত্বন্তরসংযোগের পর পূর্ব্ব-পট-নাশ ও তাহার পর পটান্তরোৎপত্তি হইয়াছে ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। অবয়বীর প্রত্যভিজ্ঞা সাজাত্য-(সমান-জাতীয়ত্ব)-বশতঃ দীপ-কলিকাদির ন্যায় হইয়া থাকে †। পূর্ব্বতন্তুগণ তন্ত্বন্তর সহযোগে পূর্ব্বপট থাকিতে থাকিতেই পটান্তর আরম্ভ করুক না কেন" এইরূপ

† অর্থাৎ, পটনাশ স্থলেও যে "সেই পট" এইরূপ প্রত্যভিজ্ঞা হয় তাহা পটান্তরের, পূর্ব্ব পটের সজাতীয়তা বশতঃই হইয়া থাকে, যেমন দীপ শিখা সমূহ ক্ষণে ক্ষণে পরিবর্ত্তন শীল হইলেও সাজাত্য বশতঃ এক বলিয়া প্রতীত হয়।

বলিতে পারা যায় না, যেহেতু দুইটী মূর্ত্তের (অপকৃষ্ট পরিমাণবৎ পদার্থের) সমান দেশে অবস্থান বিরুদ্ধ বলিয়া সেস্থলে পটদ্বয়ের অসম্ভব (আছে) *। সেস্থলে (তন্ত্বন্তর দ্বারা পটান্তরের আরম্ভ কালে) ও একদা (যুগপৎ) নানাদ্রব্যের অবস্থান অনুপলম্ভ (অপ্রত্যক্ষ) দ্বারা বাধিত †। তজ্জন্য প্রতিবন্ধক স্বরূপ পূর্ব্বদ্রব্যের বিনাশ হইলে পর দ্রব্যান্তরের উৎপত্তি হয় ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে।

পৃথকৃত্ব নিরূপণ করিতেছেন, সংখ্যাবৎ ইতি। পৃথক্ প্রত্যয়ের অসাধারণ কারণ পৃথক্ত্ব। তাহার নিত্যত্বাদি সংখ্যার ন্যায়। যেমন নিত্য পদার্থে বর্ত্তমান "একত্ব" নিত্য ও অনিত্যে বর্ত্তমান অনিত্য। অনিত্য একত্ব কিন্তু (স্বীয়) আশ্রয়ের দ্বিতীয় ক্ষণে উৎপন্ন হয় ‡ ও আশ্রয় নষ্ট হইলেই নষ্ট হয়, এক পৃথক্ত্বও তদ্রূপ, দ্বিপৃথক্ত্বাদিও দ্বিত্বাদির ন্যায় হইবে §। "ভাল (আশঙ্কা) ইহা উহা হইতে পৃথক্" ইত্যাদি স্থলে অন্যোন্যাভাব ভাসমান হয়, অতএব কি নিমিত্ত পৃথক্ত্বকে গুণান্তর স্বীকার করা যায়, আর এক কথা, না হয় পৃথক্ত্ব স্বীকার করা যাউক অন্যোন্যাভাবের প্রয়োজন নাই," এইরূপ বলা যাইতে পারে না ‖; কারণ, তাহা হইলে "রূপ ঘট নহে" এই প্রতীতির

---

* Two limited things cannot occupy the same space.

† যদি একপট থাকিতে থাকিতে পটান্তরের উৎপত্তি হইত তাহা হইলে দুইটী পট এইরূপ বোধ হইতে পারিত, কিন্তু তাহা হয় না, সুতরাং পূর্ব্বপট থাকিতে থাকিতেই পটান্তরোৎপত্তি হয় ইহা বলিতে পারা যায় না।

‡ cf ক্ষণমগুণোহি ভাবঃ। দ্রব্যোৎপত্তির প্রথম ক্ষণে গুণাদির উৎপত্তি হইতে পারে না বলিয়া দ্বিতীয় ক্ষণে উৎপন্ন হয়। (উপপত্তি) কারণের প্রাক্‌সত্তা নিয়ম, সুতরাং একত্বাদির আশ্রয় প্রথমতঃ একক্ষণ নির্গুণ থাকে, নতুবা যুগপৎ গুণোৎপত্তি বলিলে কার্য্যকারণ সম্বন্ধই দুর্ঘট হইয়া পড়ে।

§ অর্থাৎ উহা অনিত্যে অনিত্য ও আশ্রয় দ্বিতীয় ক্ষণে উৎপন্ন ও তন্নাশে নাশ প্রাপ্ত হয়। ইহা উহা হইতে পৃথক্ এইরূপ জ্ঞানের বিষয় একপৃথক্ত্ব, ইহা এই দুইটী হইতে পৃথক এইরূপ জ্ঞানের বিষয় দ্বিপৃথক্ত্ব।

‖ ইহা অমুক হইতে পৃথক্ ইত্যাদি স্থলে অন্যোন্যাভাব ভাসমান হয়, সুতরাং পৃথকৃত্ব একটী ভিন্ন গুণ এরূপ স্বীকারের প্রয়োজন কি, আর যদি পৃথকৃত্ব স্বীকার করা যায় তাহা হইলে অন্যোন্যাভাব স্বীকারের প্রয়োজন কি? পৃথক্ত্ব বা অন্যোন্যাভাবের একটী হইলেই চলিতে পারে, ইহাই আশঙ্কা।

অনুপপত্তি হইয়া উঠে *। (কারণ সেস্থলে) রূপে ঘটাবধিক (ঘট অবধি যাহার) পৃথক্ত্ব নামক গুণান্তর নাই (যেহেতু গুণের গুণ নাই), আর ঘটে ও ঘটাবধিক পৃথক্ত্ব নাই (যেহেতু ঘট নিজে ঘট হইতে পৃথক্ নহে) যদ্বারা পরম্পরা সম্বন্ধ কল্পনা করা যাইতে পারে † এই জন্য বলিতেছেন ("ইহা হইতে উহা পৃথক" ইত্যাদি। যদি বল (ইহা হইতে উহা পৃথক্) ও "ইহা উহা নহে" এই দুইটীর মধ্যে) শব্দগত বৈলক্ষণ্য আছে মাত্র, অর্থগত বৈলক্ষণ্য নাই, তাহাও বলিতে পারা যায় না; কারণ, যদি অর্থগত ভেদ না থাকে তাহা হইলে "ঘট হইতে পৃথক্" এই স্থলের ন্যায় "ঘট নহে" এই স্থলেও পঞ্চমী হইতে পারিত। অতএব যে অর্থযোগে পঞ্চমী হয়, সেই অর্থ নঞর্থ, অন্যোন্যাভাব হইতে ভিন্ন, গুণান্তর এইরূপ কল্পনা করা যায় ‡ ॥ ১১৩ ॥ ১১৪ ॥

ভাঃ পঃ—অপ্রাপ্ত (অসম্বদ্ধ) বস্তুদ্বয়ের যে প্রাপ্তি (সম্বন্ধ) তাহাই সংযোগ বলিয়া কথিত। ইহা ত্রিবিধ বলিয়া কীর্ত্তিত। প্রথম অন্যতর কর্ম্মজ ॥ ১১৫ ॥, তদ্রূপ উভয়-কর্ম্ম-জন্য ও অপর (তৃতীয়) সংযোগজ হয়। শ্যেন পক্ষীর শৈলাদির সহিত যে সংযোগ তাহা আদিম (অর্থাৎ অন্যতর কর্ম্মজ) সংযোগ বলিয়া পরিকীর্ত্তিত ॥ ১১৬ ॥ দুইটী মেষের যে সন্নিপাত "সংযোগ" তাহা দ্বিতীয় প্রকার (অর্থাৎ, উভয়কর্ম্মজ) সংয়োগের উদাহরণ। কপাল ও বৃক্ষের সংযোগ নিবন্ধন ঘট ও বৃক্ষের যে সংযোগ [তাহা] ॥ ১১৭ ॥ তৃতীয় প্রকার সংযোগ। কর্ম্মজ সংযোগও দুই প্রকার,

---

* কেবল পৃথক্ত্ব স্বীকার করিলে চলে না, কারণ, তাহা হইলে পূর্ব্বোক্ত "রূপ ঘট নহে" এই প্রতীতির অনুপপত্তি হইয়া উঠে।

† যদি ঘটে ঘটাবধিক পৃথক্ত্ব থাকিত তাহা হইলে উহা স্বাশ্রয়াশ্রিতত্ব সম্বন্ধে রূপে কল্পনা করা যাইতে পারিত। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে পূর্ব্বোক্ত স্থলে কোন মতেই ঘটাবধিক পৃথক্ত্বরূপে থাকিতে পারে না। পূর্ব্বোক্ত উদাহরণে রূপ ঘটবৃত্তি বুঝিতে হইবে।

‡ সংখ্যা পৃথক্ত্বাদি গুণগত হইলে, (অর্থাৎ, একোরসঃ, রসোঽয়ং ঘটাৎ পৃথক্ ইত্যাদি স্থলে) একত্বাদি গুণ বলিয়া বিবেচিত হয় না, কিন্তু ধীবিষয় পদার্থ বিশেষ বলিয়া গণ্য হয়। অর্থাৎ, তৎকালে তাহাদের গুণত্ব না থাকিয়া ধীবিষয়তা মাত্র থাকে ইহা এক মীমাংসা। কেহ কেহ বলেন দ্রব্যাদিতে "গুণ" সমবায় সম্বন্ধে থাকে, গুণে পর্য্যাপ্তি সম্বন্ধে থাকে। "গুণের গুণ নাই" এই কথার অর্থ তাঁহাদের মতে গুণে সমবায় সম্বন্ধে গুণ থাকে না পর্য্যাপ্তি সম্বন্ধে থাকে—ইহা অপর মীমাংসা। শিরোমণি স্বকৃত খণ্ডন গ্রন্থে সংখ্যা ও পৃথক্ত্বের গুণত্ব খণ্ডন করিয়াছেন। তাঁহার মতে সংখ্যাদি, সপ্তপদার্থাতিরিক্ত বিষয়তাদিবৎ পদার্থ বিশেষ।

অভিঘাত ও নোদন। আদিম (অর্থাৎ অভিঘাত) শব্দের হেতু, ॥ ১১৮ ॥ দ্বিতীয় (অর্থাৎ নোদন) শব্দের অহেতু। বিভাগও তিন প্রকার। প্রথম এককর্ম্মোদ্ভব, অপর দ্বয়কর্ম্মোদ্ভব ॥ ১১৯ ॥ বিভাগজবিভাগ তৃতীয়। তৃতীয় অর্থাৎ (বিভাগজ বিভাগ) আবার দুই প্রকার। হেতু-মাত্র-বিভাগজও হেতু ও অহেতুর বিভাগজ ॥ ১২০ ॥

টীঃ—সংযোগ নিরুপণ করিতেছেন। অপ্রাপ্ত বস্তুদ্বয়ের ইতি। সংযোগ বিভাগ করিতেছেন। কীর্ত্তিত ইতি। (এষ) ইহা অর্থাৎ সযোগ ॥ ১১৫ ॥

সন্নিপাত অর্থাৎ সংযোগ। দ্বিতীয় অর্থাৎ উভয় কর্ম্মজ। 'তৃতীয় হয়' ইহা পূর্ব্বের সহিত অন্বিত। তৃতীয় অর্থাৎ সংযোগজ সংযোগ। আদিম (অর্থাৎ) অভিঘাত, দ্বিতীয় অর্থাৎ নোদনাখ্য সংযোগ।

বিভক্ত এই জ্ঞানের (অর্থাৎ অমুক বস্তু অমুক বস্তু হইতে বিভক্ত এই বুদ্ধির) অসাধারণ কারণ বিভাগ নিরূপন করিতেছেন।

টী—এককর্ম্ম ইত্যাদি। তাহাদের উদাহরণ শ্যেন পক্ষীও শৈলের বিভাগাদি, পূর্ব্বের ন্যায় (সংযোগ স্থলের ন্যায়) বুঝিতে হইবে *। তৃতীয় (অর্থাৎ), বিভাগজ বিভাগও কারণ-মাত্র-বিভাগ-জন্য ও কারণাকারণ-বিভাগজন্য এই দুই প্রকার। যেখানে একটী কপালে কর্ম্ম আরম্ভ হয়। তাহার পর কপালদ্বয় বিভাগ হয়। তাহার পর ঘটারম্ভক সংযোগ নাশ হয়। তাহার পর ঘট নাশ হয়। তদনন্তর সেই কপাল বিভাগ দ্বারাই কর্ম্মবিশিষ্ট কপালের আকাশের সহিত বিভাগ উৎপন্ন হয়। তদনন্তর আকাশসংযোগ নাশ, তাহার পর উত্তর-দেশ-সংযোগ, তাহার পর কর্ম্মনাশ, (অর্থাৎ কপালস্থিত কর্ম্মের নাশ) হয়, সেই স্থলে, প্রথম অর্থাৎ, কারণ-মাত্র-বিভাগজ-বিভাগ স্বীকৃত হয় †।

* অর্থাৎ শ্যেন ও শৈলের বিভাগ এককর্ম্মজ বিভাগ, মেষদ্বয়ের বিভাগ দ্বয়কর্ম্মজ বিভাগ।

† এস্থলে কপালদ্বয়ের বিভাগ জন্য কপাল ও আকাশের বিভাগ হইয়াছে। কপালদ্বয় প্রথম বিভাগের প্রতি সমবায়িকারণ, সুতরাং উহারা পরম্পরা সম্বন্ধে দ্বিতীয় বিভাগেরও কারণ, অতএব দেখা যাইতেছে যে, দ্বিতীয় বিভাগটী সকারণ কপালদ্বয়ের বিভাগজন্য। এই জন্যই এই বিভাগ কারণমাত্র-বিভাগ জন্য বিভাগের উদাহরণ।

সেই কর্ম্ম দ্বারাই (অর্থাৎ কপালদ্বয় বিভাগ জনক কর্ম্ম দ্বারাই) কেন দেশান্তর বিভাগ (কপালাকাশ বিভাগ) না হয়" একথা বলা যায় না, কারণ, একই কর্ম্মের, আরম্ভকসংযোগ-প্রতিদ্বন্দ্বিবিভাগ-জনকত্ব ও অনারম্ভক-সংযোগ-প্রতিদ্বন্দ্বি-বিভাগ-জনকত্বের বিরোধ আছে *। অন্যথা (যদি তাহা হইত তাহা হইলে) বিকসৎ কমলকোরকের-ভঙ্গ-প্রসঙ্গ হইয়া উঠে †। অতএব যদি ইহা (এই কর্ম্ম) অনারম্ভক সংযোগের প্রতিদ্বন্দ্বী বিভাগ উৎপন্ন করে, তাহা হইলে আরম্ভকসংযোগের প্রতিদ্বন্দ্বী বিভাগ উৎপন্ন করিতে পারে না। (পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে ঘটনাশের পর কপাল বিভাগ দ্বারা কপালাকাশ বিভাগ হয়, এক্ষণে আশঙ্কা এই যে ঐ কপালাকাশবিভাগ ঘটনাশের পূর্ব্বেই কেন না হয়?) "কারণ বিভাগ দ্বারাই দ্রব্যনাশের পূর্ব্বেই কেন দেশান্তর বিভাগ না হয়" একথা বলিতে পারা যায় না; কারণ, দ্রব্য (অবয়বী) বর্ত্তমান থাকিতে আরম্ভক সংযোগ-প্রতিদ্বন্দ্বি-বিভাগ-বিশিষ্ট অবয়বের, দেশান্তরের সহিত বিভাগ হওয়া অসম্ভব। দ্বিতীয় (কারণাকারণ বিভাগ জন্য বিভাগ)— যে স্থলে হস্তের ক্রিয়ার দ্বারা হস্তের সহিত বৃক্ষের বিভাগ হয় সেই স্থলে ঐ বিভাগ হইতেই শরীরেও বিভক্ত (বৃক্ষ হইতে বিভক্ত) এই প্রত্যয় হইয়া থাকে। শরীর ও বৃক্ষের বিভাগ স্থলে হস্তক্রিয়া ব্যধিকরণত্বপ্রযুক্ত ঐ বিভাগের কারণ নহে ‡। অবয়বিকর্ম্ম যাবদবয়ব কর্ম্ম নিয়ত (অর্থাৎ কোন একটী অবয়বীর সমস্ত অবয়বে কর্ম্ম হইলেই ঐ অবয়বীর কর্ম্ম হয় সুতরাং কেবল মাত্র

---

* যে সংযোগ দ্বারা কোন দ্রব্যারম্ভ হয়, তাহাকে আরম্ভক সংযোগ বলে। কপালদ্বয়ের সংযোগে ঘট হয় বলিয়া ঐ সংযোগ আরম্ভক সংযোগ। যে সংযোগে কোন দ্রব্যারম্ভ হয় না তাহার নাম অনারম্ভক সংযোগ, যেমন কপালের সহিত আকাশের সংযোগ। আরম্ভক সংযোগের প্রতিদ্বন্দ্বী অর্থাৎ, তদ্বিরোধী বা তাহার নাশক। সুতরাং পূর্ব্বোক্ত বাক্যে যেহেতু উপন্যস্ত করা হইয়াছে তাহার ফলিতার্থ এই যে, যে কর্ম্ম দ্বারা আরম্ভক সংযোগের নাশক বিভাগ উৎপন্ন হয় সেই কর্ম্ম দ্বারাই অনারম্ভক সংযোগের নাশক বিভাগ উৎপন্ন হইতে পারে না।

† পদ্ম কোরক বিকাস স্থলে পদ্মদল সমূহের অগ্রাবচ্ছেদে অনারম্ভক-সংযোগ-প্রতিদ্বন্দ্বি-বিভাগজনক কর্ম্ম আছে, এক্ষণে যদি সেই কর্ম্ম দ্বারা দলের মূলাবচ্ছেদে যে আরম্ভক সংযোগ আছে তৎপ্রতিদ্বন্দ্বি-বিভাগ উৎপন্ন হয়, তাহা হইলে ঐ আরম্ভক সংযোগ নাশ হইয়া পদ্মেরও নাশ হইতে পারে।

‡ হস্তক্রিয়া হস্তে থাকে, শরীর ও বৃক্ষের বিভাগ শরীর ও বৃক্ষে থাকে, সুতরাং সামানাধিকরণ্য না থাকায় হস্তক্রিয়া শরীর ও বৃক্ষের বিভাগের কারণ নহে।

হস্তক্রিয়া দ্বারা শরীরের ক্রিয়া হইয়াছে একথা স্বীকার করা যায় না,) বলিয়া শরীরে ক্রিয়া নাই, অতএব ঐ স্থলে কারণ ও অকারণের বিভাগ দ্বারা কার্য্যও অকার্য্যের বিভাগ উৎপন্ন হয় *। অতএব বিভাগ একটী স্বতন্ত্র গুণ (ইহা স্বীকার করিতে হইবে); অন্যথা শরীরে "বিভক্ত" এই বুদ্ধি হইতে পারে না। অতএব বিভাগ সংযোগনাশ দ্বারা অন্যথা-সিদ্ধ হয় না † ॥ ১১৬—১২০ ॥

ভাঃ পঃ—পরত্ব ও অপরত্ব দুই প্রকার, দৈশিক ও কালিক। উহারা মূর্ত্ত বস্তুতেই থাকে ‡। মূর্ত্তসংযোগের § বহুত্ব জ্ঞান হইতে ও মূর্ত্তসংযোগের অল্পত্ব জ্ঞান হইতে (দৈশিক) পরত্ব ও অপরত্ব বুদ্ধি হইয়া থাকে ॥ ১২১ ॥ ১২২ ॥

টী—পরত্ব ও অপরত্ব ব্যবহারের নিমিত্ত পরত্ব ও অপরত্ব নিরূপণ করিতেছেন পরত্ব ও ইতি—দৈশিক ইতি—দৈশিক পরত্ব বহুতর মূর্ত্ত-সংযোগান্তরিতত্ব জ্ঞান হইতে উৎপন্ন হয় এবং তাহাব (মূর্ত্তস যোগের) অল্পীয়স্ত্বজ্ঞান হইতে (অপরত্ব) উৎপন্ন হয়। এস্থলে অবধিত্বের নিমিত্ত পঞ্চমীর অপেক্ষা হয়, যেমন পাটলিপুত্র হইতে (এস্থলে পাটলিপুত্র অবধি, উহাতে অবধিত্ব আছে, সেই নিমিত্তই "হইতে" এই পঞ্চমীর অপেক্ষা)

* শরীর-তরু-বিভাগ, হস্ত-তরু-বিভাগ-জন্য, ঐ বিভাগের কারণ তরু ও অকারণ হস্ত। সুতরাং ঐ স্থলে কারণ ও অকারণের বিভাগ দ্বারা কার্য্য (শরীর) ও অকার্য্য (বৃক্ষের) বিভাগ হইল।

† "ঘট পট হইতে বিভক্ত" ইত্যাদি প্রত্যয় অনুভব সিদ্ধ, এক্ষণে যদি বিভাগ সংযোগ-নাশ স্বরূপ হয় তাহা হইলে নাশ সাবধিক নয় বলিয়া ঐ রূপ প্রত্যয়ের অনুপপত্তি হইয়া উঠে; অতএব বিভাগ সংযোগনাশাতিরিক্ত ইহা স্বীকার করিতে হইবে। পূর্ব্বোক্ত স্থলে শরীরে ক্রিয়া নাই, সুতরাং সংযোগ নাশও নাই, হস্তক্রিয়া দ্বারা শরীর সংযোগ নষ্ট হইতে পারেনা, যেহেতু একের ক্রিয়া অপরের সংযোগনাশের কারণ হয়না। অতএব স্বীকার করিতে হইবে যে, হস্ততরু বিভাগ দ্বারা শরীর তরুর বিভাগ হইয়াছে, ঐ বিভাগ দ্বারা শরীর তরুর সংযোগ নষ্ট হইয়াছে। সুতরাং বিভাগ সংযোগ-নাশ স্বরূপ হইলে ঐ স্থলে শরীরে বিভক্ত প্রত্যয় হইতে পারে না।

‡ বিভুদ্রব্যে বিপ্রকৃষ্টদেশমাত্রবৃত্তিত্ব ও সন্নিকৃষ্টদেশমাত্রবৃত্তিত্ববুদ্ধিরূপ নিমিত্ত কারণ ও দিক্‌সংযোগরূপ অসমবায়িকারণের অভাববশতঃ পরাপরত্ব বুদ্ধির উদয় হইতে পারে না ॥ ১২১ ॥

§ *N. B.*—Society Edition এ "মূর্ত্তসংযোগের" পরিবর্ত্তে "সূর্য্যসংযোগ" এই পাঠ আছে।

কাশী অপেক্ষা প্রয়াগ পর (দূরতর)। পাটলিপুত্র হইতে কুরুক্ষেত্র অপেক্ষা প্রয়াগ অপর * (নিকটস্থ) ইতি ॥ ১২১—১২২ ॥

ভাঃ পঃ—এই দুইটীর আশ্রয়ে যে দিক্‌সংযোগ, তাহা উহাদের অসমবায়ি কারণ। দিবাকরের ক্রিয়ার ভূয়স্ত্বজ্ঞান হইতে পরত্ব (কালিক পরত্ব) ও তাহার অল্পত্ববুদ্ধি হইতে অপরত্ব (কালিক অপরত্ব) উৎপন্ন হয়, কাল ও পিণ্ডের সংযোগ ইহাদের অসমবায়ি কারণ † ॥ ১২৩ ॥ ১২৪ ॥

টী—এই দুইটীর অর্থাৎ, দৈশিক পরত্ব ও অপরত্বের। অসমবায়ী অর্থাৎ অসমবায়ি কারণ। (ভাবকার্য্য মাত্রই কারণ ত্রয় জন্য এই নিমিত্ত দৈশিক পরত্ব ও অপরত্বের নিমিত্ত কারণ বলিয়া এক্ষণে অসমবায়ি কারণ বলিলেন) তদাশ্রয়ে অর্থাৎ দৈশিক পরত্ব ও অপরত্বের আশ্রয়ে।

দিবাকর ইত্যাদি—এস্থলে কালিক পরত্ব ও অপরত্ব গ্রহণ করিতে হইবে। যাহার সূর্য্যক্রিয়া সম্বন্ধ অপেক্ষা যাহার সূর্য্যক্রিয়া সম্বন্ধ অধিক সে জ্যেষ্ঠ, যাহার অল্প সে কনিষ্ঠ। কালিক পরত্ব ও অপরত্ব জন্য দ্রব্যেই থাকে। ইহাদের অর্থাৎ, কালিক পরত্ব ও অপরত্বের ॥ ১২৩ ॥ ১২৪ ॥

ভাঃ পঃ—অপেক্ষা বুদ্ধির নাশ হইলেই (অর্থাৎ স্বনিমিত্ত কারণ বিপ্রকৃষ্টত্বাদি বুদ্ধির নাশ হইলেই) তাহাদের নাশ হইয়া থাকে। পূর্ব্বেই বুদ্ধিরপ্রকার সকল প্রায়শঃ উক্ত হইয়াছে ॥ ১২৫ ॥

টী—তাহাদের অর্থাৎ, কালিক ও দৈশিক পরত্ব, অপরত্বের। অবসর প্রাপ্ত বুদ্ধির নিরূপণ করিতেছেন। বুদ্ধি ইত্যাদি।

ভাঃ পঃ—এক্ষণে অবশিষ্ট প্রকার প্রদর্শিত হইতেছে। অপ্রমা (অযথার্থ জ্ঞান) ও প্রমা (যথার্থ জ্ঞান) ভেদে জ্ঞান দুই প্রকার ॥ ১২৬ ॥

* পাটলিপুত্র ও কাশীর মধ্যে যে মূর্ত্তসংযোগ আছে তাহা অপেক্ষা পাটলিপুত্র ও প্রয়াগের মধ্যে অধিকতর মূর্ত্তসংযোগ আছে, এই নিমিত্তই পাটলিপুত্র হইতে কাশী অপেক্ষা প্রয়াগ পর হইল।

† কালিক পরত্ব ও অপরত্বের আশ্রয় যে শরীরাদি রূপ পিণ্ড, তাহাতে কালের যে সংযোগ তাহা কালিক পরত্ব ও অপরত্বের অসমবায়ি কারণ। ইহা দ্বারা শরীরাদি পিণ্ড যে তাদৃশ পরত্ব ও অপরত্বের সমবায়ি কারণ তাহা উক্ত হইল।

তচ্ছূন্যে তদ্বুদ্ধির নাম অপ্রমা (যেমন সর্পত্ব-শূন্যে, অসর্পভূত বস্তুতে সর্পত্ব-বুদ্ধির নাম অপ্রমা বা ভ্রমাত্মক জ্ঞান)। বিপর্য্যাস ও সংশয় তাহার প্রপঞ্চ (প্রকার) স্বরূপ পরিকীর্ত্তিত ॥ ১২৭ ॥

টী—তাহার মধ্যে অপ্রমা নিরূপণ করিতেছেন, তচ্ছূন্য ইত্যাদি। তদভাববিশিষ্ট বস্তুতে তৎপ্রকার জ্ঞানের নাম ভ্রম। তাহার প্রপঞ্চ, অর্থাৎ, অপ্রমার প্রপঞ্চ ॥ ১২৫ ॥ ১২৬ ॥ ১২৭ ॥

ভাঃ পঃ—দেহে আত্মবুদ্ধি (দেহকে আত্মা বলিয়া নিশ্চয়) ও শঙ্খাদিতে পীতত্বনিশ্চয়াত্মক জ্ঞানই আদ্য (অর্থাৎ বিপর্য্যাস)। এক্ষণে সংশয় প্রদর্শিত হইতেছে ॥ ১২৮ ॥

টী—আদ্য অর্থাৎ বিপর্য্যস। আমি "গৌর" ইত্যাকারক, শরীরাদিতে যে আত্মত্বপ্রকারক নিশ্চয়াত্মক জ্ঞান এবং শঙ্খাদিতে "শঙ্খ পীত বর্ণ" ইত্যাকারক যে নিশ্চয়াত্মক জ্ঞান তাহাকে ভ্রম বলে।

ভাঃ পঃ—মনুষ্য বা স্থাণু (শাখাদি শূন্য বৃক্ষ স্কন্ধ) ইত্যাদি বিতর্ক বুদ্ধির নাম সংশয়। তদভাবের অপ্রকার ও তৎপ্রকারক যে বুদ্ধি তাহাকে নিশ্চয় বলে ॥ ১২৯ ॥

টী—(মূলস্থ) কিংস্বিৎ এই পদের অর্থ বিতর্ক। নিশ্চয়ের লক্ষণ বলিতেছেন তদভাবের ইত্যাদি; অর্থাৎ, তদভাবের অপ্রকারক, তৎপ্রকারক জ্ঞান নিশ্চয় *।

* যেমন ঘটাভাবের অপ্রকারক, ঘটপ্রকারক জ্ঞান, নিশ্চয় জ্ঞান। সংশয় স্থলে তদভাবেরও জ্ঞানাংশে প্রকারতা থাকে, এই নিমিত্ত তদভাবের অপ্রকারক এই কথা বলিতে হইল। বস্তুতস্ত তদ্বিশেষ্যকত্বাবচ্ছিন্ন যে তদভাব প্রকারতা, তচ্ছূন্য যে তদ্বিশেষ্যকত্বাবচ্ছিন্ন তৎপ্রকারকত্ব, তাহা যে জ্ঞানে আছে সেই জ্ঞানত্বই নিশ্চয়ত্ব। "পর্ব্বত বহ্নিমান্" এই জ্ঞানে পর্ব্বত বিশেষ্য ও বহ্নি বিশেষণ। সুতরাং ঐ জ্ঞানের পর্ব্বতবিশেষ্যকত্ব ও বহ্নি-প্রকারকত্ব আছে, অথচ উহাতে বহ্ন্যভাবের প্রকারতা নাই, [যদি "পর্ব্বত বহ্নিমান্ নবা" এইরূপ জ্ঞান হইত, তাহা হইলে সে জ্ঞানে বহ্নি ও বহ্ন্যভাব উভয়ই প্রকার হইত] সুতরাং ঐ জ্ঞানে পর্ব্বতবিশেষ্যকত্বাবচ্ছিন্ন বহ্ন্যভাবপ্রকারতাশূন্য, পর্ব্বতবিশেষ্যকত্বাবচ্ছিন্ন বহ্নি-প্রকারকত্ব আছে, সুতরাং "পর্ব্বত বহ্নিমান্" এই জ্ঞানটী নিশ্চয় জ্ঞান। পূর্ব্বোক্ত লক্ষণ না করিলে "এই মহানস বহ্নিমান্ ন বা ও পর্ব্বত বহ্নিমান্" এই সমূহালম্বন জ্ঞান স্থলে, পর্ব্বতাংশে বহ্নির নিশ্চয়াত্মক জ্ঞানের অসম্ভব হইয়া উঠে, কারণ ঐ জ্ঞানে বহ্নি ও বহ্ন্যভাব এই উভয়েরই প্রকারতা আছে। মূলোক্ত লক্ষণে "জ্ঞান" এই পদটী ইচ্ছাতে অতিব্যাপ্তি বারণের নিমিত্ত প্রযুক্ত হইয়াছে ॥ ১২৮ ॥ ১২৯ ॥

ভাঃ পঃ—একত্র (একধর্ম্মীতে) ভাব ও অভাবের বুদ্ধির নাম সংশয়। সাধারণাদি ধর্ম্মের জ্ঞান সংশয়ের কারণ ॥ ১৩০ ॥

টী—অর্থাৎ, একধর্ম্মিক বিরুদ্ধ-ভাবাভাব-প্রকারক জ্ঞানের নাম সংশয় †। সাধারণ ইত্যাদিঃ—উভয় সাধারণ যে ধর্ম্ম তাহার জ্ঞান সংশয়ের কারণ, যেমন কোন ব্যক্তি "উচ্চৈস্তরত্ব" (উচ্চত্ব) এই ধর্ম্মটী স্থাণু ও পুরুষ সাধারণ জানিয়া ইহা স্থাণু বা অন্য কিছু এইরূপ সন্দেহ করেন। এইরূপ অসাধারণ ধর্ম্মজ্ঞান ও (সংশয়ের প্রতি) কারণ, যেমন শব্দত্ব নিত্য ও অনিত্য এই উভয় বস্তু হইতেই ব্যাবৃত্ত এইরূপে শব্দে গৃহীত হইয়াছে বলিয়া, শব্দ নিত্য অথবা অনিত্য এইরূপ সন্দেহ হইয়া থাকে *। শব্দ নিত্য অথবা অনিত্য এইরূপ বিরোধি বাক্যের নাম বিপ্রতিপত্তি। উহা সংশয়ের কারণ নহে, কারণ, শব্দ ও ব্যাপ্তি জ্ঞানাদির কেবল মাত্র নিশ্চয় জ্ঞান উৎপন্ন করাই স্বভাব †। কিন্তু সেস্থলে শব্দ দ্বারা কোটিদ্বয়ের জ্ঞান উৎপন্ন হয়, তাহার পর সংশয় মানসজ্ঞান হয় ‡। এইরূপ জ্ঞানে প্রামাণ্যসংশয় বশতঃ বিষয়ের সংশয় হয় (জ্ঞান প্রমা কি না এইরূপ সন্দেহ হইলে জ্ঞানের বিষয়েও সন্দেহ হয়)। এইরূপ ব্যাপ্যের সংশয় হইতেও ব্যাপকের সংশয় হয় ইত্যাদি বুঝিতে হইবে। কিন্তু সংশয় স্থলে (সংশয় মাত্রেরই প্রতি) ধর্ম্মীর জ্ঞান বা ধর্ম্মীর সহিত ইন্দ্রিয়ের সন্নিকর্ষ কারণ § ॥ ১৩০ ॥

ভাঃ পঃ—দোষ অপ্রমার (অযথার্থ জ্ঞানের) জনক ও গুণ প্রমার জনক। পিত্ত, দূরত্ব ইত্যাদি দোষ নানাপ্রকার ॥ ১৩১ ॥

---

† ইহা স্থাণু অথবা অন্য কিছু এই সংশয় স্থলে, "ইহা" এই পদোপলক্ষিত "ধর্ম্মী" অর্থাৎ, বস্তুতে স্থাণুত্ব ও স্থাণুত্বাভাব প্রকারক জ্ঞান হয়, অতএব উহা সংশয় জ্ঞান।

* শব্দত্ব নিত্য বলিয়া নিশ্চিত গগনাদি পদার্থে নাই ও অনিত্য বলিয়া নিশ্চিত ঘটাদিতেও নাই সুতরাং উহা নিত্য ও অনিত্য এই উভয় বস্তু হইতেই ব্যাবৃত্ত, অথচ উহা শব্দে আছে, সুতরাং শব্দ নিত্য বা অনিত্য এইরূপ সন্দেহ হয়।

† অতএব শব্দাত্মক বলিয়া বিপ্রতিপত্তি বাক্যজ্ঞান হইতে সংশয় উৎপন্ন হয় না।

‡ বিরুদ্ধ কোটিদ্বয়োপস্থাপক শব্দের নাম বিপ্রতিপত্তি, বিপ্রতিপত্তি স্থলে শব্দ জন্য কোটিদ্বয় স্মরণানন্তর সংশয়ের মানসজ্ঞান হয়, সুতরাং পরম্পরা সম্বন্ধে বিপ্রতিপত্তিরও সংশয় জনকতা আছে।

§ সংশয়ের সাধারণ কারণ বলিয়া উহাদের সংশয়ের কারণের মধ্যে পৃথক্ উল্লেখ হইল না।

টী—দোষ ইত্যাদি। অপ্রমার প্রতি দোষ কারণ ও প্রমার প্রতি গুণ কারণ। দোষ, পিত্তাদিরূপ; ইহাদের কোন অনুগত ধর্ম্ম নির্দ্দেশ করিতে পারা যায় না ও ইহাদের কারণতা (অপ্রমার প্রতি) অন্বয় ও ব্যতিরেক দ্বারা সিদ্ধ। গুণের প্রমাজনকতা অনুমান দ্বারা সিদ্ধ, যেমন প্রমা, জ্ঞানের সামান্য কারণ ভিন্ন অন্য কারণ জন্য, কারণ, উহা জন্য জ্ঞান; যেমন অপ্রমা *। দোষাভাবই কারণ হউক (প্রমা স্থলে), একথা বলা যায় না; কারণ, (তাহা হইলে) "শঙ্খ পীত" এই জ্ঞান স্থলে পিত্ত রূপ দোষ বিদ্যমান থাকা প্রযুক্ত শঙ্খ বিষয়ক প্রমা জ্ঞানের ও অনুৎপত্তির প্রসঙ্গ হইয়া উঠে †। (প্রমা স্থলে দোষাভাব কারণ, বা গুণ কারণ, তদ্বিষয়ে) বিনিগমনার অভাব আছে, আর, অনন্ত দোষাভাবের কারণতা স্বীকার অপেক্ষা গুণের কারণতা স্বীকারই ন্যায্য। "গুণ সত্ত্বে (চক্ষুঃসংযোগাদি প্রত্যক্ষ-নিষ্ঠ গুণ সত্ত্বেও) পিত্ত দ্বারা প্রতিবন্ধ বশতঃ ("শঙ্খ পীত" ইত্যাদি স্থলে) শঙ্খে শ্বৈত্য জ্ঞান হয় না, অতএব পিত্তাদি দোষের অভাবের কারণত্ব অবশ্যই স্বীকার্য্য, সুতরাং আর গুণের হেতুত্বকল্পনের প্রয়োজন কি "একথা বলা যাইতে পারে না, কারণ, তথাপি (দোষাভাব সত্ত্বেও) অন্বয় ব্যতিরেক দ্বারা গুণের হেতুত্ব সিদ্ধ হইয়া থাকে ‡। (আর যদি অন্বয় ব্যতিরেক দ্বারা কারণত্বসত্ত্বেও গুণের অন্যথা-সিদ্ধত্ব হয়, তাহা হইলে) অপ্রমার প্রতি গুণাভাব কারণ (দোষ নহে) ইহাও বেশ বলা যাইতে পারে। কাহারা দোষ এই আশঙ্কায় বলিতেছেন পিত্ত ইত্যাদি—কোন স্থলে পীতাদিভ্রমে পিত্ত, দোষ। কোন স্থলে চন্দ্রাদির স্বল্পপরিমাণ ভ্রমে দূরত্ব, দোষ। কোন স্থলে বংশে

* চক্ষুঃসংযোগাদি জ্ঞানের সাধারণ কারণ সর্ব্বত্র বিদ্যমান থাকিলেও কোন জ্ঞান প্রমা হয় ও কোন জ্ঞান অপ্রমা হয়, অতএব বলিতে হইবে যে জ্ঞানের প্রমাত্ব ও অপ্রমাত্ব, জ্ঞানের সাধারণ কারণ হইতে অতিরিক্ত কারণ জন্য।

† "শঙ্খ পীত" এই জ্ঞানে শঙ্খাংশে প্রমাত্ব স্বীকার করিতে হইবে, কিন্তু যদি দোষাভাব সর্ব্বস্থলে প্রমার কারণ হয়, তাহা হইলে দোষাভাব বশতঃ শঙ্খাংশে ও প্রমা জ্ঞানের অনুপপত্তি হইয়া উঠে।

‡ পিত্তাদি দোষাভাব থাকিলেও বিশেষণবৎ বিশেষ্যসন্নিকর্ষ রূপ গুণাভাব বশতঃ শঙ্খে পীতত্ব বুদ্ধি প্রমা হইতে পারে না, অতএব দোষাভাব দ্বারা গুণ অন্যথাসিদ্ধ বলিতে পারা যায় না—দিঃ কঃ।

সর্প ভ্রমে ভেকবসা কল্পিত অঞ্জন, দোষ, এইরূপে দোষ সকল অননুগত হইয়াই ভ্রান্তিজনক হয় ॥ ১৩১ ॥

ভাঃ পঃ—প্রত্যক্ষ স্থলে বিশেষণ বিশিষ্ট বিশেষ্যের সহিত (ইন্দ্রিয়) সন্নিকর্ষ, গুণ। অনুমিতি স্থলে সাধ্যবিশিষ্ট পক্ষে পরামর্শ, গুণ। উপমিতি স্থলে শক্যে সাদৃশ্য বুদ্ধিগুণ ॥ ১৩২ ॥ ১৩৩ ॥ শাব্দবোধ স্থলে যোগ্যতা অথবা তাৎপর্য্যের প্রমা, গুণ হয়। এস্থলে প্রমা শব্দের অর্থ ভ্রম ভিন্ন জ্ঞান ॥ ১৩৪ ॥ অথবা তৎপ্রকারক হইয়া তদ্বিশেষ্যক যে জ্ঞান তাহার নাম প্রমা। নির্বিকল্পক জ্ঞান প্রমা ও নহে, ভ্রম ও নহে ॥ ১৩৫ ॥ কারণ, উহা প্রকারতাদিশূন্য ও সম্বন্ধের অনবগাহি। প্রমাত্ব স্বতঃ গ্রাহ্য নহে, যেহেতু তাহাহইলে সংশয়ের অনুপপত্তি হয় ॥ ১৩৬ ॥

টী—কাহারা গুণ এই আশঙ্কায় প্রত্যক্ষাদি স্থলে যথাক্রমে গুণ দেখাইতেছেন প্রত্যক্ষ ইত্যাদি। প্রত্যক্ষ স্থলে বিশেষণ বিশিষ্ট বিশেষ্যের সন্নিকর্ষ গুণ। অনুমিতি স্থলে সাধ্যবিশিষ্টে সাধ্যব্যাপ্যের সম্বন্ধজ্ঞান, গুণ। এইরূপ অগ্রেও বুঝিতে হইবে। প্রমানিরূপণ করিতেছেন "ভ্রমভিন্ন ইত্যাদি"। (যদি ভ্রম ভিন্ন জ্ঞান প্রমা হয় তাহা হইলে) যে স্থলে শুক্তি ও রৌপ্য এই দুই বস্তু সম্বন্ধে "এই দুইটী রৌপ্যখণ্ড" এইরূপ জ্ঞান হইয়াছে, সেস্থলে রজতাংশেও প্রমা জ্ঞান না হউক, কারণ, ঐ জ্ঞান ভ্রম- ভিন্ন * নহে, এই জন্য বলিতেছেন অথবা ইত্যাদি। অর্থাৎ তদ্বৎ-বিশেষ্যক হইয়া তৎপ্রকারক জ্ঞানই প্রমা †।

* শুক্তিতে রজত জ্ঞানাংশ ভ্রম, ঐ ভ্রম ঐ জ্ঞানের অন্তর্ভূত, সুতরাং ভ্রম ভিন্ন নয় বলিয়া রজতাংশের রজত জ্ঞান ও প্রমা না হউক এই আশঙ্কা নিবারণার্থ প্রমার অন্য প্রকার লক্ষণ করিতেছেন অথবা ইত্যাদি।

† অর্থাৎ ঘটত্বাদিবৎ-(ঘট)-বিশেষ্যক ঘটত্বাদি-প্রকারক জ্ঞান প্রমা জ্ঞান। যদি বস্তুতঃ ঘটকে 'ঘট' বলিয়া জানা যায় তাহাহইলে ঐ জ্ঞানের বিশেষ্য ঘট, উহা 'ঘটত্ব' বিশিষ্ট। আবার ঐ জ্ঞানে 'ঘটত্ব' প্রকার। সুতরাং এস্থলে জ্ঞানটী 'ঘটত্ববৎ'-বিশেষ্যক ও 'ঘটত্ব'-প্রকারক হইতেছে। সুতরাং লক্ষণানুসারে উহা প্রমাজ্ঞান। যে স্থলে ভ্রমবশতঃ ধূলিপটলকে ধূম বলিয়া জ্ঞান হয়, সেস্থলে 'ধূলিপটল' জ্ঞানের বিশেষ্য ও 'ধূমত্ব' প্রকার। সুতরাং উহা ধূলিপটলত্ববৎ-বিশেষ্যক ও ধূমত্ব-প্রকারক। অতএব উহা তদ্বৎবিশেষ্যক তৎপ্রকারক হয় নাই বলিয়া অপ্রমা জ্ঞান।

(আশঙ্কা) এইরূপ লক্ষণ করিলে "স্মৃতিরও প্রমাত্ব হইয়া উঠে। যদি বল তাহাতে (দোষ) কি?, (তাহাতে বক্তব্য এই যে) তাহা হইলে তাহার (স্মৃতির) করণেরও প্রমাণান্তরত্ব হইয়া উঠে"* একথা বলিতে পারা যায় না, কারণ, যথার্থ যে অনুভব তাহারই করণ (যথার্থ স্মৃতির করণ নহে) প্রমাণ রূপে বিবক্ষিত হইয়াছে। ইহা বুঝিতে হইবে যে, যে সম্বন্ধে যদ্বত্তা, সেই সম্বন্ধেই তদ্বৎবিশেষ্যকত্ব ও সেই সম্বন্ধেই তৎপ্রকারকত্ব বলিতে হইবে। সেইহেতু কপালাদিতে সংযোগাদি সম্বন্ধে ঘটাদি জ্ঞানে (প্রমা লক্ষণের) অতিব্যাপ্তি হইল না †। এইরূপ হইলে (তৎ-প্রকারকত্বে প্রমাত্ব ঘটকতা থাকিলে) নির্ব্বিকল্পকজ্ঞান প্রমা হইতে পারে না। কারণ উহার সপ্রকারত্বক নাই। এই নিমিত্ত বলিতেছেন নপ্রমা (যাহা প্রমা নয়) ইত্যাদি।

যদিবল বৃক্ষে কপিসংযোগ জ্ঞান ভ্রম ও প্রমা উভয়ই হউক একথা বলা যায় না; কারণ প্রতিযোগিব্যধিকরণ যে কপিসংযোগাভাব, তাহার অধিকরণে যে সংযোগ জ্ঞান, সেই জ্ঞানই ভ্রম। যদিবল তাহা হইলে বৃক্ষে কপিসংযোগাভাবাবচ্ছেদে [যে অংশে কপিসংযোগাভাব আছে তদবচ্ছেদে) সংযোগজ্ঞান ভ্রম না হউক, কারণ, ঐ সংযোগাভাব প্রতিযোগিসমানাধি-করণ, একথা বলা যাইতে পারে না; কারণ, সেস্থলে সংযোগাভাবাবচ্ছেদে সংযোগজ্ঞান ভ্রম। (যদিবল তাহা হইলে লক্ষণের,

* পূর্ব্বোক্ত লক্ষণানুসারে স্মৃতিও প্রমা হয়, সুতরাং স্মৃতির করণ সংস্কারাদি প্রমাণ হইয়া উঠে এই আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন।

† কপালে সমবায় সম্বন্ধে ঘট আছে, সংযোগাদি সম্বন্ধে নাই। সুতরাং কপাল, সংযোগসম্বন্ধে ঘটবিশিষ্ট এই জ্ঞান অপ্রমা বলিতে হইবে। কিন্তু যদি কেবল তদ্বৎবিশেষ্যক তৎপ্রকারক জ্ঞান প্রমা হয়, তাহা হইলে ঐ জ্ঞান সমবায়সম্বন্ধে ঘটবৎবিশেষ্যক ও ঘটপ্রকারক বলিয়া প্রমা জ্ঞান হইতে পারে, অতএব সম্বন্ধ নিবেশ আবশ্যক হইল। এস্থলে সমবায় সম্বন্ধে কপালে ঘটবত্তা আছে, কিন্তু সংযোগসম্বন্ধে নাই। সুতরাং জ্ঞানে সংযোগসম্বন্ধে ঘটবৎ-বিশেষ্যকত্ব ও সংযোগসম্বন্ধে ঘটপ্রকারকত্ব নাই বলিয়া পূর্ব্বোক্ত জ্ঞানটী অপ্রমা হইল

অর্থাৎ ভ্রমলক্ষণের) অননুগম হইল, তাহাতে বক্তব্য এই যে] লক্ষ্য (ভ্রম) অননুগত বলিয়া লক্ষণের অননুগমেও ক্ষতি নাই ‡।

---

‡ বৃক্ষে কপিসংযোগ ও কপিসংযোগাভাব উভয়ই আছে, সুতরাং "বৃক্ষ কপিসংযোগী" এই জ্ঞান ভ্রম ও প্রমা উভয়ই হউক ইহাই আপত্তি। তাহাতে গ্রন্থকার বলেন যে প্রতিযোগিব্যধিকরণ যে কপিসংযোগাভাব, তদধিকরণে যে কপিসংযোগের জ্ঞান তাহাই ভ্রম। সুতরাং বৃক্ষস্থ কপিসংযোগাভাব প্রতিযোগিব্যধিকরণ নয় বলিয়া তাদৃশ সংযোগাভাববিশিষ্ট বৃক্ষে সংযোগ জ্ঞান ভ্রম হইতে পারিল না। কিন্তু ঐরূপ ভ্রম লক্ষণে আবার কপিসংযোগাভাবাবচ্ছেদে কপিসংযোগ জ্ঞান ভ্রম হইতে পারিল না। তজ্জন্য সংযোগাভাবাবচ্ছেদে সংযোগজ্ঞানের ভ্রমত্ব স্বীকার করিতে হইল ও লক্ষ্য (thing to be defind) অননুগত বলিয়া লক্ষণের অননুগম দোষের পরিহার করা হইল।

প্রমাত্ব ইত্যাদি। মীমাংসকেরা প্রমাত্বকে স্বতোগ্রাহ্য বলিয়া থাকেন *। তাঁহাদের মধ্যে গুরুদিগের মতে জ্ঞান স্বপ্রকাশ † বলিয়া জ্ঞান দ্বারাই জ্ঞান-প্রামাণ্য গৃহীত হইয়া থাকে। (ইঁহাদের মতে জ্ঞান ও তাহার প্রামাণ্য উভয়ই প্রত্যক্ষসিদ্ধ)। ভট্টদিগের মতে জ্ঞান অতীন্দ্রিয় পদার্থ, জ্ঞানজন্য জ্ঞাততা প্রত্যক্ষসিদ্ধ। সেই জ্ঞাততা দ্বারা জ্ঞানের অনুমান হয় ‡। মুরারি মিশ্রের মতে অনুব্যবসায় দ্বারা জ্ঞানের গ্রহ হইয়া থাকে §। সকলকারই মতে জ্ঞানবিষয়ক জ্ঞান দ্বারা সেই জ্ঞানের প্রামাণ্যেরও জ্ঞান হইয়া থাকে। যেহেতু জ্ঞান বিষয়নিরূপ্য, সুতরাং জ্ঞানের জ্ঞান দ্বারা বিষয়েরও জ্ঞান হইয়া থাকে ‖। এই মতকে দূষিতেছেন স্বতোগ্রাহ্য নহে। সংশয় ইত্যাদি—যদি জ্ঞানের প্রামাণ্য স্বতই গ্রাহ্য হয় তাহা হইলে অনভ্যাসদশাপন্ন জ্ঞানে সংশয় হইতে

* অর্থাৎ কোন জ্ঞানকালীন ঐ জ্ঞানের যাথার্থ্যও তৎসমকালে গৃহীত হইয়া থাকে। স্বতোগ্রাহ্য, অর্থাৎ স্বাশ্রয়-সামগ্রী-বেদ্য। স্বপদে প্রমাত্ব, তাহার আশ্রয় জ্ঞান, তাহার সামগ্রী চক্ষুঃ-সংযোগাদি, তাহার দ্বারা বেদ্য; অর্থাৎ জ্ঞানকালে জ্ঞানজনক সামগ্রী দ্বারাই সেই জ্ঞানের প্রামাণ্যগ্রহ হইয়া থাকে।

† স্বপ্রকাশ অর্থাৎ স্ববিষয়ক। অর্থাৎ, কোন জ্ঞানের প্রকাশের (জ্ঞানের) জন্য জ্ঞানান্তরের অপেক্ষা নাই। গুরুদিগের মতে "ইহা ঘট" এই জ্ঞানের আকার "আমি ঘট জানিতেছি"। সকল জ্ঞানই এইরূপ "অহং জানামি" ঘটিত, সুতরাং জ্ঞানসমকালীনই জ্ঞানের জ্ঞান বা প্রকাশ হইয়া থাকে। গুরু, ভট্ট ও প্রভাকর ভেদে মীমাংসকদিগের তিন সম্প্রদায় আছে।

‡ ইঁহাদিগের মতে ঘটাদির জ্ঞানানন্তর তৎতৎ পদার্থে "জ্ঞাততা" জন্মে, অর্থাৎ "ঘটাদি জ্ঞাত" এই রূপ বোধ হয়। সেই জ্ঞাততা মূলক অনুমান দ্বারা জ্ঞান সিদ্ধ হয়। অনুমানের প্রণালী এইরূপঃ—এই "জ্ঞাততা" ঘটবিশেষ্যক ঘটত্ব-প্রকারক জ্ঞান জন্য, যেহেতু ইহা ঘটবৃত্তি ঘটত্ব-প্রকারিকা জ্ঞাততা। ইহাই সাধারণ নিয়ম যে, যে জ্ঞাততা যদ্বৃত্তি হইয়া যৎপ্রকারিকা হয়, সেই জ্ঞাততা তদ্বিশেষ্যক-তৎপ্রকারক-জ্ঞান-জন্য হয়।

§ অর্থাৎ জ্ঞানানন্তর ঐ জ্ঞানের মানস প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে, ঐ প্রত্যক্ষের নাম অনুব্যবসায়। অনুব্যবসায় দ্বারা জ্ঞানের প্রামাণ্য গ্রহ হয়। "ঘট" জ্ঞানানন্তর "ঘটজ্ঞানবানহং" এইরূপ জ্ঞান হয়। ইহার নাম অনুব্যবসায়।

‖ যদি বল জ্ঞানের যে জ্ঞান তাহা জ্ঞানের বিষয় ঘটাদিকে বিষয় করে না, তবে কিরূপে উহা বিষয়-ঘটিত প্রামাণ্যকে বিষয় করিবে? মনে করুন আপনি ঘটের জ্ঞান করিলেন, ঐ জ্ঞানের বিষয় ঘট। কিন্তু যখন ঐ "ঘট জ্ঞানের" জ্ঞান করিবেন, তখন ঐ দ্বিতীয় জ্ঞানের বিষয় ঘটাদি নয় বলিয়া কিরূপে ঐ জ্ঞান দ্বারা ঘটাদি বিষয় বিষয়ক প্রামাণ্যের জ্ঞান হইবে? ইহাই আশঙ্কা। তাহার জন্যই বলিতেছেন যে জ্ঞান বিষয়নিরূপ্য, অর্থাৎ জ্ঞানমাত্রই বিষয়াবিষয়ক প্রত্যক্ষের অবিষয়, অর্থাৎ ঘটজ্ঞান ঘটাবিষয়ক প্রত্যক্ষের অবিষয়, ও পটজ্ঞান পটাবিষয়ক প্রত্যক্ষের অবিষয়।

পারে না *। সে স্থলে যদি জ্ঞান (জ্ঞাত) হইয়া থাকে তবে তোমার মতে তাহার প্রামাণ্যেরও জ্ঞান হইয়াছে, সুতরাং সংশয় হইতে পারে না। আর যদি জ্ঞান 'জ্ঞাত' না হইয়া থাকে তাহা হইলে ধর্ম্মিজ্ঞানের অভাব-বশতঃ কেমন করিয়া সংশয় হইবে? [এস্থলে 'জ্ঞানই' ধর্ম্মী, সুতরাং ধর্ম্মীই যখন অজ্ঞাত, তখন সংশয় কেমন করিয়া হইবে?]। অতএব (বলিতে হইবে) যে জ্ঞানের প্রামাণ্য অনুমেয়। যেমন "এই জ্ঞানটী প্রমা, যেহেতু ইহা সংবাদি†প্রবৃত্তির জনক, যাহা এরূপ নহে, তাহা এরূপ নহে, (অর্থাৎ যাহা প্রমা নহে তাহা সংবাদিপ্রবৃত্তিজনক নহে,) যেমন অপ্রমা। এই পৃথিবীত্ব-প্রকারক জ্ঞান প্রমা, কারণ, গন্ধবৎ-পদার্থেই পৃথিবীত্ব-প্রকারকত্ব জ্ঞান হইয়াছে। এই জল জ্ঞান প্রমা, কারণ, এস্থলে স্নেহবৎ-পদার্থে জলত্বপ্রকারক জ্ঞান হইয়াছে। যদি বল (গন্ধবানে পৃথিবীত্ব-প্রকারকত্ব স্থলে) হেতু জ্ঞান কেমন করিয়া হইল; তাহাতে বক্তব্য এই যে, পৃথিবীত্বপ্রকারকত্ব স্বতঃগ্রাহ্য বলিয়া সেস্থলে গন্ধের জ্ঞান নিবন্ধন গন্ধবদ্‌বিশেষ্যকত্বেরও জ্ঞান অনায়াসে হইতে পারে। কিন্তু সংশয়ানুরোধ-হেতু তৎপ্রকারকত্বাবচ্ছিন্ন তদ্বিশেষ্যকত্বের জ্ঞান স্বীকার করা যায় না ‡।

---

* অনভ্যাসদশাপন্ন জ্ঞান, অর্থাৎ অনবধৃত-প্রামাণ্য-সজাতীয় জ্ঞান, অর্থাৎ যে জ্ঞানের প্রামাণ্য নিশ্চয় হয় নাই সেই শ্রেণীর জ্ঞান। অভ্যাস শব্দের অর্থাৎ আবৃত্তি (repetition), সুতরাং অভ্যাসদশাপন্ন জ্ঞান শব্দে যে জ্ঞান পুনঃপুনঃ উদিত হইয়াছে, সুতরাং যাহার প্রামাণ্যাবধারণের অবকাশ আছে। যাহা তাদৃশ জ্ঞান নহে তাহাই অনভ্যাসদশাপন্ন জ্ঞান। অন্ততঃ দিনকরী উহার এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। এসিয়াটিক সোসাইটীর সংস্করণে অনভ্যাসদশোৎপন্ন এইরূপ পাঠ আছে, তাহার অর্থও দিনকরীকৃত অর্থের অনুরূপ।

† যদি কোন ব্যক্তি বহ্নিজ্ঞানে বহ্ন্যানয়নে প্রবৃত্ত হয় ও সেই প্রবৃত্তি যদি চরিতার্থ হয়, তাহা হইলে ঐ প্রবৃত্তিকে সংবাদিপ্রবৃত্তি বলে, যদি বহ্নিবোধে বহ্ন্যানয়নে প্রবৃত্ত ব্যক্তি বহ্নি না পায় তাহা হইলে ঐ প্রবৃত্তিকে বিসংবাদি প্রবৃত্তি বলে।

‡ পৃথিবীত্বপ্রকারক জ্ঞানের প্রমাত্ব সাধনের নিমিত্ত "গন্ধবিশিষ্টে পৃথিবীত্ব প্রকারক-জ্ঞানত্ব" হেতু রূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। এক্ষণে ঐ হেতুর জ্ঞান কিরূপে হইবে এই আশঙ্কায় গ্রন্থকার বলিতেছেন যে, "পৃথিবীত্ব প্রকারকত্ব" স্বতোগ্রাহ্য, অর্থাৎ চক্ষুঃসংযোগাদি দ্বারা "ইহা পৃথিবী" এই রূপ জ্ঞান হইতে পারে। তাদৃশ জ্ঞানে "পৃথিবীত্ব" প্রকার বলিয়া তাহাতে "পৃথিবীত্বপ্রকারকত্ব" আছে। এক্ষণে যদি সেস্থলে গন্ধের জ্ঞান হয়, অর্থাৎ, ইহা গন্ধবতী, এইরূপ জ্ঞান হয়, তাহা হইলে গন্ধবদ্‌বিশেষ্যকত্বের জ্ঞানও অনায়াসে হইতে পারে। [গন্ধবৎ কোন পদার্থ যে জ্ঞানে বিশেষ্য, সেই জ্ঞান গন্ধবদ্‌বিশেষ্যক, তাহাতে গন্ধবদ্‌বিশেষ্য-কত্ব আছে]। সুতরাং গন্ধবান্ কোন পদার্থে পৃথিবীত্বপ্রকারকজ্ঞানত্ব রূপ হেতু সিদ্ধ হইল।

[এক্ষণে মীমাংসকমতের উপন্যাস করিতেছেন, মীমাংসকেরা অন্যথা-খ্যাতি বা ভ্রম স্বীকার করেন না]। যদি বল সকল জ্ঞানই যথার্থ বলিয়া প্রমালক্ষণে (অথবা তৎপ্রকারকং যজ্জ্ঞানং তদ্বদ্‌বিশেষ্যকং) "তদ্বদবিশেষ্যকত্ব" এই বিশেষণ দিবার কোন প্রয়োজন নাই *; যদি বল তোমার মতে ভ্রম না থাকায় রজতার্থী ব্যক্তির ভ্রমজন্য রঙ্গে প্রবৃত্তি হইতে পারে না, তাহাতে বক্তব্য এই যে, সেস্থলে (অর্থাৎ রঙ্গে রজতার্থীর প্রবৃত্তি স্থলে) পুরোবর্ত্তী পদার্থে (রঙ্গে) দোষাধীন (দোষনিবন্ধন) স্বতন্ত্র (স্মৃত্যাদির দ্বারা) উপস্থিত রজতের সহিত ভেদাগ্রহই (প্রবৃত্তির প্রতি) কারণ †, কিন্তু সত্যরজত স্থলে, বিশিষ্ট জ্ঞান থাকায় (অর্থাৎ রজতত্ব বিশিষ্ট রজতজ্ঞান থাকায়) উহাই প্রবৃত্তির প্রতি কারণ। অথবা সেস্থলেও ভেদাগ্রহকে কারণ বলিতে পারা যায় ‡, (যে কোন পক্ষ অবলম্বন কর না কেন) অন্যথা খ্যাতি অসম্ভব। আরও, (ভ্রমস্থলে) রঙ্গে রজতজ্ঞান হইতেই পারে না, কারণ সেস্থলে, রজত প্রত্যক্ষের কারণ রজত-সন্নিকর্ষ (রজতের সহিত ইন্দ্রিয়-সংসর্গ) নাই"। (নৈয়ায়িকের প্রত্যুত্তর)—(যদি এইরূপ বল) তাহাতে বক্তব্য এই যে, সত্য রজত স্থলে প্রবৃত্তির প্রতি বিশিষ্টজ্ঞানের হেতুতা সর্ব্ববাদিসিদ্ধ, সুতরাং অন্য স্থলেও তাহারই হেতুতা স্বীকার করা যায়। যদি বল সংবাদিপ্রবৃত্তি স্থলে উহা কারণ, আর বিসংবাদিপ্রবৃত্তি স্থলে ভেদাগ্রহ কারণ, (তাহাতে বক্তব্য এই যে,)

এক্ষণে আশঙ্কা এই যে যদি গন্ধবৎপদার্থে পৃথিবীত্বপ্রকারকত্বের প্রত্যক্ষতা স্বীকৃত হয়, তাহা হইলে "পৃথিবীত্ব বিশিষ্টে পৃথিবীত্বপ্রকারকত্ব রূপ" প্রমাত্বের (তদ্বতি তৎপ্রকারকত্বের) ও প্রত্যক্ষে বাধা কি, তাহার জন্য আবার অনুমান কেন? তাহাতে বলিতেছেন তৎপ্রকার-কত্বাবচ্ছিন্ন তদ্বিশেষ্যকত্ব, অর্থাৎ প্রকৃত স্থলে পৃথিবীত্বপ্রকারকত্বাবচ্ছিন্ন পৃথিবী-বিশেষ্য-কত্বের স্বতোগ্রহ হয় না, কারণ ঐরূপ হইলে সংশয়ের অনুপপত্তি হইয়া উঠে। ফল কথা এই যে, পৃথক্ পৃথক্ ভাবে প্রকারকত্ব ও বিশেষ্যকত্বের প্রত্যক্ষ হইলেও তৎপ্রকারকত্বাবচ্ছিন্ন তদ্বিশেষ্যকত্বের জ্ঞানের জন্য বিশেষ দর্শনাদির আবশ্যকতা।

* মিথ্যা জ্ঞান স্থলেই ভিন্ন ভিন্ন পদার্থের প্রকারত্ব ও বিশেষ্যত্ব দৃষ্ট হয়। সুতরাং সকল জ্ঞানই যদি সত্য হইল তাহা হইলে সেরূপ সম্ভাবনা না থাকায় বিশেষণের ব্যর্থতা।

† ভ্রমস্থলে মীমাংসকের মতে ইন্দ্রিয়সন্নিকৃষ্ট পদার্থে স্মৃত্যাদি দ্বারা উপনীত পদার্থান্তরের ভেদের (difference এর) অগ্রহ (non-perception) হইয়া থাকে, সুতরাং প্রবৃত্তি হয়।

‡ যেমন রঙ্গতে রজতভিন্নত্বের অগ্রহই রজত প্রবৃত্তির কারণ।

লাঘব বশতঃ প্রবৃত্তি মাত্রেরই প্রতি বিশিষ্টজ্ঞানের কারণতা স্বীকার করা উচিত। (যদি বল রঙ্গে রজতপ্রবৃত্তি স্থলে, রঙ্গে রজতত্বের সন্নিকর্ষ না থাকায় কেমন করিয়া রজতবুদ্ধির সম্ভব, তাহাতে বক্তব্য এই যে)— এইরূপ রঙ্গে রজতত্ববিশিষ্ট বুদ্ধির অনুরোধে জ্ঞানলক্ষণা সন্নিকর্ষ স্বীকার করিলেও ক্ষতি নাই (অর্থাৎ সেস্থলে জ্ঞানলক্ষণারূপ সন্নিকর্ষ দ্বারা রজত-বুদ্ধি হইয়া থাকে), যেহেতু ফলমুখ গৌরব স্বীকারে দোষ নাই। আরও এক কথা, যে স্থলে রঙ্গ ও রজত এই উভয়কেই রজত বলিয়া বা রঙ্গ বলিয়া জ্ঞান হইয়াছে সেস্থলে কারোরও বাধ নাই। আরও যেস্থলে 'রঙ্গ ও রজত' এই দুইটী 'রজত ও রঙ্গ' এইরূপ (বিপর্য্যস্ত ভাবে) জ্ঞান হইয়াছে সেস্থলে উভয়ত্র যুগপৎ প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি হইতে পারে। কারণ, রঙ্গে রঙ্গভেদগ্রহ ও রজতে রজতভেদগ্রহ (স্বীকার) করিলে অন্যথাখ্যাতি (ভ্রম) স্বীকার করা হয়, এই ভয়ে তোমার মতে দোষ বশতঃ রঙ্গে রজতভেদের অগ্রহ ও রজতে রঙ্গ ভেদের অগ্রহ আছে *। আরও, অনুমিতির প্রতি ভেদাগ্রহের হেতুতা থাকিলে জলহ্রদে বহ্নিব্যাপ্যধূমবদ্ভেদাগ্রহ-হেতুক অনুমিতির ["হ্রদ বহ্নিমান্" এই অনুমিতির] বাধা নাই। আর যদি বিশিষ্ট জ্ঞান কারণ হয়, তাহা হইলে অয়োগোলকে বহ্নিব্যাপ্যধূমজ্ঞান অনু-মিত্যনুরোধে আসিয়া পড়িল। এই উভয়তঃপাশা রজ্জু। এইরূপে

---

* যেহেতু রজতান্তর্ভাবে রজতত্বের চক্ষুঃসংযুক্তসমবায় রূপ সন্নিকর্ষ আছে এবং রঙ্গান্তর্ভাবে রঙ্গত্বের চক্ষুঃসংযুক্তসমবায় রূপ সন্নিকর্ষ আছে। বিশেষণ-বিশিষ্ট বিশেষ্য-সন্নিকর্ষ রূপ প্রমাসামগ্রী না থাকায় রঙ্গাংশে রজতত্বজ্ঞান বা রজতাংশে রঙ্গত্ব জ্ঞান প্রমা হইল না। যদি বল যাহাতে যাহার জ্ঞান হইবে তদন্তর্ভাবে তাহার সন্নিকর্ষই তাহার প্রত্যক্ষে কারণ, তাহাতে অপিচ (আরও) ইত্যাদিদ্বারা দোষান্তর দিতেছেন। যে স্থলে রঙ্গ ও রজত উভয়ই আছে, কিন্তু রঙ্গে রজতত্বের জ্ঞান হইয়াছে ও রজতে রঙ্গত্বের জ্ঞান হইয়াছে সেই স্থলে যুগপৎ প্রবৃত্তিনিবৃত্তির আপত্তি। যেহেতু যাঁহারা ভ্রম স্বীকার করেন না তাঁহাদের মতে ঐ স্থলে অবশ্য বলিতে হইবে যে রঙ্গে রঙ্গভেদের অগ্রহ, রজতেও রজত-ভেদের অগ্রহ আছে। তাহা হইলে রঙ্গে রজতপ্রবৃত্তির কারণ, ইষ্ট রজত ভেদের অগ্রহ থাকায়, রজত প্রবৃত্তি হউক ও অনিষ্ট রঙ্গভেদের অগ্রহরূপ রজতনিবৃত্তির কারণ থাকায় রজত নিবৃত্তি হউক। এবং রজতে রঙ্গ প্রবৃত্তির কারণ, ইষ্ট রঙ্গভেদের অগ্রহ থাকায় রঙ্গ প্রবৃত্তি হউক ও অনিষ্ট রজতভেদের অগ্রহরূপ রঙ্গনিবৃত্তির কারণ থাকায় রঙ্গনিবৃত্তি হউক। যাঁহারা ভ্রম স্বীকার করেন তাঁহাদের মতে রঙ্গে রজতত্ব জ্ঞান কালে রঙ্গে রঙ্গভেদজ্ঞান স্বীকার করিলে কোন ক্ষতি নাই। সুতরাং অনিষ্ট রঙ্গভেদের অগ্রহরূপ রজত নিবৃত্তির কারণ না থাকায় কেবল রজত প্রবৃত্তিই হইবে, যুগপৎ প্রবৃত্তিনিবৃত্তির কোন সম্ভাবনা নাই।

অন্যথাখ্যাতিতে প্রত্যক্ষই প্রমাণ, যেহেতু 'রঙ্গকে রজত বলিয়া জানিয়াছিলাম', এইরূপ অনুভব হইয়া থাকে ইতি সংক্ষেপ * ॥ ১৩২—১৩৬ ॥

ভাঃ পঃ—ব্যভিচারের অগ্রহ ও সহচারের গ্রহ ব্যাপ্তিগ্রহে কারণ। কোন কোন স্থলে তর্ক শঙ্কা-নিবর্ত্তক ॥ ১৩৭ ॥

পূর্ব্বে ব্যাপ্তি বলা হইয়াছে, তাহার গ্রহের উপায় দর্শিত হয় নাই এই নিমিত্ত তাহা প্রদর্শিত হইতেছে, ব্যভিচারের ইত্যাদি। অর্থাৎ, ব্যভিচারের অগ্রহ ও সহচারগ্রহ ব্যাপ্তিগ্রহে কারণ। ব্যভিচারগ্রহ ব্যাপ্তিগ্রহের প্রতিবন্ধক বলিয়া তাহার অভাব (ব্যাপ্তিগ্রহে) কারণ। অন্বয়-ব্যতিরেক দ্বারা সহচারগ্রহের (apprehension of co-existence এর) ও হেতুতা (সিদ্ধ হইল)। ভূয়োদর্শন ব্যাপ্তিগ্রহে কারণ নহে। ব্যভিচারের অস্ফূর্ত্তি থাকিলে সকৃৎদর্শন দ্বারাও কোন কোন স্থলে ব্যাপ্তিগ্রহ হইয়া থাকে। কোন কোন স্থলে ব্যভিচারাশঙ্কা নিরাকরণের দ্বারা ভূয়োদর্শনের উপযোগ দৃষ্ট হয়। যে স্থলে ভূয়োদর্শন দ্বারাও আশঙ্কা নিবারণ হয় না সেস্থলে বিপক্ষবাধক তর্কের আবশ্যক †।

* কিঞ্চ (আরও) ইত্যাদি—দ্বারা বলিতেছেন যে অনুমিতি স্থলে ভ্রম স্বীকার না করিলে উপায় নাই। অন্যথাখ্যাতি যাঁহারা স্বীকার করেন না তাঁহাদের মতে প্রবৃত্তির প্রতি যেমন বিশিষ্টভেদের অগ্রহ কারণ, সেইরূপ যদি অনুমিতির প্রতি ব্যাপ্যবদ্‌ভেদের অগ্রহ কারণ হয়, তাহা হইলে যে সময়ে জল হ্রদে বহ্নিব্যাপ্যবদ্‌ভেদের গ্রহ হয় নাই সেই সময়ে তাহাদের মতে জলহ্রদে বহ্ন্যনুমিতির কারণ আছে বলিতে হইবে, অতএব সেস্থলে "জল হ্রদ বহ্নিমান্" এই অনুমিতির পক্ষে কোন বাধা থাকিবে না। ঐ অনুমিতি অবশ্যই সদনুমিতি নহে, সুতরাং এপক্ষে অন্যথাখ্যাতি স্বীকার অপরিহার্য্য। আবার যদি তাদৃশ অন্যথাখ্যাতির ভয়ে ব্যাপ্যবিশিষ্ট জ্ঞানকে অনুমিতির প্রতি কারণ বলিয়া স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে "অয়োগোলক বহ্নিমান্" এই সদনুমিতির নির্ব্বাহার্থ অয়োগোলকে বহ্নিব্যাপ্যধূমবিশিষ্টজ্ঞান স্বীকার করিতে হইবে, অথচ ঐ জ্ঞান অন্যথাখ্যাতি, কারণ অয়োগোলকে তাদৃশ জ্ঞান প্রমা নহে। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে দুই কল্পের কোন কল্পেই অন্যথাখ্যাতির হস্ত হইতে উদ্ধারের উপায় নাই, ইহাই উভয়তঃপাশা রজ্জু (Dilemma)।

† আপাদ্যের বাধ নিশ্চয় স্থলে, আপাদ্য ও আপাদকের ব্যাপ্তিজ্ঞান হইলে আপাদ্যের মানসজ্ঞান বিশেষের নাম তর্ক বা আপত্তি। "হ্রদ বহ্নিমান্ নহে" এইরূপ নিশ্চয় স্থলে যদি হ্রদে ধূম আছে কি না এইরূপ সন্দেহ হয়, তাহা হইলে নিম্নলিখিত তর্ক দ্বারা তাহা নিরাকৃত হইতে পারে। যথা, হ্রদো যদি ধূমবান্ (আপাদকবান্) স্যাৎ, তদা বহ্নিমান্ (আপাদ্যবান্) স্যাৎ, অর্থাৎ, (হ্রদ যদি ধূমবান্ হইত তাহা হইলে বহ্নিমান্ হইত)। অনুমিতি স্থলে যাহাকে হেতু বলা যায় তর্ক স্থলে (আপত্তির উদাহরণ বাক্যে) তাহাকে আপাদক ও যাহাকে সাধ্য বলে তাহাকে আপাদ্য বলা যায়। এস্থলে "ধূম" আপাদক ও "বহ্নি" আপাদ্য। পূর্ব্বোক্ত উদাহরণ বাক্যে আপাদ্য ও আপাদকের ব্যাপ্তি নিশ্চয়ানন্তর "হ্রদ বহ্নিমান্" এই

যেমন যদি বহ্নিবিরহিত স্থলেও ধূম থাকিতে পারে এইরূপ আশঙ্কা হয় তাহা হইলে সেই আশঙ্কা বহ্নি ধূমের কার্য্যকারণভাব প্রতিসন্ধান দ্বারা (অর্থাৎ বহ্নি ধূমের কারণ এই নিশ্চয় দ্বারা) নিবৃত্ত হয়। যদি ইহা বহ্নিমান্ না হয় তাহা হইলে ধূমবান্‌ও হইবে না, যেহেতু কারণ ব্যতিরেকে কার্য্যের উৎপত্তি হইতে পারে না *।

সে স্থলেও যদি "কখন কখন কারণ ব্যতিরেকে কার্য্য উৎপন্ন হয় তাহা হইলে অহেতুক হইবে (অর্থাৎ, প্রকৃত স্থলে যদি ধূম বহ্নিব্যভিচারী হয় তাহা হইলে বহ্নিজন্য হইবে না) এইরূপ আশঙ্কা হয়, তাহা হইলে সে আশঙ্কা ব্যাঘাত দ্বারা অপসারণ করিতে হইবে। যদি কারণ ব্যতিরেকে কার্য্য হয় তাহা হইলে ধূমের নিমিত্ত বহ্নির ও তৃপ্তির নিমিত্ত ভোজনের নিয়মতঃ (অব্যভিচারে) উপাদান হইতে পারে না। যেখানে স্বতই (অর্থাৎ, শঙ্কার সামগ্রীর অভাব নিবন্ধন) শঙ্কা অবতরণ করে না সেস্থলে তর্কেরও অপেক্ষা নাই, এই নিমিত্ত উক্ত হইয়াছে, "কোন কোন স্থলে" (ক্বচিৎ) তর্ক শঙ্কানিবর্ত্তক। অতএব ই অনবস্থার নিরাস †॥ ১৩৭॥

আহার্য্য মানস জ্ঞান হয়। এই মানসজ্ঞানের নাম তর্ক। তর্কের আকার অনুমিতির ন্যায় "হ্রদো বহ্নিমান্"। কিন্তু পূর্ব্বে হ্রদে ব্যাপক বহ্নির বাধ নিশ্চয় থাকাতে "হ্রদ ধূমবান্ নহে" এইরূপে ব্যাপ্য ধূমাভাবের নিশ্চয় হইল। অতএব হ্রদ ধূমবান্ কি না এইরূপ সংশয় নিরাস হইল। কারণ যদি ধূমবান্ হইত তাহা হইলে বহ্নিমান্‌ও হইত। সাধারণতঃ অনিষ্ট (অনভিমত) ব্যাপকের প্রসঙ্গই তর্ক।

* যদি পর্ব্বত বহ্নিমান্ না হয় তাহা হইলে ধূমবানও হইবে না কিন্তু পর্ব্বত ধূমবান্, অতএব উহা বহ্নিমান্।

† এইজন্য আচার্য্য উদয়ন বলিয়াছেন "ব্যাঘাতাবধিরাশঙ্কা তর্কঃ শঙ্কাবধির্মতঃ", অর্থাৎ যতক্ষণ পর্য্যন্ত কোন রূপ ব্যাঘাত উপস্থিত না হয় ততক্ষণ পর্য্যন্ত আশঙ্কা থাকে, অর্থাৎ ব্যাঘাত (অনিষ্টাপত্তি) ই আশঙ্কার সীমা, আবার যতক্ষণ পর্য্যন্ত শঙ্কার উদয় না হয় ততক্ষণ পর্য্যন্ত তর্কের অবকাশ থাকে না, অর্থাৎ যে স্থলে আশঙ্কার উদয় না হয় সে স্থলে তর্কেরও অপেক্ষা নাই। অতএব স্থির হইল যখন আশঙ্কার সীমা আছে সুতরাং আশঙ্কামূলক তর্কেরও সীমা আছে। এই জন্যই মূলে "অনবস্থার নিরাস" এই কথা বলা হইয়াছে। ফল কথা এই যে আহার্য্য আরোপবিশেষের নাম তর্ক। উহা দুই প্রকার, বিষয়পরিশোধক ও ব্যাপ্তিগ্রাহক। বিষয়পরিশোধক যথা—যদি নির্ব্বহ্নি হয় তাহা হইলে নির্ধূম হইবে; ব্যাপ্তিগ্রাহক যথা—ধূম যদি বহ্নিব্যভিচারী হয়, তাহা হইলে বহ্নিজন্য হইবে না। দিনকরী।

ভাঃ পঃ—যাহা সাধ্যের ব্যাপক হইয়া হেতুর অব্যাপক (হয়) তাহা 'উপাধি' হইবে, তাহার নিষ্কর্ষ (সার তত্ত্ব) প্রদর্শিত হইতেছে ॥ ১৩৮ ॥

সমস্ত উপাধি সাধ্যসমানাধিকরণ (হইয়া থাকে)। যাহাদিগের কোন একটী অধিকরণে হেতুর স্বসাধ্যব্যভিচারিতা আছে। (অর্থাৎ, যদি সাধ্য ও উপাধির কোন অনধিকরণে হেতু থাকে, তাহা হইলে কোন এক অধিকরণাবচ্ছেদে হেতুর স্ব—(উপাধি)—সাধ্যব্যভিচারিতা হইয়া থাকে। অর্থাৎ, যাহারা সাধ্যসমানাধিকরণ ও সাধ্যানধিকরণ হেত্বধিকরণে অবৃত্তি তাহারাই উপাধি ॥ ১৩৯ ॥

এক্ষণে পরকীয় ব্যাপ্তিগ্রহের প্রতিবন্ধের নিমিত্ত উপাধি নিরূপণ করিতেছেন। সাধস্য ইতি—অর্থাৎ, যাহা সাধ্যত্বরূপে অভিমতের ব্যাপক হইয়া সাধনত্বরূপে অভিমতের অব্যাপক হয় তাহাই উপাধি ‡।) যদি বল (আশঙ্কা) "সে শ্যামবর্ণ মিত্রাতনয়ত্বহেতুক" [যেহেতু সে মিত্রার পুত্র অতএব সে শ্যাম বর্ণ] এই স্থলে শাক-পাকজত্ব (শাক-ভক্ষণ-জন্যত্ব) উপাধি হইতে পারে না, কারণ, উহার সাধ্যব্যাপকতা নাই, যেহেতু শ্যামত্ব ঘটাদিতেও বর্ত্তমান আছে (অথচ ঘটাদিতে শাকপাকজত্ব নাই)। এইরূপ "বায়ু প্রত্যক্ষ স্পর্শাশ্রয়ত্ব হেতুক" (যেহেতু উহা স্পর্শের আশ্রয়) এই স্থলে "উদ্ভূত-রূপ-বত্ত্ব" উপাধি হইতে পারে না, যেহেতু প্রত্যক্ষত্ব আত্মাদিতে আছে অথচ সেস্থলে রূপ নাই। এইরূপ "ধ্বংস বিনাশী জন্যত্ব হেতুক" এই স্থলে "ভাবত্ব" উপাধি হইতে পারে না, যেহেতু বিনাশিত্ব প্রাগভাবে আছে, অথচ সেস্থলে ভাবত্ব নাই; (তাহাতে বক্তব্য এই যে) যদ্ধর্ম্মাবচ্ছিন্ন সাধ্যব্যাপকত্ব, তদ্ধর্ম্মাবচ্ছিন্ন সাধনাব্যাপকত্ব এই অর্থে তাৎপর্য্য। মিত্রা-তনয়ত্বাবচ্ছিন্ন শ্যামত্বের ব্যাপক শাকপাকজত্ব। এইরূপ উদ্ভূতরূপবত্ত্ব, পক্ষধর্ম্ম বহির্দ্রব্যত্বাবচ্ছিন্ন প্রত্যক্ষত্বের ব্যাপক ও বহির্দ্রব্যত্বাবচ্ছিন্ন সাধনের অব্যাপক। এইরূপ "ধ্বংস বিনাশী জন্যত্ব হেতুক" এই স্থলে জন্যত্বাবচ্ছিন্ন সাধ্যের ব্যাপক ভাবত্ব। সদ্ধেতু স্থলে এতাদৃশ ধর্ম্ম নাই, যেধর্ম্মাবচ্ছিন্ন সাধ্যের ব্যাপক ও সেইধর্ম্মাবচ্ছিন্ন সাধনের

‡ উপাধি স্থলে যাহা "সাধ্য" ও "সাধন" রূপে স্বীকৃত তাহাতে প্রকৃত "সাধ্যত্ব" ও "সাধনত্ব" না থাকায় সাধ্যত্ব ও সাধনত্ব রূপে অভিমত (ইষ্ট) এই রূপ বলা হইয়াছে।

অব্যাপক "কিছু" হইতে পারে। কিন্তু ব্যভিচারি স্থলে অন্ততঃ উপাধির অধিকরণ যে সাধ্যাধিকরণ ও উপাধি শূন্য যে সাধ্য-ব্যভিচার-নিরূপক অধিকরণ (অর্থাৎ যেস্থলে উপাধি নাই অথচ হেতু আছে) তদন্য-তরত্বাবচ্ছিন্ন (এস্থলে অবচ্ছিন্ন অর্থে বিশিষ্ট, অর্থাৎ স্বাধিকরণবৃত্তিত্ব সম্বন্ধে অন্যতরত্ব বিশিষ্ট) সাধ্যের ব্যাপকত্ব ও তদন্যতরত্ব বিশিষ্ট সাধনের অব্যাপকতা, উপাধির সম্ভব হইতে পারে § ॥ ১৩৮ ॥

অতএব লক্ষ্য (লক্ষণের বিষয়ীভূত) উপাধির স্বরূপও এই অনুসারে দেখাইতেছেন। সর্ব্ব ইত্যাদি। স্ব সাধ্যেতি—স্ব ও সাধ্য, স্বসাধ্যে তাহাদের দুইটীর ব্যভিচারিতা ইহাই অর্থঃ ॥ ১৩৯ ॥

ভাঃ পঃ—ব্যভিচারের অনুমান উপাধির প্রয়োজন। শব্দ ও উপ-মানের পৃথক্ প্রামাণ্য অভিলষিত নহে ॥ ১৪০ ॥ যেহেতু (উহারা) অনুমান দ্বারা গতার্থ, ইহা বৈশেষিক দর্শনের মত। উহা (ঐ মত) সমীচীন নহে। কারণ, ব্যাপ্তিজ্ঞান ব্যতীত শব্দাদি জ্ঞান [হইয়া থাকে] ॥ ১৪১ ॥

উপাধির দূষকতাবীজ বলিতেছেন (দূষকতাবীজ—অর্থাৎ, কি নিমিত্ত উপাধি থাকিলে হেতুকে দুষ্ট বলা যায় তাহা বলিতেছেন) ব্যভিচারের ইতি। উপাধিব্যভিচার দ্বারা সাধ্যব্যভিচারানুমানই উপাধির প্রয়োজন। উদাহরণ, যে স্থলে উপাধি শুদ্ধ (ধর্ম্মান্তরানবচ্ছিন্ন) সাধ্যের ব্যাপক, সেস্থলে শুদ্ধ উপাধি ব্যভিচার দ্বারা সাধ্যব্যভিচারের অনুমান হইয়া থাকে। যেমন "ধূমবান্ বহ্নি হেতুক" ইত্যাদি স্থলে বহ্নি ধূম-ব্যভিচারী, ধূমব্যাপক আর্দ্রেন্ধন-(উপাধি)-ব্যভিচারিত্বহেতুক (অর্থাৎ, যেহেতু ইহা ধূমব্যাপক আর্দ্রেন্ধনের ব্যভিচারী); কারণ, ব্যাপকব্যভিচারীর ব্যাপ্য-ব্যভিচারী হওয়া আবশ্যক (যে বস্তু ব্যাপক ধর্ম্মের ব্যভিচারী সে অবশ্যই

§ পর্ব্বতো ধূমবান্ বহ্নেঃ—এই ব্যভিচারিস্থলে আর্দ্রেন্ধন উপাধি। এস্থলে উপাধির অধিকরণ অথচ সাধ্যের অধিকরণ হইতে পর্ব্বতাদি হইল। উপাধি শূন্য, সাধ্য-ব্যভিচার-নিরূপক অধিকরণ হইতে অয়োগোলক হইল। এক্ষণে স্বাধিকরণ বৃত্তিত্ব সম্বন্ধে ধূমাধিকরণ পর্ব্বত এবং অয়োগোলক, ইহার অন্যতরত্ব ধূম ও বহ্নি এই উভয়েই আছে [স্ব=অন্যতরত্ব, তদধিকরণ পর্ব্বতাদি ও অয়োগোলক, তদ্বৃত্তি ধূম ও বহ্নি; অতএব স্বাধিকরণ বৃত্তিত্ব সম্বন্ধে, অন্যতরত্ব বিশিষ্ট হইতে ধূম ও বহ্নি হইল।] অতএব তদন্যতরত্বাবচ্ছিন্ন সাধ্য ধূমের ব্যাপক ও তদন্যত্বাবচ্ছিন্ন সাধন বহ্নির অব্যাপক উপাধি আর্দ্রেন্ধন হইল।

তদ্ব্যাপ্যের ব্যভিচারী)। যে স্থলে উপাধি কিঞ্চিৎ ধর্ম্ম বিশিষ্ট সাধ্যের-ব্যাপক সে স্থলে তদ্ধর্ম্মের যে কোন একটী আশ্রয়ান্তর্ভাবে উপাধি-ব্যভিচার দ্বারা সাধ্যব্যভিচারের অনুমান হইয়া থাকে। যেমন "শ্যাম মিত্রাতনয়ত্ব হেতুক" এই স্থলে মিত্রাতনয়ত্ব শ্যামত্বব্যভিচারী, যেহেতু (কোন) মিত্রাতনয়ান্তর্ভাবে শাকপাকজত্বের ব্যভিচারিত্ব আছে *। কিন্তু বাধাঽনুন্নীত পক্ষেতর (অর্থাৎ বাধনিশ্চয়ের অবিষয়ীভূত পক্ষেতরত্ব— "পক্ষেতর" এই পদটী ভাব প্রধান নির্দ্দেশ) সাধ্যব্যাপকতার গ্রাহক প্রমাণের অভাব বশতঃ ও স্বব্যাঘাতকত্ব নিবন্ধন উপাধি হইতে পারে না †। কিন্তু বাধোন্নীতঃ (বাধ অর্থাৎ পক্ষে সাধ্যাভাবনিশ্চয় দ্বারা উন্নীতঃ অর্থাৎ, সাধ্যব্যাপকতা রূপে নিশ্চিতঃ অথবা অনুমিত) পক্ষেতর উপাধি হইতে

* মনে করুন মিত্রা নাম্নী কোন স্ত্রীর ছয়টী সন্তানই কৃষ্ণ বর্ণ। এক্ষণে যদি তাহার সপ্তম গর্ভস্থ সন্তান সম্বন্ধে এরূপ অনুমান করা যায় যে "ঐ সন্তান শ্যাম বর্ণ (হইবে) যেহেতু উহা মিত্রার সন্তান" তাহা হইলে ঐ অনুমান ব্যাপ্তি নিশ্চয়ের অভাব বশতঃই অসদনুমান হইবে, কারণ যেখানে যেখানে মিত্রাতনয়ত্ব আছে, সেই স্থানেই শ্যামত্ব আছে একথা বলা যায় না, কারণ মিত্রার সপ্তম গর্ভস্থ সন্তান কিরূপ হইবে তাহা যদ্যপি অনিশ্চিত— সুতরাং এস্থলে অবশ্যই হেতু উপাধি বিশিষ্ট হইবে, "শাকপাকজত্বই" সেই উপাধি। উহা সাধ্য মিত্রাতনয়ত্বাবচ্ছিন্ন শ্যামত্বের (যে যে মিত্রা তনয় কৃষ্ণবর্ণ, তদবচ্ছিন্ন শ্যামত্বের) ব্যাপক হইলেও সপ্তম গর্ভের সন্তান কিরূপ হইবে তাহা অদ্যাপি অজ্ঞাত থাকায় তাহাতে "শাক-পাকজত্বের" অভাব এখনও অনিশ্চিত। সুতরাং উহার সাধনাব্যাপকত্বের অনিশ্চয় বশতঃ উহা সন্দিগ্ধোপাধি হইল। ইহা তার্কিকরক্ষাকারের মত। ঐ গ্রন্থের ৬৯—৭০ পৃষ্ঠা দেখ। নব্যেরা কিন্তু উক্ত উপাধির সাধুত্বের জন্য কোন একটী গৌর মিত্রাতনয় কল্পনা করিয়া থাকেন। মূলে ঐ মত আশ্রয় করিয়া "যেহেতু মিত্রাতনয়ান্তর্ভাবে শাকপাকজত্বের ব্যভিচারিত্ব আছে" এই কথা বলা হইয়াছে।

† বাধাঽনুন্নীত অর্থাৎ বাধ বা পক্ষে সাধ্যাভাবনিশ্চয় দ্বারা অনুন্নীত, অর্থাৎ সাধ্য-ব্যাপকত্ব রূপে অনিশ্চিত, পক্ষেতরত্ব উপাধি হইতে পারে না। যদি পক্ষে সাধ্যাভাবের নিশ্চয় না থাকে তাহা হইলে পক্ষেতরত্বে সাধ্যব্যাপকতা নিশ্চয় হয় না, পক্ষান্তর্ভাবে সাধ্যব্যাপকতার সংশয় হয়, সুতরাং উহা উপাধি হইতে পারে না। আরও এক কথা, যদি পক্ষেতরত্ব উপাধি হয়, তাহা হইলে উপাধি স্বব্যাঘাতক হইয়া উঠে, অর্থাৎ, তাহা হইলে উপাধির অনুমিতিদূষকত্বই নষ্ট হয়, যেহেতু সর্ব্বত্র উপাধি দ্বারা হেতুদোষানুমান স্থলে অনুমান প্রণালী এইরূপ:—"তবহেতু র্দুষ্টঃ সোপাধিকত্বাৎ" (তোমার হেতু দুষ্ট যেহেতু ইহা সোপাধিক); এক্ষণে যদি অবিশেষে পক্ষেতরত্বকে উপাধি বলা যায় তাহা হইলে "তব হেতুঃ" ইত্যাদি অনুমান স্থলেও পক্ষেতরত্ব উপাধি হইয়া পড়িল ও সোপাধিক বলিয়া হেতু ও দুষ্ট হইল, সুতরাং দুষ্ট হেতু দ্বারা "পূর্ব্ব হেতুর" দোষানুমান হইতে পারিল না। সুতরাং উপাধির দূষকত্বই নষ্ট হইল, অতএব বাধাঽনুন্নীত পক্ষেতরত্ব উপাধি নহে।

পারে (সেস্থলে পক্ষে সাধ্যাভাবের নিশ্চয় থাকায়, পক্ষেতরে অনায়াসে সাধ্যব্যাপকতা জ্ঞান হয় সুতরাং উহা উপাধি হইতে পারে)। "বহ্নি অনুষ্ণ যেহেতু উহা কৃতক" ইত্যাদি স্থলে, যেস্থলে প্রত্যক্ষ দ্বারা বহ্নিতে উষ্ণত্বগ্রহ হয় সেস্থলে "বহ্নীতরত্ব" উপাধি। যেস্থলে উপাধির সাধ্য-ব্যাপকতায় সন্দেহ থাকে তাহাকে সন্দিগ্ধোপাধি বলে। পক্ষেতরত্ব (বাধানুনীত) সন্দিগ্ধোপাধি হইলেও কথকসম্প্রদায়ানুরোধবশতঃ উহা উদ্ভাবন করা উচিত নয়। কেহ কেহ বলেন সৎপ্রতিপক্ষোত্থাপনই উপাধির ফল। যেমন "অয়োগোলক ধূমবিশিষ্ট, যেহেতু উহাতে বহ্নি আছে," ইত্যাদি স্থলে "অয়োগোলক ধূমাভাববিশিষ্ট, আর্দ্রেন্ধনাভাব-বশতঃ" এইরূপ সৎপ্রতিপক্ষ হইতে পারে। এইরূপ সাধনব্যাপকও কোন কোন স্থলে উপাধি হইয়া থাকে, যেমন "করকা পৃথিবী, যেহেতু উহা কঠিনসংযোগবতী" ইত্যাদি স্থলে অনুষ্ণাশীত-স্পার্শ-বত্ত্বং (উপাধি)। (অর্থাৎ, এস্থলে করকা পৃথিবী নহে, যেহেতু উহাতে অনুষ্ণাশীতস্পার্শবত্ত্ব নাই," এইরূপ সৎপ্রতিপক্ষ হইতে পারে)। যদি বল এস্থলে (করকা পৃথিবী ইত্যাদি স্থলে) স্বরূপাসিদ্ধিই দূষণ, তাহাতে বক্তব্য এই যে, সকল স্থলেই উপাধির সহিত দূষণান্তরের সাঙ্কর্য্য (mixture) আছে। এইরূপ স্থলে (অর্থাৎ যাঁহাদের মতে সৎপ্রতিপক্ষোত্থাপন উপাধির ফল) সাধ্য-ব্যাপক ও পক্ষাবৃত্তি ধর্ম্মকে উপাধি বলিয়া থাকেন *।

শব্দ ও উপমানের ইত্যাদি—বৈশেষিকদিগের মতে প্রত্যক্ষ ও অনুমান প্রমাণ। শব্দ ও উপমানের অনুমানবিধায়ই প্রামাণ্য। যথা "দণ্ড দ্বারা (দণ্ড চালনা করিয়া) গরু আনয়ন কর" ইত্যাদি লৌকিক পদ, বা "যজেত" (যাগ করা আবশ্যক) ইত্যাদি বৈদিক পদ, তাৎপর্য্যের বিষয়ী-ভূত স্মারিত পদার্থ সমূহের সম্বন্ধের প্রমাজ্ঞান-পূর্ব্বক, যেহেতু উহারা আকাঙ্ক্ষাদিবিশিষ্ট পদকদম্বক, "ঘট আনয়ন কর" ইত্যাদি পদ

* পূর্ব্বোক্ত দুই স্থলে আর্দ্রেন্ধন সংযোগ ও অনুষ্ণাশীতস্পর্শবত্ত্বং, সাধ্য ধূম ও পৃথিবীত্বের ব্যাপক, ও পক্ষ অয়োগোলক ও করকা এই উভয়াবৃত্তি, অতএব উহারা উপাধি হইল। ইঁহাদের মতে যদি উপাধি পক্ষবৃত্তি হয় তাহা হইলে পক্ষে উপাধির অভাব দ্বারা সাধ্যা-ভাবের অনুমান হইতে পারে না।

কদম্বকের ন্যায় *। অথবা এই সমস্ত (গবাদি) পদার্থ পরস্পর সম্বন্ধ বিশিষ্ট, যেহেতু তাহারা যোগ্যতাদি বিশিষ্ট পদোপস্থাপিত, তাদৃশ পদার্থের ন্যায় (যোগ্যতাদি, বিশিষ্ট পদের ন্যায়)। দৃষ্টান্ত স্থলেও দৃষ্টান্তান্তর দ্বারা সাধ্য সিদ্ধি †। এইরূপ (উপমিতি স্থলে) গবয় ব্যক্তির (কোন একটী গবয়ের) প্রত্যক্ষের পর (এইরূপ অনুমান করা যাইতে পারে):—গবয়-পদ গবয়ত্বপ্রবৃত্তিনিমিত্তক (গবয়ত্বশক্যতাবচ্ছেদবিশিষ্ট), যেহেতু উহা বৃত্ত্যন্তর (লক্ষণাদি) না থাকিলে, বৃদ্ধেরা সেই স্থলেই (গবয়াদিতে) প্রয়োগ করিয়া থাকেন; আর, বৃত্ত্যন্তর না থাকিলে বৃদ্ধেরা যাহাতে যে পদের প্রয়োগ করেন তাহাই তাহার প্রবৃত্তি-নিমিত্ত, যেমন গোপদ গোত্ব-প্রবৃত্তি-নিমিত্তক। অথবা, গবয়পদ সপ্রবৃত্তি নিমিত্তক, যেহেতু উহা সাধু পদ, এই অনুমানানন্তর পক্ষধর্ম্মতা বলে গবয়ত্বরূপ প্রবৃত্তি নিমিত্তের জ্ঞান হয় (অর্থাৎ অনুমান দ্বারা গবয় পদ কোন একটী প্রবৃত্তিনিমিত্ত (অর্থ) বিশিষ্ট, ইহা বোধ হইলে, পরে পক্ষ গবয় বলিয়া গবয়ত্বই সেই প্রবৃত্তিনিমিত্ত ইহা বোধ হইল)। পূর্ব্বোক্ত মতকে দূষিতেছেন, উহা সমীচীন নহে ইত্যাদি। যেহেতু ব্যাপ্তি জ্ঞান ব্যতিরেকেও শব্দাদি হইতে বোধ অনুভব-সিদ্ধ। সর্ব্বত্র শব্দ শ্রবণাদির পর ব্যাপ্তি জ্ঞান হয় ইহার কোন প্রমাণ নাই ইতি। আরও যদি সর্ব্বত্র শাব্দ বোধ স্থলে ব্যাপ্তিজ্ঞান কল্পনা করা যায় তাহা হইলে সর্ব্বত্র অনুমিতি স্থলে পদজ্ঞান কল্পনা করিয়া শাব্দবোধ স্বীকার করিতেই বা আপত্তি কি? ॥ ১৪০ ॥ ১৪১ ॥

ভাঃ পঃ—"কেবলান্বয়ি" ভেদ লইয়া অনুমানের ত্রৈবিধ্য। অন্বয় ব্যতিরেক ভেদে ব্যাপ্তির দ্বৈবিধ্য [ব্যাপ্তি দুই প্রকার] ॥ ১৪২ ॥ অন্বয় ব্যাপ্তি (পূর্ব্বেই) উক্ত হইয়াছে। এস্থলে ব্যতিরেক ব্যাপ্তি বলা

---

* আকাঙ্ক্ষাদি বিশিষ্ট পদকদম্বকের পূর্ব্বে তাৎপর্য্য বিষয়ীভূত স্মারিত পদার্থ সমূহের সংসর্গের যথার্থ জ্ঞান আবশ্যক, সুতরাং "দণ্ডেন গামানয়" ইত্যাদি স্থলেও তাদৃশ জ্ঞান হইয়াছে বলিতে হইবে, প্রকৃত স্থলে গো তাৎপর্য্যের বিষয় ও স্মারিত পদার্থ।

† অর্থাৎ, যদি বল যোগ্যতাদি বিশিষ্ট পদ সমূহ পরস্পর সংসর্গ বিশিষ্ট কি না কেমন করিয়া জানা যাইবে, তাহাতে বক্তব্য এই যে সেস্থলেও অন্য দৃষ্টান্ত দ্বারা তাহা প্রমাণ করা যাইতে পারে।

হইতেছে। হেত্বভাবের যে সাধ্যাভাবব্যাপকত্ব (তাহাই ব্যতিরেকি ব্যাপ্তি) ॥ ১৪৩ ॥

ত্রৈবিধ্য ইত্যাদি—অনুমান কেবলান্বয়ি, কেবলব্যতিরেকি, অন্বয়-ব্যতিরেকি ভেদে তিন প্রকার। তাহার মধ্যে অসদ্বিপক্ষ অনুমানকে কেবলান্বয়ি বলে। (সাধ্যাভাববৎ পক্ষের নাম বিপক্ষ, সুতরাং যে অনুমানে সাধ্যাভাব বিশিষ্ট পক্ষ নাই তাহাকে কেবলান্বয়ি অনুমান বলে) যেমন ঘট অভিধেয় প্রমেয়ত্ব হেতুক ইত্যাদি স্থলে। সেরূপ স্থলে সকলেরই অভিধেয়ত্ব হেতুক (সকল পদার্থ ই অভিধেয় অর্থাৎ অভিধানার্হ বলিয়া) বিপক্ষের অভাব *।

যাহার সপক্ষ (নিশ্চিত সাধ্যবান্ পক্ষ) নাই সেই অনুমানকে কেবল

* "(আশঙ্কা) যদি বল সকল ধর্ম্মই ব্যাবৃত্ত (অর্থাৎ অভাবের প্রতিযোগী, ব্যাবৃত্তত্বং অভাবপ্রতিযোগিত্বং) অর্থাৎ সকল ধর্ম্মেরই অভাব আছে, সুতরাং কেবলান্বয়ি অনুমানের অসিদ্ধি, তাহাও বলিতে পার না; কারণ যদি ব্যাবৃত্তত্ব (ধর্ম্মের) সর্ব্বসাধারণ্য থাকে (যদি ব্যাবৃত্তত্ব সকল পদার্থেই থাকে) তাহা হইলে তাহারই (ব্যাবৃত্তত্বেরই) কেবলান্বয়িত্ব হইয়া পড়িল। [আপত্তিকারির মতে কেবলান্বয়ি অসম্ভব কারণ সকল ধর্ম্মই ব্যাবৃত্ত। যদি তাহাই হয় তাহা হইলে ব্যাবৃত্তত্বের সর্ব্বসাধারণ্য হইয়া পড়িল, সুতরাং অন্ততঃ ব্যাবৃত্তত্বেরও কেবলান্বয়িত্ব সিদ্ধি হইল, অতএব কেবলান্বয়ি হইতে পারে না ইহাও নিরস্ত হইল]। আরও বৃত্তিমদত্যন্তাভাবের অপ্রতিযোগিত্বই কেবলান্বয়িত্ব, তাহা গগনাভাবাদি স্থলে প্রসিদ্ধ" [যে পদার্থ কোথাও থাকে তাহাকে বৃত্তিমান্ পদার্থ বলে যেমন ঘটাদি, যাহা কোথাও থাকে না তাহাকে অবৃত্তিমান্ পদার্থ বলে যেমন গগনাদি। যে অত্যন্তাভাব বৃত্তিমান্, তাদৃশ অত্যন্তাভাবের অপ্রতিযোগিত্বই কেবলান্বয়িত্ব। অর্থাৎ যাহার বৃত্তিমান্ অত্যন্তাভাব নাই তাহাকে কেবলান্বয়ী বলে। যদিও জ্ঞেয়ত্বাদি সকল পদার্থেরই অভাব কল্পনা করা যাইতে পারে, তথাপি তাদৃশ অভাবের বৃত্তিমত্তা নাই বলিয়া (তাদৃশ অভাব বস্তুতঃ কোথাও নাই বলিয়া) অত্যন্তাভাবের প্রতিযোগী হইলেও বৃত্তিমদত্যন্তাভাবের অপ্রতিযোগী বলিয়া জ্ঞেয়ত্বাদির কেবলান্বয়িত্ব সিদ্ধি হইল। এইরূপ গগনাভাবাদিও কেবলান্বয়ী, কারণ গগনাভাবের অভাব থাকিলেও সেই অভাব বৃত্তিমান্ পদার্থ নয়। গগনাভাবাভাব অর্থাৎ গগন পদার্থ হইলেও উহা বৃত্তিমান্ পদার্থ নয় বলিয়া গগনাভাব কেবলান্বয়ী]। "যদি বল" (ননু) হইতে "প্রসিদ্ধ" পর্য্যন্ত সন্দর্ভ বিন্ধ্যেশ্বরী প্রসাদের সংস্করণে নাই ও দিনকরী কর্তৃক ব্যাখ্যাত হয় নাই, উহা সোসাইটীর সংস্করণে দেখিতে পাওয়া যায়।

ব্যতিরেকি অনুমান বলে যেমন, পৃথিবী ইতর হইতে ভিন্ন, গন্ধবত্ত্ব হেতুক ইত্যাদি। যেহেতু সেস্থলে জলাদি ত্রয়োদশ ভেদের পূর্ব্বে অনিশ্চিয়বশতঃ নিশ্চিত সাধ্যবান্ সপক্ষের অভাব আছে *। যাহার সপক্ষ ও বিপক্ষ উভয়ই আছে তাহাকে অন্বয় ব্যতিরেকী বলে, যেমন—বহ্নিমান্ ধূমহেতুক ইত্যাদি স্থলে। যেহেতু সেস্থলে সপক্ষ মহানসাদি ও বিপক্ষ জল হ্রদাদি উভয়ই বিদ্যমান আছে।

ব্যতিরেকি অনুমান স্থলে—ব্যতিরেক ব্যাপ্তিজ্ঞান কারণ, সেই নিমিত্ত ব্যতিরেক ব্যাপ্তির নির্ব্বচন করিতেছেন। সাধ্যাভাবেতি। অর্থাৎ সাধ্যাভাবব্যাপকীভূত অভাবের প্রতিযোগিত্বং। এখানে ইহা বুঝিতে হইবেঃ—যে সম্বন্ধে যদবচ্ছিন্নের প্রতি যে সম্বন্ধে যেরূপে ব্যাপকতা গৃহীত হয় সেই সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক ও সেই ধর্ম্মাবচ্ছিন্ন অভাববত্ত্বা জ্ঞান হইতে সেই সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক সেই ধর্ম্মা-বচ্ছিন্ন অভাবের সিদ্ধি হয়। এইরূপ যেখানে বিশেষণতাদি সম্বন্ধে ইতরত্বব্যাপকতা গন্ধাত্যন্তাভাবে গৃহীত হয় সেই স্থলে গন্ধাভাবাভাব দ্বারা ইতরত্বের অত্যন্তাভাব সিদ্ধ হয়। কিন্তু যেখানে তাদাত্ম্য সম্বন্ধে ইতর ব্যাপকতা গন্ধাভাবে গৃহীত হয় সেস্থলে তাদাত্ম্যসম্বন্ধে ইতরের অভাব সিদ্ধ হয়। সেই অভাবের নাম অন্যান্যাভাব †। এইরূপে যেস্থলে সংযোগ সম্বন্ধে ধূমের প্রতি সংযোগ সম্বন্ধে বহ্নির ব্যাপকতা

---

* পৃথিবীতর জলাদি ত্রয়োদশ হইতে ভিন্নতা পৃথিবীতেই আছে অন্যত্র কোথাও নাই, সুতরাং অন্য কোন বস্তু সপক্ষ বলিয়া গৃহীত হইতে পারে না, আর পৃথিবীতে সাধ্যসংশয়, সুতরাং পৃথিবী সপক্ষ হইতে পারিল না।

† প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকের ন্যায় প্রতিযোগীও অন্যোন্যাভাবের অভাব স্বরূপ বলিয়া স্বীকৃত হয়। "ঘটোন" ["ঘট নহে"] এই অন্যোন্যাভাব ঘটাতিরিক্ত সর্ব্বত্র আছে, সুতরাং তাহার অভাব অর্থাৎ ঘটভেদাভাব ঘটেই থাকে, ঘটত্বও ঘটে থাকে, সুতরাং ঘটভেদাভাব ঘটত্বস্বরূপ। সেইরূপ তাদাত্ম্য সম্বন্ধে ঘটও অন্যোন্যাভাবাভাব স্বরূপ বলিয়া স্বীকৃত হয়, কারণ তাদাত্ম্য সম্বন্ধে ঘট ঘটেই থাকে। অতএব স্থির হইল ঘটত্ব ও তাদাত্ম্য সম্বন্ধে ঘট এই উভয়ই ঘটভেদাভাবস্বরূপ। প্রকৃত স্থলে, পৃথিবীতে ইতরভেদ, এই উদাহরণে ইতরভেদা-ভাবকে ইতরত্ব বা ইতর এই উভয়েরই স্বরূপ বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে। অতএব মূলে বিশেষণতাদি সম্বন্ধে ইতরত্বব্যাপক ও তাদাত্ম্য সম্বন্ধে ইতরব্যাপক এইরূপ উক্ত হইয়াছে।

গৃহীত হয় সেস্থলে সংযোগসম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক বহ্ন্যভাব দ্বারা জল হ্রদে সংযোগসম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক ধূমাভাব সিদ্ধ হয়।

এই ব্যতিরেকব্যাপ্তিগ্রহে ব্যতিরেক সহচারজ্ঞান (ব্যতিরেক সহচারজ্ঞান অর্থাৎ সাধ্যাভাব ও হেত্বভাবের সামানাধিকরণ্য জ্ঞান) কারণ। কেহ কেহ বলেন ব্যতিরেকসহচারজ্ঞান দ্বারা অন্বয় ব্যাপ্তি গৃহীত হয়, তাঁহাদের মতে ব্যতিরেক ব্যাপ্তিজ্ঞান (অনুমিতির) কারণ নহে। যেখানে ব্যতিরেকসহচার হইতে ব্যাপ্তিগ্রহ হয় তাদৃশ স্থলে অনুমানকে ব্যতিরেকি অনুমান বলা হইয়া থাকে। সাধ্য-(ইতরভেদ)-প্রসিদ্ধি ঘটাদি হইতেই জ্ঞাত হওয়া যাইতে পারে, পরে পৃথিবীত্বাবচ্ছেদে সাধিত হয় ইহা বলিয়া থাকেন [অর্থাৎ প্রথমতঃ ইতরভেদ জ্ঞান ঘটাদিতে হইতে পারে, পরে উহা অনুমান দ্বারা পৃথিবীত্বাবচ্ছেদে সাধিত হয় *] ॥ ১৪২ ॥ ১৪৩ ॥

তাঃ পঃ—এই (দর্শনে) অর্থাপত্তি প্রমাণান্তর বলিয়া ইষ্ট হয় না,

* যাঁহারা ব্যতিরেকসহচার দ্বারা ও অন্বয় ব্যাপ্তি গৃহীত হয় বলেন তাঁহাদের মতে ব্যতিরেকানুমান স্থলেও অন্বয় ব্যাপ্তি হয়। অন্বয় ব্যাপ্তি জ্ঞানে সাধ্যজ্ঞান আবশ্যক, কিন্তু ব্যতিরেকানুমান অপ্রসিদ্ধসাধ্যক অনুমান, অর্থাৎ "পৃথিব্যামিতরভেদ" ইত্যাদি স্থলে ইতর-ভেদকে না জানিয়া কেবল ইতরত্ব বা ইতর জানিলেই অনুমিতি হইতে পারে। এতএব যদি এস্থলেও অন্বয়ব্যাপ্তি জ্ঞান হয়, তাহা হইলে "ইতরভেদ" সাধ্যের জ্ঞান আবশ্যক। সে জ্ঞান কিরূপে হইতে পারে এই আশঙ্কা করিয়া বলিতেছেন সাধ্যপ্রসিদ্ধ ঘটাদি হইতে ইত্যাদি।

N. B.—ব্যাপক যে সম্বন্ধে পক্ষাদিতে থাকে তাহাকে ব্যাপকতাবচ্ছেদক সম্বন্ধ ও ব্যাপ্য যে সম্বন্ধে পক্ষাদিতে থাকে তাহাকে ব্যাপ্যতাবচ্ছেদক সম্বন্ধ বলে। প্রকৃত স্থলে গন্ধাভাব ব্যাপক, ইতরত্ব বা ইতর ব্যাপ্য। এস্থলে গন্ধাভাব পৃথিবীতরে বিশেষণতা সম্বন্ধে আছে সুতরাং বিশেষণতা ব্যাপকতাবচ্ছেদক সম্বন্ধ। ইতরত্ব পৃথিবীতরে স্বরূপ সম্বন্ধে আছে (ইতরত্ব জাতি নহে সুতরাং সমবায় সম্বন্ধে থাকিল না), সুতরাং স্বরূপ ব্যাপ্যতাঘটক সম্বন্ধ, স্বরূপ ও বিশেষণতা একই সম্বন্ধ। বিশেষণতাদি সম্বন্ধে ইতরত্ব-ব্যাপকতা শব্দের অর্থ তাহা হইলে এইরূপঃ—বিশেষণতাদি সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন ইতরত্বনিষ্ঠ ব্যাপ্যতা-নিরূপিত ব্যাপকতা। যেস্থলে ইতরকে ব্যাপ্য বলিয়া গ্রহণ করা যায় সেস্থলে ইতর পৃথিবীতরে তাদাত্ম্যসম্বন্ধে আছে বলিয়া তাদাত্ম্য ব্যাপ্যতা বচ্ছেদক সম্বন্ধ। সুতরাং তাদাত্ম্য সম্বন্ধে ইতরব্যাপকতা পদের অর্থ—তাদাত্ম্য-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন ইতরনিষ্ঠ-ব্যাপ্যতা নিরূপিত ব্যাপকতা। পূর্বোক্ত দুই স্থলের নিমিত্ত যথাক্রমে অনুমানদ্বয় রচনা করা যাইতে পারে—পৃথিবীতরৎ গন্ধাভাববৎ ইতরত্বাৎ (১)। পৃথিবীতরৎ গন্ধাভাববৎ ইতরাৎ (২)।

যেহেতু উহা ব্যতিরেক ব্যাপ্তি বুদ্ধি দ্বারাই চরিতার্থ হয় ॥ ১৪৪ ॥ সুখ সমস্ত জগতেরই কাম্য (অভিপ্রেত)। উহা ধর্ম্ম দ্বারা উৎপন্ন হয়। দুঃখ অধর্ম্ম জন্য, (উহা) সচেতা ব্যক্তি সমূহের প্রতিকূল (বিদ্বিষ্ট) ॥ ১৪৫ ॥ নির্দুঃখত্ব (দুঃখাভাব) ও সুখের ইচ্ছা উহাদের (সুখ ও দুঃখাভাবের) জ্ঞান হইতেই উৎপন্ন হয়। (এবং) "ইষ্ট লাভের উপায়" এই বুদ্ধি থাকিলেই উহাদের (সুখ ও দুঃখাভাবের) উপায়ে ইচ্ছা জন্মে ॥ ১৪৬ ॥

অর্থাপত্তি ইত্যাদি। কেহ কেহ (কোন কোন মীমাংসকগণ) অর্থাপত্তিকে প্রমাণান্তর বলিয়া মনে করেন—অর্থাৎ যেস্থলে দেবদত্তের শতবর্ষজীবিত্ব জ্যোতিঃশাস্ত্র হইতে অবগত হওয়া গিয়াছে ও প্রত্যক্ষ দ্বারা জীবিত (দেবদত্তের) গৃহাসত্ত্ব (গৃহে অনুপস্থিতি) অবগত হওয়া গিয়াছে, সেস্থলে শতবর্ষজীবিত্বের গৃহাসত্ত্ব, বহিঃসত্ত্ব (বাহিরে অর্থাৎ গৃহের বাহিরে বিদ্যমানতা) ব্যতিরেকে উপপন্ন (সিদ্ধ) হয় না বলিয়া বহিঃসত্ত্ব কল্পনা করা যায় [এইরূপ অন্যথা অনুপপত্তিকে অর্থাপত্তি বলে]। অনুমান দ্বারা গতার্থ বলিয়া উহা অভীষ্ট নহে। (প্রমাণান্তর বলিয়া স্বীকার করা যায় না)। অর্থাৎ, যেস্থলে জীবিত্বের বহিঃসত্ত্ব ও গৃহসত্ত্ব এই দুইয়ের অন্যতরের ব্যাপ্যত্ব গৃহীত হইয়া থাকে। [অর্থাৎ যেস্থলে ইহা নিশ্চয় হয় যে, জীবিত ব্যক্তি হয় বহির্দ্দেশে থাকিবে, না হয় গৃহে থাকিবে,] সেস্থলে অন্যতর সিদ্ধি উৎপন্ন হইলে পর [অর্থাৎ দেবদত্ত জীবিত সুতরাং তিনি হয় গৃহে আছেন নয় বহির্দ্দেশে আছেন ইহা নিশ্চয় হইলে পর] গৃহসত্ত্বের বাধহেতু বহিঃসত্ত্ব (বাহিরে বিদ্যমানতা) অনুমিতিতে ভাসমান হয়। এইরূপ "স্থূলকায় দেবদত্ত দিবা ভোজন করেন না" ইত্যাদি স্থলে পীনত্বের (স্থৌল্যের) ভোজনব্যাপ্যত্ব জ্ঞান হইতে ভোজন সিদ্ধ হইলে (অর্থাৎ যে যে স্থলে স্থৌল্য দেখা যায় সেই সেই স্থলেই উহা ভোজন জন্য বলিয়া জানা যায়, সুতরাং স্থূলতা হইতে দেবদত্ত ভোজন করিয়া থাকেন ইহা সিদ্ধ হইলে) দিবা ভোজন বাধে রাত্রি ভোজন সিদ্ধ হয়। অর্থাৎ দেবদত্ত দিবা ভোজন করেন না সুতরাং স্থির হয় যে তিনি রাত্রিভোজী।] অভাব প্রত্যক্ষের অনুভবসিদ্ধতা

হেতুক অনুপলম্ভও প্রামাণান্তর নহে *। আরও যদি অনুপলম্ভ অজ্ঞাত হইয়া কারণ হয় তাহা হইলে জ্ঞানাকরণক বলিয়া উহার প্রত্যক্ষত্ব সিদ্ধ হইয়া উঠে ও যদি জ্ঞাত হইয়া হেতু হয় তাহা হইলে তাহারও অনুপ-লম্ভান্তরাপেক্ষা বলিতে হইবে, এইরূপে অনবস্থা হইয়া পড়ে †। এইরূপ চেষ্টাও প্রমাণান্তর নহে। যেহেতু সঙ্কেত গ্রাহক শব্দের স্মারকত্ব হেতুক লিপ্যাদিসমশীলত্বরশতঃ উহাকে শব্দের মধ্যেই অন্তর্নিবিষ্ট করা যাইতে পারে ‡। (আর) যেস্থলে (চেষ্টা হইতে) ব্যাপ্ত্যাদির জ্ঞান হয় সেস্থলে অনুমিতিই বলিতে হইবে। [কোন মতেই প্রমাণান্তরতা সিদ্ধ হয় না] ॥ ১৪৪ ॥

সুখ নিরূপণ করিতেছেন সুখন্ত্বিতি। কাম্য অর্থাৎ অভিলাষের বিষয়। ধর্ম্ম দ্বারা ইতি—অর্থাৎ ধর্ম্মত্ব ও সুখত্ব রূপে কার্য্যকারণাভাব ॥ ১৪৩ ॥

দুঃখ নিরূপণ করিতেছেন। অধর্ম্ম ইতি—অর্থাৎ অধর্ম্মত্ব রূপে দুঃখত্ব রূপে, কার্য্যকারণভাব। প্রতিকূল মিতি—দুঃখত্ব জ্ঞান হইতেই (দুঃখ) সকল লোকের স্বাভাবিক দ্বেষের (পরিহারেচ্ছার) বিষয় ইত্যর্থঃ। ইচ্ছা নিরূপণ করিতেছেন। নির্দুঃখত্ব ইতি ॥ ১৪৫ ॥

---

* কেহ কেহ অভাব প্রত্যক্ষের নিমিত্ত অনুপলম্ভকে প্রমাণ বলেন, অনুপলম্ভ অর্থাৎ উপলব্ধির অভাব, এস্থলে ঘটের উপলব্ধি হইতেছে না অতএব ঘট নাই ইহা সিদ্ধ হইল।

† অনুপলম্ভ যদি জ্ঞাত হইয়া কারণ হয় তাহা হইলে উহাও অভাব বিশেষ (উপলম্ভাভাব) বলিয়া উহার জ্ঞানের নিমিত্ত অনুপলম্ভান্তরের অপেক্ষা এবং দ্বিতীয় অনুপলম্ভও অভাব বলিয়া তাহার জ্ঞানের নিমিত্ত তৃতীয় অনুপলম্ভের প্রয়োজন, এইরূপে অনবস্থা হইয়া পড়ে।

‡ যেমন লিপি দর্শনে সাঙ্কেতিক শব্দাদির স্মৃতি হয় সেইরূপ চেষ্টা হইতেও চেষ্টা গ্রাহক শব্দের স্মরণ হয়, সুতরাং উহাকে শাব্দ প্রমাণের মধ্যে সন্নিবিষ্ট করা যাইতে পারে।

ইচ্ছা দ্বিবিধ, ফলবিষয়িনী ও উপায়বিষয়িনী। ফল, সুখ ও দুঃখাভাব। তাহার মধ্যে ফলেচ্ছার প্রতি ফলজ্ঞান কারণ। অতএব (অর্থাৎ, ফলজ্ঞান ফলেচ্ছার প্রতি কারণ বলিয়া) (সুখ ও দুঃখাভাব রূপ) পুরুষার্থ সম্ভব হইতে পারে, কারণ যাহা জ্ঞাত হইলে স্ববৃত্তিত্ব রূপে ইষ্ট হয় (অর্থাৎ) "উহা আমার হউক" এইরূপ ইচ্ছা হয় তাহা পুরুষার্থ, এইরূপ পুরুষার্থের লক্ষণ করা হইয়াছে *। ইতরেচ্ছানধীন-ইচ্ছা-বিষয়ত্বই (পুরুষার্থত্ব) ইহাই ফলিতার্থ †। উপায়েচ্ছার প্রতি ইষ্ট-সাধনতাজ্ঞান কারণ ॥ ১৪৬ ॥

ভাঃ পঃ—কৃতিসাধ্যত্ব প্রকার যে ইচ্ছা তাহা চিকীর্ষা (তাহাকে চিকীর্ষা বলে)। কৃতিসাধ্যতা জ্ঞান ও ইষ্ট সাধনতা জ্ঞান তাহার (চিকীর্ষার) কারণ ॥ ১৪৭ ॥ বলবদ্‌দ্বিষ্টহেতুত্ব বুদ্ধি (অর্থাৎ বলবদনিষ্ট-জনকত্ব জ্ঞান) উহার প্রতিবন্ধিকা। কাহারও মতে তদহেতুত্ববুদ্ধি (অর্থাৎ বলবদনিষ্টের অজনকত্ব জ্ঞানের) কারণতা [চিকীর্ষার প্রতি] ॥ ১৪৮ ॥

চিকীর্ষেতি—কৃতিসাধ্যত্বপ্রকারিকা, কৃতিসাধ্যবিষয়িণী ইচ্ছার নাম চিকীর্ষা, যেহেতু "কৃতি দ্বারা (চেষ্টা দ্বারা) পাক সাধন করিতেছি" এইরূপে তাহার অনুভব হইয়া থাকে ‡। চিকীর্ষার প্রতি কৃতিসাধ্যতা-জ্ঞান ও ইষ্ট সাধনতা জ্ঞান কারণ। "তাহার হেতু ইত্যাদি"—অতএব বৃষ্টিতে কৃতিসাধ্যতা (চেষ্টা জন্যত্ব) না থাকায় চিকীর্ষা হয় না। বলবদ্‌-দ্বিষ্ট ইতি—বলবদ্দিষ্টসাধনতা জ্ঞান (ইহা বলবান্ অনিষ্টের জনক, ইহা হইতে ভয়ানক অনিষ্ট হইতে পারে এই জ্ঞান) (চিকীর্ষার) প্রতিবন্ধক।

* সুখ এই পদার্থ কি তাহা জানিতে পারিলেই লোকের "উহা আমার (মদ্বৃত্তি) হউক" এইরূপ ইচ্ছা হয়, অতএব সুখ পুরুষার্থ।

† অর্থাৎ, যাহা অন্য ইচ্ছার অনধীন এরূপ ইচ্ছার বিষয়, তাহাই পুরুষার্থ। উপায়েচ্ছা-স্থলে উপায়বিষয়ক ইচ্ছা ফলেচ্ছাধীন হইয়া থাকে, অর্থাৎ উপায় দ্বারা ফল সাধন হইবে এই নিমিত্ত উপায়েচ্ছা হয়, সুতরাং উপায় পুরুষার্থ নহে (is not in itself an object of one's desire)।

‡ "পাকো মৎ কৃতিসাধ্যো ভবতু" (পাক আমার কৃতিসাধ্য হউক) এই ইচ্ছা কৃতিসাধ্যত্ব-প্রকারিকা, ও পাকবিশেষ্যিকা, সুতরাং সেস্থলে কৃতিসাধ্যত্ব ইচ্ছায় প্রকার। যেহেতু জ্ঞান ও বিষয়তার পরস্পর নিরূপ্যনিরূপক ভাব। "জ্ঞানে প্রকার" "ইচ্ছায় প্রকার" ইত্যাদি স্থলে সপ্তমীর অর্থ নিরূপিতত্ব, অধিকরণত্ব নহে।

অতএব মধুবিষ-মিশ্রিত অন্ন ভোজনে চিকীর্ষা হয় না [তাদৃশ অন্ন ভোজন করিলে বলবদদ্বিষ্ট, রোগ, মৃত্যু প্রভৃতি হইতে পারে, অতএব তাহাতে চিকীর্ষা হইল না]। বলবদ্দ্বেষই প্রতিবন্ধক (অর্থাৎ বলবদ্দ্বিষ্ট-সাধনতা জ্ঞান না হইয়া বলবদদ্বেষই চিকীর্ষার প্রতিবন্ধক) ইহা কেহ কেহ বলিয়া থাকেন। তদহেতুত্ব ইত্যাদি—অর্থাৎ, বলবান অনিষ্টের অজনকত্ব কারণ * ॥ ১৪৮ ॥

ভাঃ পঃ—অনিষ্টসাধনতা জ্ঞান দ্বেষের কারণ। প্রবৃত্তি, নিবৃত্তি ও জীবনকারণযত্নভেদে প্রযত্নের ত্রৈবিধ্য তান্ত্রিকগণ কর্ত্তৃক পরিকীর্ত্তিত হইয়াছে। চিকীর্ষা, কৃতিসাধ্যত্ব ও ইষ্ট সাধনত্ব জ্ঞান (ইহা আমার যত্নসাধ্য ও ইহা দ্বারা আমার ইষ্ট সাধন হইতে পারে এইরূপ জ্ঞান) ও উপাদানের প্রত্যক্ষ প্রবৃত্তির প্রতি কারণ। দ্বেষ, অথবা দ্বিষ্টসাধনতা জ্ঞান [ইহা অনিষ্টের সাধন এই জ্ঞান] হইতে নিবৃত্তি হইয়া থাকে ॥ ১৪৯—১৫১ ॥

দ্বেস নিরূপণ করিতেছেন। দ্বিষ্টসাধনতা ইতি। অর্থাৎ, দুঃখোপায়বিষয়ক দ্বেষের প্রতি বলবৎদ্বিষ্ট-সাধনতা-জ্ঞান কারণ। বলবদিষ্ট-সাধনতা জ্ঞান (দ্বেষের) প্রতিবন্ধক। অতএব নান্তরীয়কদুঃখ-জনক পাকাদিতে দ্বেষ (অপ্রবৃত্তি) দেখা যায় না [পাকাদি অগ্নিসন্নিধানে অবস্থান প্রভৃতি নিবন্ধন ক্লেশাদির জনক, সুতরাং দ্বেষের বিষয় হইলেও তজ্জন্য ভাবি অন্নাদি ভক্ষণ রূপ বলবৎ ইষ্ট আছে বলিয়া নান্তরীয়ক (মধ্যবর্ত্তী) ক্লেশাদি গণনা না করিয়া লোকে তাহাতে প্রবৃত্ত হয়]।

প্রযত্ন নিরূপণ করিতেছেন। প্রবৃত্তি ইত্যাদি। অর্থাৎ প্রবৃত্তি, নিবৃত্তি ও জীবনযোনি যত্ন (Vital effort, যে যত্নে শ্বাস প্রশ্বাস সম্পাদিত হয় সেই যত্ন) ভেদে প্রযত্ন তিন প্রকার।

চিকীর্ষা ইত্যাদি—মধু ও বিষসম্পৃক্ত অন্ন ভোজনাদিতে বলবৎ অনিষ্টানুবন্ধিত্ব আছে বলিয়া চিকীর্ষা না থাকায় প্রবৃত্তি হয় না,

* কৃতিসাধ্যতাজ্ঞানাদি বিশিষ্ট, অথচ বলবদনিষ্টাজনকত্ব জ্ঞান শূন্য ব্যক্তির তাদৃশ জ্ঞান ব্যতিরেকেও চিকীর্ষাতে বিলম্ব না হওয়ায় "কাহারও মতে" এইরূপে ঐ মতের অস্বরসত্ব প্রদর্শিত হইয়াছে। যদি বলবদনিষ্টাজনকত্ব জ্ঞান চিকীর্ষার প্রতি কারণ হইত, তাহা হইলে পূর্ব্বোক্ত স্থলে চিকীর্ষা হইতে পারিত না, কারণ তাদৃশ জ্ঞান সেস্থলে নাই।

ইহাই ভাবার্থ। কৃতিসাধ্যতা জ্ঞানের ন্যায় বলবদনিষ্টের অননুবন্ধিত্ব-(বলবান্ অনিষ্ট মৃত্যু প্রভৃতির অজনকত্ব), জ্ঞান ও স্বতন্ত্র অন্বয়-ব্যতিরেক বশতঃ প্রবৃত্তির প্রতি কারণ, ইহা কেহ কেহ বলিয়া থাকেন (স্বতন্ত্র অন্বয় ব্যতিরেক যথাঃ—বলবদনিষ্টাননুবন্ধিত্ব জ্ঞান থাকিলে প্রবৃত্তি হয়, ও না থাকিলে হয় না)। গুরুদিগের মতে (প্রাভাকরদিগের মতে) কার্য্যতাজ্ঞানই (কৃতিসাধ্যতা জ্ঞানই) প্রবৃত্তির প্রতি কারণ, যথাঃ—জননীয় প্রবৃত্তির প্রতি জ্ঞানের চিকীর্ষাতিরিক্ত (অন্য) অপেক্ষিত নাই (অর্থাৎ জ্ঞান চিকীর্ষাকে অপেক্ষা করিয়াই প্রবৃত্তির প্রতি কারণ হয়)। সেই চিকীর্ষা আবার কৃতিসাধ্যতাজ্ঞান-সাধ্য, যেহেতু ইচ্ছা স্বপ্রকার-প্রকারক-জ্ঞান-সাধ্য এইরূপ নিয়ম আছে। কৃতিসাধ্যত্ব-প্রকারক ইচ্ছার নাম চিকীর্ষা, সুতরাং কৃতিসাধ্যত্ব ইচ্ছাংশে প্রকার, তৎপ্রকারক জ্ঞান (অর্থাৎ কৃতিসাধ্যত্ব-প্রকারক জ্ঞান) চিকীর্ষার কারণ ও চিকীর্ষা দ্বারা প্রবৃত্তির প্রতি কারণ *।

[নৈয়ায়িকেরা ইষ্ট সাধনতা জ্ঞানকে প্রবৃত্তির প্রতি কারণ বলেন, সেই মত দূষিতেছেন]।

ইষ্ট-সাধনতা-জ্ঞান প্রবৃত্তির কারণ নহে (যদি কারণ হয় তাহা হইলে) কৃত্যসাধ্য চন্দ্রমণ্ডলানয়নাদিতেও প্রবৃত্তির আপত্তি হইয়া পড়ে। যদি বল কৃত্যসাধ্যতা জ্ঞান প্রতিবন্ধক, তাহাও হইতে পারে না। তদভাবাপেক্ষা (প্রতিবন্ধকাভাবের কারণতাপেক্ষা, যদি কৃত্যসাধ্যতা জ্ঞানকে প্রতিবন্ধক বলা যায়, তাহা হইলে প্রতিবন্ধকাভাববিশিষ্ট ইষ্ট-সাধনতা জ্ঞানকে কারণ বলিতে হইবে) কৃতিসাধ্যতা জ্ঞানেরই লঘুত্ব আছে (অর্থাৎ কৃতিসাধ্যতা জ্ঞানের কারণতার লাঘব হেতুক উহাকেই কারণ বলা ভাল)। যদি বল ঐ দুইটাই (প্রতিবন্ধকাভাব ও ইষ্ট সাধনতা জ্ঞান) কারণ, তাহাও হইতে পারে না, কারণ তাহা হইলে গৌরব দোষ হয়। (নৈয়ায়িকের আশঙ্কা)—(যদি কৃতিসাধ্যতা জ্ঞানই প্রবৃত্তির

* স্বপ্রকার-প্রকারক-ধী-সাধ্য=স্ব অর্থাৎ নিজের প্রকার, সেই প্রকার, যে জ্ঞানের প্রকার সেই জ্ঞান সাধ্য। এস্থলে স্বপদে ইচ্ছা গ্রহণ করিতে হইবে। কৃতিসাধ্যত্ব সেই ইচ্ছার প্রকার। তৎপ্রকারক অর্থাৎ কৃতিসাধ্যত্ব-প্রকারক, জ্ঞান চিকীর্ষার প্রতি কারণ।

প্রতি কারণ হয়) "তাহা হইলে তোমার মতে মধু ও বিষ মিশ্রিত অন্ন ভক্ষণে ও চৈত্য (রথ্যা বৃক্ষ, পথের পার্শ্বস্থ বৃক্ষ) পূজাতেও প্রবৃত্তির আপত্তি হইয়া উঠে, যেহেতু সেস্থলে কার্য্যতা জ্ঞান (অর্থাৎ কৃতিসাধ্যতা জ্ঞান) আছে"। ইহাও বলিতে পার না, কারণ স্ববিশেষণবত্ত্বা-জ্ঞান-জন্য কার্য্যতা জ্ঞানেরই প্রবর্ত্তকত্ব স্বীকার করা যায় *। যেহেতু কাম্য পাকযাগাদি স্থলে কামনা "স্ব" এর (অর্থাৎ প্রবর্ত্তমান পুরুষের) বিশেষণ [কাম্য যাগাদি স্থলে কামনাবৎ-পুরুষ-কর্ত্তব্যো যাগঃ এইরূপ অর্থ বোধ হয়, সুতরাং তাদৃশ স্থলে কামনা পুরুষের বিশেষণ]। তাহার পর বলবদনিষ্টাননুবন্ধি কাম্য-সাধনতা-জ্ঞান জন্য কার্য্যতা জ্ঞান হয়, তাহার পর প্রবৃত্তি হয়। তৃপ্ত ব্যক্তি ভোজনে প্রবৃত্ত হয় না, যেহেতু সেস্থলে কামনার পুরুষ-বিশেষণত্বাভাব আছে। (অর্থাৎ সেস্থলে পুরুষ তৃপ্তি-কাম নহে সুতরাং কামনা পুরুষের বিশেষণ হয় না, ও ভোজন আমার কৃতিসাধ্য, কারণ, উহা আমার কৃতি ব্যতিরেকে হয় না ও আমার ইষ্ট সাধন এইরূপ অনুমান করা যায় না)। নিত্য কর্ম্ম স্থলে শৌচাদি

---

* "স্বপদে" প্রবর্ত্তমান পুরুষ গ্রহণ করিতে হইবে। অর্থাৎ, কেবল কৃতিসাধ্যত্ব জ্ঞান প্রবৃত্তির প্রতি কারণ নহে, কিন্তু স্ব অর্থাৎ কার্য্যে প্রবর্ত্তমান পুরুষের যে বিশেষণ, তদ্‌বত্ত্বা-অর্থাৎ পক্ষে তাহার সম্বন্ধ, তাহার প্রতিসন্ধান, অর্থাৎ জ্ঞান, তজ্জন্য যে কার্য্যতা জ্ঞান তাহাই প্রবর্ত্তক। কাম্য কর্ম্ম যাগপাকাদি স্থলে পুরুষ ফল বিষয়ের কামনা করিয়া কর্ম্মে প্রবৃত্ত হন, সুতরাং কামনা সেস্থলে পুরুষের বিশেষণ, সেই বিশেষণবত্ত্ব (অর্থাৎ কামনা) স্ববিষয়-সাধনত্ব-সম্বন্ধে যাগপাকাদিতে আছে। ঐ বিশেষণবত্ত্ব জ্ঞান জন্য যে কার্য্যতা জ্ঞান তাহাই কার্য্যের প্রবর্ত্তক। অর্থাৎ যাগ-পাকাদি স্থলে "যাগপাকাদি আমার কৃতিসাধ্য, কারণ উহা আমার কৃতি ব্যতিরেকে হয় না ও আমার ইষ্ট সাধন" এইরূপ অনুমান করা যাইতে পারে। এই অনুমানে কৃতিসাধ্যত্ব জ্ঞান (সাধ্যের জ্ঞান), হেতুর ঘটকীভূত স্ববিশেষণবত্ত্ব অর্থাৎ ইষ্টসাধনত্ব জ্ঞান জন্য। সুতরাং এস্থলে স্ববিশেষণবত্ত্বা-জ্ঞান-জন্য কার্য্যতা জ্ঞান আছে বলিয়া প্রবৃত্তি হয়। মধু বিষ মিশ্রিত অন্নভক্ষণ স্থলে তাদৃশান্নভক্ষণ পুরুষের ইষ্ট নয় বলিয়া তদ্বিষয়ক কামনা পুরুষ বিশেষণ হয় না, সুতরাং স্ববিশেষণবত্ত্বা-জ্ঞান-জন্য কার্য্যতা জ্ঞান না থাকায় প্রবৃত্তি হয় না। এক্ষণে আশঙ্কা এই যে মধ্বংশে ও অন্নাংশে ইষ্ট সাধনতা জ্ঞান আছে, সুতরাং প্রবৃত্তি হইতে পারে, এই নিমিত্ত বলিতেছেন স্ববিশেষণবত্ত্বা-প্রতিসন্ধানাংশে বলবদনিষ্টাননুবন্ধিত্ববিষয়কত্ব রূপ বিশেষণ দিতে হইবে। গুরু মতে কাম্য ও নিত্য এই উভয়বিধ কর্ম্ম স্থলে প্রবৃত্তির প্রতি বলবদনিষ্টাননুবন্ধীষ্ট-সাধনতা ও (নিত্য স্থলে) শৌচাদি এই উভয়ের অন্যতর যে লিঙ্গ, তৎপ্রতিসন্ধান জন্য কার্য্যতাজ্ঞান প্রবর্ত্তক, এইরূপ কার্য্যকারণভাব নিবেশ করিতে হইবে। সুতরাং তাহা অপেক্ষা বলবদনিষ্টাননুবন্ধীষ্ট-সাধনত্ব-সমানাধিকরণ কৃতিসাধ্যত্ব জ্ঞান রূপ নৈয়ায়িকোক্ত কারণতার লাঘব আছে।

পুরুষের বিশেষণ, (নিত্য সন্ধ্যাবন্দনাদি আমার কৃতিসাধ্য, কারণ আমি ব্রাহ্মণ ও আমার তৎতৎকালীন শাস্ত্রবিহিত শৌচ আছে, এইরূপ অনুমান করা যাইতে পারে) তজ্জন্য সেস্থলে শৌচাদি-জ্ঞানাধীন কৃতিসাধ্যতা-জ্ঞান হেতুক প্রবৃত্তি হইয়া থাকে। (নৈয়ায়িকের আশঙ্কা) "যদি বল তাহা অপেক্ষা (অর্থাৎ বলবদনিষ্টাননুবন্ধিত্ববিশিষ্ট ইষ্ট-সাধনতা-জ্ঞান জন্য কৃতিসাধ্যতা জ্ঞানাপেক্ষা) লাঘব হেতুক বলবদনিষ্টাননুবন্ধি ইষ্ট সাধনতা বিষয়ক কার্য্যতা জ্ঞানই প্রবৃত্তির কারণ হউক (নিয়মাদি ঘটিত জন্যত্বাপেক্ষা বিষয়ত্বের লাঘব আছে ইহাই ভাব)। আর, বলবদনিষ্টা-ননুবন্ধিত্ব শব্দের অর্থ ইষ্টোৎপত্তির নান্তরীয়ক * দুঃখাপেক্ষা অধিক দুঃখের অজনকত্ব, অথবা বলবৎদ্বিষ্ট-বিষয়ক-দুঃখের অজনকত্ব" ইহাও বলিতে পার না; † (প্রাভাকরের উত্তর) কারণ, ইষ্ট সাধনত্ব ও কৃতি-সাধ্যত্বের জ্ঞান এককালে হওয়া অসম্ভব, যেহেতু সাধ্যত্ব ও সাধনত্বের (পরস্পর) বিরোধ আছে। অসিদ্ধেরই সাধ্যত্ব ও সিদ্ধেরই সাধনত্ব হইয়া থাকে। এক বস্তুকে এক ব্যক্তি এককালে সিদ্ধ ও অসিদ্ধ বলিয়া জানিতে পারে না। সেই হেতু, কালভেদে উভয়ের জ্ঞান হয়" ইহা বলিতে পার না, (নৈয়ায়িকের মীমাংসা) যেহেতু লাঘব বশতঃ বলবদনিষ্টাননুবন্ধি যে ইষ্ট, তৎসাধনত্ব সমানাধিকরণ যে কৃতিসাধ্যতা জ্ঞান, তাহারই কারণত্ব (স্বীকার করা যায়)। (এস্থলে) সাধ্যত্ব সাধনত্বের বিরোধ নাই। যেহেতু যদাকদাচিৎ (অর্থাৎ ভিন্ন ভিন্ন কালীন) সাধ্যত্ব ও সাধনত্বের অবিরোধ আছে, এক সময়েও (নির্বিশেষিত) সাধ্যত্ব সাধনত্বের জ্ঞান হইয়া থাকে। (প্রাভাকর মতানুযায়ী) নব্যেরা বলেন "ইহা আমার কৃতিসাধ্য" এরূপ জ্ঞান প্রবৃত্তির প্রতি কারণ নহে,—

---

* নান্তরীয়ক অর্থাৎ মধ্যবর্ত্তী, কোন ইষ্ট বস্তু সাধন করিতে হইলে তৎসাধন কালীন ফললাভের পূর্ব্ববর্ত্তী দুঃখ সমূহের নাম ইষ্টোৎপত্তি-নান্তরীয়ক দুঃখ, যেমন পাকাদি স্থলে অগ্নি প্রজ্বলন ও কাষ্ঠাদ্যাহরণ জন্য দুঃখ।

† আশঙ্কিত নৈয়ায়িক মত, প্রাভাকর ইষ্টসাধনত্ব ও কৃতিসাধ্যত্বের যুগপৎ জ্ঞান অশক্য ইত্যাদি দ্বারা দূষিতেছেন। অসিদ্ধ, যেমন পচামান অন্নাদির সাধ্যত্ব অর্থাৎ কৃতিসাধ্যত্ব, ও সিদ্ধ, যেমন পক্ব অন্নাদির সাধনত্ব, অর্থাৎ ইষ্টসাধনত্ব আছে। একই অন্নাদির সিদ্ধত্ব ও সাধনত্ব নাই।

যেহেতু অনাগত স্থলে তাদৃশ জ্ঞান অসম্ভব; * কিন্তু যাদৃশ ব্যক্তির যাহা কৃতিসাধ্য দৃষ্ট হইয়াছে নিজেরও তাদৃশত্ব আছে এইরূপ নিশ্চয় করিয়া লোকে তাহাতে প্রবৃত্ত হয়। তজ্জন্য অন্নকাম, অন্নসাধনতা-জ্ঞান বিশিষ্ট ও অন্নের উপকরণ বিশিষ্ট ব্যক্তির কৃতিসাধ্য পাক, আমিও সেইরূপ, ইহা জানিয়া লোকে পাকে প্রবৃত্ত হয় এইরূপ বলিয়া থাকেন। (তাহা হইতে পারে না); (গ্রন্থকারের উত্তর) কারণ, স্বকল্পিত গ্রন্থ রচনা-প্রবৃত্তি বা যৌবনকালে কামোদ্ভেদ হেতু সম্ভোগাদি স্থলে তাহার (অর্থাৎ, যাদৃশ ব্যক্তির কৃতিসাধ্য যাহা দৃষ্ট হইয়াছে আমাতেও তাদৃশত্ব আছে এইরূপ নিশ্চয়ের) অভাব দেখা যায় (অর্থাৎ যেস্থলে নিজে কোন গ্রন্থ রচনা করা যায় সেস্থলে সেই গ্রন্থ রচনা সেই রচয়িতার পূর্ব্বে আর কোন ব্যক্তি কর্তৃক রচিত হয় নাই বলিয়া, ও ব্যবায়াদি স্থলেও তুল্য যুক্তিতে দৃষ্টপূর্ব্বত্ব নাই, সুতরাং প্রবৃত্তির অভাবাপত্তি হইয়া পড়িল)। ইহা বুঝিতে হইবে যে ইদানীন্তন ইষ্টসাধনত্বাদির জ্ঞানই প্রবৃত্তির প্রতি কারণ, তজ্জন্য ভাবিযৌবরাজ্যলাভে বালকের প্রবৃত্তি হয় না। কারণ, তৎকালে তাহার কৃতিসাধ্যতা জ্ঞান নাই (অর্থাৎ "যৌবরাজ্য লাভ আমার কৃতিসাধ্য" এরূপ বলিয়া বালকের নিশ্চয় না থাকায় তাহাতে তাহার প্রবৃত্তি হয় না)। এইরূপ তৃপ্ত ব্যক্তি ভোজনে প্রবৃত্ত হয় না, কারণ সে সময়ে (তাহার) ইষ্ট সাধনত্ব জ্ঞান নাই (ভোজন আমার ইষ্ট সাধন বলিয়া জ্ঞান নাই)। রোষদূষিতচিত্ত ব্যক্তি বিষাদি ভক্ষণেও প্রবৃত্ত হয়, কারণ, সে সময়ে তাহার বলবদনিষ্টানন্নুবন্ধিত্ব জ্ঞান নাই (অর্থাৎ সে তৎকালে মৃত্যুকে বলবদনিষ্ট বলিয়া জ্ঞান করে না)। যদি বল আস্তিক ব্যক্তির অগম্যা (স্ত্রী) ও শত্রু বধাদিতে প্রবৃত্তি স্থলে কেমন করিয়া বলবদ-নিষ্টানন্নুবন্ধিত্ববুদ্ধি হইতে পারে, যেহেতু (তাহার) (তৎতৎকর্ম্মের) নরক-

---

* কারণ, তাদৃশ স্থলে সামান্য লক্ষণার অস্বীকার বশতঃ প্রত্যক্ষের, ও পক্ষ জ্ঞানের অভাব বশতঃ অনুমিতির অসম্ভব আছে। সোসাইটীর সংস্করণে এই স্থলে "অনাগতেষ্টস্য জ্ঞাতুমশক্যত্বাৎ" অর্থাৎ অনাগত ইষ্ট বস্তুর জ্ঞান অসম্ভব এইরূপ, ও পর বাক্যে "যাদৃশস্য পুংসঃ কৃতিসাধ্যং যদিষ্টং তাদৃশত্বং ইত্যাদি" অর্থাৎ যাদৃশ পুরুষের কৃতিসাধ্য যে ইষ্ট ইত্যাদি, পাঠ আছে। বোধ হয় দিনকরী ধৃত পাঠের "যদ্দৃষ্টং" ই সোসাইটীর পুস্তকে "যদিষ্টং" এই আকার ধারণ করিয়াছে।

সাধনত্ব জ্ঞান আছে, ইহা বলিতে পারা যায় না; কারণ, (সে সময়ে) উৎকট রাগাদি দ্বারা নরক-সাধনতা-বুদ্ধির তিরোধান হয়। বৃষ্টি প্রভৃতি স্থলে কৃতিসাধ্যতা জ্ঞান না থাকায় চিকীর্ষা বা প্রবৃত্তি হয় না, কিন্তু ইষ্ট-সাধনতা জ্ঞান হেতুক কেবল মাত্র (বৃষ্টি হউক এই) ইচ্ছা হয়। কৃতি শব্দে প্রবৃত্তি রূপ চেষ্টা (স্বেচ্ছাধীন কৃতি Voluntary effort) বুঝিতে হইবে। তজ্জন্য জীবনযোনি-যত্ন-সাধ্য প্রাণ পঞ্চক সঞ্চার বিষয়ে (প্রাণ, অপান প্রভৃতি পঞ্চ বায়ুর সঞ্চার বিষয়ে) প্রবৃত্তি হয় না। (যেহেতু উহা প্রবৃত্তিরূপ কৃতির সাধ্য নহে)। এইরূপ প্রবর্ত্তকত্বানুরোধ-বশতঃ বিধির (বিধি বাক্যেরও) ইষ্টসাধনত্বাদিই অর্থ। (যেহেতু বিধি সকল প্রবর্ত্তক সুতরাং যে কারণে প্রবৃত্তি হইয়া থাকে বিধি সকলও সেই সেই কারণের সূচক)। এই হেতু "বিশ্বজিৎ যজ্ঞ করা উচিত" ইত্যাদি যে সকল বিধি বাক্যে ফলশ্রুতি নাই সেস্থলে স্বর্গ ফল রূপে কল্পিত হইয়া থাকে। যদি বল "অহরহ সন্ধ্যোপাসনা করা উচিত" ইত্যাদি স্থলে ইষ্টানুৎপত্তি হেতুক (নিত্য কর্ম্মের দ্বারা কোন পুণ্যাদি হয় না) কেমন করিয়া প্রবৃত্তি হয়? "সেস্থলে, অর্থবাদলব্ধ ব্রহ্মলোকাদি অথবা প্রত্যবায়াভাব রূপ ফল কল্পনা করিব" এরূপ বলিতে পারা যায় না, তাহা হইলে, (সন্ধ্যাবন্দনাদির) কাম্যত্ব (কামনা জন্যত্ব) হইলে নিত্যত্ব হানির আপত্তি হইল; আর যদি কামনা-ভাব (সন্ধ্যাবন্দনাদিতে কোন ফল কামনা নাই) এই কথা বল তাহা হইলে অকরণাপত্তি ঘটিয়া উঠে। এইরূপ যেস্থলে (নিত্যকর্ম্ম স্থলে) ফলশ্রুতি আছে সেস্থলে অর্থবাদ মাত্র (অর্থাৎ ফলশ্রুতির বৈয়র্থ্যশঙ্কায় অর্থবাদরূপে স্তুতি মাত্রে পর্য্যবসান) এ কথাও বলিতে পারা যায় না; কারণ গ্রহণ-শ্রাদ্ধাদি-স্থলে নিত্যত্ব নৈমিত্তিকত্বের ন্যায়, নিত্যত্ব ও কাম্যত্বের অবিরোধ আছে (গ্রহণ শ্রাদ্ধ নিত্যকর্ম্ম, অথচ উহা গ্রহণাদি নিমিত্ত উপলক্ষ্যে করিতে হয়, বলিয়া নৈমিত্তিক কর্ম্ম। সুতরাং উহাতে নিত্যত্ব নৈমিত্তিকত্ব উভয়ই আছে)। যদি বল (পূর্ব্বোক্ত সন্ধ্যাদি স্থলে), কামনাভাব থাকিলে, অকরণাপত্তি হইবে, তাহাতে বক্তব্য এই যে ত্রিকালীন স্তব পাঠাদির ন্যায় কামনাসদ্ভাবেরই কল্পনা করা যায়। বেদবোধিত

কার্য্যতা জ্ঞানে প্রবৃত্তি হইতে পারে না *, কারণ, নিজ ইষ্ট সাধনতা জ্ঞান না জানিতে পারিলে তাদৃশ কার্য্যতা জ্ঞান সহস্র থাকিলেও প্রবৃত্তি হইতে পারে না। যদি বল পশু অপূর্ব্বই (স্বতঃ প্রয়োজন) সেস্থলে ফল †, তাহাও হইতে পারে না; কারণ, সেস্থলে কামনাভাব হেতু অকারণাপত্তির তুল্যতা (তাদবস্থ্য আছে। যদি কামনা কল্পনা কর তাহা হইলে রাত্রিসত্র ন্যায়ে অর্থবাদলব্ধ কোন ফল কল্পনা করা যাইতে পারে, অন্যথা প্রবৃত্তির অনুপপত্তি ঘটিয়া উঠে। তজ্জন্য কেহ কেহ প্রত্যবায়ের অনুৎপত্তিকেই (ফল) বলিয়া থাকেন ‡। এইরূপে "যাঁহারা শংসিতব্রত হইয়া সতত সন্ধ্যোপাসনা করেন তাহারা বিগতকলুষ হইয়া আময় শূন্য ব্রহ্মলোকে গমন করেন", এইরূপ "পিতৃলোকের প্রীত্যুৎপাদন নিমিত্ত অহরহ পিতৃলোকের শ্রাদ্ধ করা উচিত" ইত্যাদি রূপ ফল হউক। যদি বল পিতৃপ্রীতি কেমন করিয়া ফল হইতে পারে, উহা (কার্য্যের) ব্যধিকরণ (কার্য্য যেস্থলে অর্থাৎ পুত্রাদিতে আছে তাহাতে নাই); তাহাতে বক্তব্য এই যে গয়াশ্রাদ্ধাদির ন্যায় কোন কোন স্থলে (কার্য্যের) উদ্দেশ্যতাসম্বন্ধত্ব রূপে ফলজনকত্ব কল্পনা করা যায়। (অর্থাৎ কোন কোন স্থলে যদুদ্দেশে কর্ম্ম করা যায় ফল তন্নিষ্ঠ হয়

* অর্থাৎ সেস্থলেও কামনা সম্ভাবের কল্পনা করা যায় ও তজ্জন্যই প্রবৃত্তি হয়, বেদ-বোধিত কার্য্যতা জ্ঞানে প্রবৃত্তি হয় না। এই শেষোক্ত মত গুরুদিগের মত, উহা কুকুমাঞ্জলিতে আচার্য্য কর্ত্তৃক দূষিত হইয়াছে।

† প্রাভাকরেরা নিত্য কর্ম্ম স্থলে পশ্বাপূর্ব্ব; অর্থাৎ "নিষ্ফল অপূর্ব্ব" ই ফল ইহা স্বীকার করিয়া থাকেন। অর্থাৎ যে অপূর্ব্ব দ্বারা উত্তর কালে স্বর্গাদি ফললাভের সম্ভাবনা নাই সেই অপূর্ব্বই পশ্বাপূর্ব্ব। পশু অর্থাৎ ফলের অসাধক যে অপূর্ব্ব তাহাই পশ্বাপূর্ব্ব। গুরু মতে কার্য্যত্ব রূপে অপূর্ব্বেই বিধির শক্তি, সুতরাং "ন কলঞ্জং ভক্ষয়েৎ" এই নিষেধ বিধি স্থলেও অপূর্ব্বে বিধির শক্তি স্বীকার করিতে হইবে, পরন্তু যেস্থলে ফলসাধক কোনরূপ অপূর্ব্ব নাই, অগত্যা পশ্বাপূর্ব্বই স্বীকার করিতে হইবে। ন্যায়মতে ইষ্টসাধনতাজ্ঞানাধীন-কৃতিসাধ্যত্ব বিধ্যর্থ। তাঁহাদের মতে নিষেধ বিধি স্থলে কোনও রূপ অনুপপত্তি না থাকায় "পশ্বাপূর্ব্ব" স্বীকারের প্রয়োজন হয় না। কোন কার্য্য করণানন্তর, পূর্ব্বে যাহা ছিল না এরূপ কোন "অতিশয়" (Peculiarity) উৎপন্ন হয়, ঐ অতিশয় বা অপূর্ব্ব কর্ত্তৃনিষ্ঠ-ধর্ম্ম-বিশেষ। উহাই কালান্তরভাবী স্বর্গাদির জনক।

‡ অর্থাৎ যেরূপ রাত্রিসত্র বাচ্য কতকগুলি কর্ম্মের কোনরূপ ফলশ্রুতি না থাকিলেও প্রতিষ্ঠা রূপ আর্থবাদিক ফল কল্পনা করিতে হয় সেইরূপ এই স্থলেও করিতে হইবে। তজ্জন্য, অর্থাৎ আর্থবাদিক ফল কল্পনায় লাঘব বশতঃ।

এইরূপ স্বীকার করা যায়) অতএব (অর্থাৎ, শ্রাদ্ধের ফল পিতৃপ্রীতি বলিয়া) উক্ত আছে "শাস্ত্র দর্শিত ফল অনুষ্ঠাতার হয়" ইহা উৎসর্গ (অর্থাৎ সামান্য বিধি)। যেস্থলে পিতৃলোকের মুক্তি ফল, সেস্থলে যাবৎ নিত্য নৈমিত্তিক কর্ম্ম মাত্রেরই ফল স্বর্গ বলিয়া নিজের (অনুষ্ঠাতার) স্বর্গাদি ফল হয় * (সুতরাং প্রবৃত্তি,) পশু অপূর্ব্বকে প্রবৃত্তির কারণ বলা যায় না। কারণ, উহা সুখ বা দুঃখাভাবের ন্যায় স্বতঃ পুরুষার্থ বা তাহার সাধন নহে। যদি বল প্রত্যবায়ানুৎপত্তি স্থলে কেমন করিয়া প্রবৃত্তি হইবে? † এই রূপে; যেমন নিত্যকর্ম্ম করিলে প্রত্যবায়াভাব (প্রত্যবায়ের প্রাগভাব) হয়, তাহার অভাবে (নিত্যকর্ম্মাভাবে) তাহার (প্রত্যবায়াভাবের) অভাব হয় (অর্থাৎ নিত্যকর্ম্ম না করিলে প্রত্যবায় হয়), সেইরূপ প্রত্যবায়াভাব থাকিলে দুঃখপ্রাগভাব থাকে ও তাহার অভাব থাকিলে তাহার অভাব থাকে। এই প্রকারে দুঃখপ্রাগভাবের প্রতিও (প্রত্যবায়াভাবের) যোগক্ষেম-সাধারণ কারণতা ভাল রূপে বলিতে পারা যায় ‡। এইরূপে

* অর্থাৎ গয়া শ্রাদ্ধাদি স্থলে পিতৃলোকের মুক্তি ফল হইলেও নিত্য নৈমিত্তিক সকল কার্য্যেরই ফল স্বর্গ বলিয়া অনুষ্ঠাতারও স্বর্গ ফল হয়। সুতরাং সেস্থলেও "শাস্ত্র দর্শিত ফল অনুষ্ঠাতার হয়" এই সাধারণ নিয়মের ব্যভিচার হইল না।

† "তজ্জন্য কেহ কেহ প্রত্যবায়ানুৎপত্তিকে প্রবৃত্তির কারণ বলেন" এই পূর্ব্ব গ্রন্থ দেখ। কারণ, প্রত্যবায়ানুৎপত্তি স্বত পুরুষার্থ নহে। আর ইহাকে দুঃখানুৎপত্তি রূপ পুরুষার্থের সাধনও বলা যায় না। কারণ দুঃখানুৎপত্তি প্রাগভাব পদার্থ বলিয়া উহা প্রত্যবায়ানুৎপত্তিজন্য নহে। উত্তরে গ্রন্থকার বলিতেছেন দুঃখপ্রাগভাবের প্রতি প্রত্য-বায়াভাবের যোগক্ষেম-সাধারণ কারণতা আছে। সুতরাং দুঃখপ্রাগভাবরূপ পুরুষার্থের সাধন বলিয়া প্রত্যবায়ানুৎপত্তি প্রবৃত্তির প্রতি কারণ হইতে পারে।

‡ মীমাংসকেরা প্রাগভাবের ক্ষৈমিক জন্যতা অর্থাৎ যোগক্ষেম-সাধারণ জন্যতা স্বীকার করেন। যোগ অর্থাৎ অপ্রাপ্ত পদার্থের প্রাপ্তি, ক্ষেম অর্থাৎ প্রাপ্ত পদার্থের পরিরক্ষণ। যতক্ষণ পর্য্যন্ত দুঃখ প্রাগভাব থাকিবে, ততক্ষণ দুঃখ থাকিবে না, সুতরাং যাহা দ্বারা ঐ প্রাগভাব রক্ষিত হয়, তাহা উহার যোগক্ষেম-সাধারণ কারণ। এক্ষণে প্রত্যবায়াভাব, দুঃখপ্রাগভাবের যোগক্ষেম-সাধারণ কারণ ও দুঃখপ্রাগভাব যোগক্ষেম-সাধারণ জন্য। এইরূপ নিত্য কর্ম্মও প্রত্যবায়প্রাগভাবের যোগক্ষেম-সাধারণ কারণ। অর্থাৎ যতক্ষণ নিত্য কর্ম্ম থাকে ততক্ষণ প্রত্যবায়প্রাগভাব থাকে ইত্যাদি। নৈয়ায়িকদিগের মতে প্রাগভাবকে নিত্য বা জন্য কিছুই বলিতে পারা যায় না। যদি জন্য বলা যায়, তাহা হইলে তাহা পূর্ব্বে ছিল না বলিতে হইবে; তাহা অসম্ভব, কারণ কোন বস্তু উৎপত্তি হইবার পূর্ব্বে অনাদিকাল উহার প্রাগভাব আছে বলিতে হইবে। উহাকে নিত্যও বলা যায় না, কারণ উহার নাশ আছে।

প্রায়শ্চিত্তেরও দুঃখ-প্রাগভাব হেতুতা (অর্থাৎ যোগক্ষেম সাধারণ হেতুতা; কারণ, প্রায়শ্চিত্ত করিলে দুঃখ প্রাগভাব থাকে)। যদি বল "কলঞ্জ ভক্ষণ করা উচিত নহে" ইত্যাদি স্থলে বিধ্যর্থে (ইষ্টসাধনত্ব ও কৃতি-সাধ্যত্বে) নঞর্থের কেমন করিয়া অন্বয় হইবে; কারণ, (ঐ স্থলে) ইষ্ট-সাধনত্বাভাব বা কৃতিসাধ্যত্বাভাব এই উভয়েরই বোধ হওয়া অশক্য (কারণ কলঞ্জ ভক্ষণ ইষ্টসাধন ও কৃতিসাধ্য উভয়ই বটে); তাহাতে বক্তব্য এই যে, সেস্থলে বাধ হেতুক, ইষ্ট সাধনত্ব বা কৃতিসাধ্যত্ব বিধির অর্থ নহে, কিন্তু বলবদনিষ্টানন্নুবন্ধিত্ব মাত্রেই বিধির অর্থ, নঞ্ দ্বারা তাহার অভাব বোধ হইতেছে *। অথবা † বলবদনিষ্টানন্নুবন্ধীষ্টসাধনত্ব বিশিষ্ট কৃতিসাধ্যত্ব বিধির অর্থ (এই স্থলে বৈশিষ্ট সামানাধিকরণ্য স্বরূপ), নঞ্ দ্বারা বোধ্যমান তাহার অভাব, বিশিষ্টাভাব। ঐ অভাব বিশেষ্যবৎ-পদার্থে (অর্থাৎ, ইষ্টসাধনত্বাদি বিশিষ্ট কলঞ্জ ভক্ষণে) বোধ হইতেছে, সুতরাং উহা বিশেষণাভাবে (বলবদনিষ্টানন্নুবন্ধিত্বাভাবে) বিশ্রাম করিতেছে। (বিশিষ্টাভাবে কখন বিশেষ্যের কখনও বিশেষণের অভাব বোধ হয়, সেই নিয়মানুসারে এস্থলে বিশেষণের অভাব বোধ হইল)।

‡ যদি বল "অভিচারের নিমিত্ত (শত্রু বধ কামনায়, নিমিত্তে শত্রু) শ্যেন যাগ করিবে" এই স্থলে বলবদনিষ্টানন্নুবন্ধিত্বকে কেমন করিয়া (বিধির) অর্থ বলা যায়, কারণ মরণানুকূলব্যাপাররূপ শ্যেন যাগের হিংসাত্ব নিবন্ধন, নরকসাধনত্ব আছে। যদি বল বৈধ কর্ম্ম বলিয়া উহার নিষেধ নাই (অর্থাৎ বৈধ হিংসা বলিয়া, "কোন ভূতকে হিংসা করিবে না" এই নিষেধ বিধি বৈধ হিংসেতর স্থলেই প্রযোজ্য), তাহাও হইতে পারে না; কারণ, অভিচার স্থলে প্রায়শ্চিত্তের উপদেশ আছে। "মরণানুকূল

---

* অর্থাৎ ইষ্টসাধনত্বাদি তিনটীতেই বিধির শক্তি স্বীকার করা যায় বলিয়া কোন স্থলে কোন একটীর, যেমন প্রকৃত স্থলে বলবদনিষ্টানন্নুবন্ধিত্বের গ্রহণে দোষ হয় না।

† আর যদি লাঘব বশতঃ উক্ত তিনটীর প্রত্যেকে শক্তি স্বীকার না করিয়া বিশিষ্টে বিধির শক্তি স্বীকার করা যায় ও নিষেধ স্থলে বিশিষ্টাভাবের বোধ হয় তাহা হইলে প্রকৃত স্থলে বিশেষ্যে বাধ বশতঃ বিশেষণেরই অভাব বুঝাইবে, ইহাই অভিপ্রায়।

‡ যদি বিশিষ্টই বিধ্যর্থ হয় তাহা হইলে শ্যেন যাগে বলবদনিষ্টানন্নুবন্ধিত্ব রূপ বিশেষণের বাধ বশতঃ কিরূপে বিশিষ্ট বিধ্যর্থের বোধ হইবে ইহাই আশঙ্কা—দিনকরী।

ব্যাপার মাত্রকেই যদি হিংসা বলা যায় তাহা হইলে খড়্গকার ও কূপকারের হিংসকত্বাপত্তি হইয়া পড়ে ও গললগ্ন-অন্ন-ভক্ষণ-জন্য মরণ স্থলেও আত্মবধ-জন্য প্রায়শ্চিত্ত করণাপত্তি ঘটিয়া উঠে” ইহাও বলিতে পার না, কারণ মরণোদ্দেশ্যকত্বেরও বিশেষণত্ব স্বীকার করা যায়। (অর্থাৎ মরণানুকূল ব্যাপারমাত্রকে হিংসা বলা যায় না, যদি উহা মরণোদ্দেশ্যক হইয়া মরণানুকূল ব্যাপার হয় তাহা হইলেই হিংসা হইয়া থাকে)। অন্যোদ্দেশে ক্ষিপ্ত নারাচ দ্বারা ব্রাহ্মণ বধ স্থলে যে প্রায়শ্চিত্ত বিধি আছে তাহা বাচনিক, অর্থাৎ বচনসিদ্ধ (বচনে আছেবলিয়া করিতে হয়, নতুবা সেস্থলে নারাচ ক্ষেপ্তার ব্রহ্ম বধ জন্য পাতক নাই) ইহা বলিতে পার না। যেহেতু (এক্ষণে গ্রন্থকার ঐ সমস্ত আপত্তির সমাধান করিতেছেন)। শ্যেন বারণের নিমিত্ত, (হিংসা লক্ষণে) “অদৃষ্টাদ্বারক” এই বিশেষণ দিতে হইবে (অর্থাৎ অদৃষ্ট বিশেষের অজনক মরণানুকূল ব্যাপারের নাম হিংসা। শ্যেন স্থলে, উহা অদৃষ্ট বিশেষের জনক বলিয়া উহার মরণানুকূলত্ব থাকিলেও উহাতে হিংসাত্ব নাই)। অতএব কাশীমৃত্যুলাভের নিমিত্ত যে ব্যক্তি শিব পূজাদি করে, তাহারও (সেই শিব পূজাদিরও) হিংসাত্ব নাই (শিব পূজাদি মরণানুকূল ব্যাপার হইলেও উহা দ্বারা অদৃষ্ট বিশেষের উৎপত্তি হয়, সুতরাং উহা হিংসা হইল না, উহাতে প্রথমতঃ অদৃষ্ট বিশেষ উৎপন্ন হয় ও তাহার ফলে মরণ হয়) *। যদি বল সাক্ষাৎ মরণজনক ব্যাপারেরই হিংসাত্ব, শ্যেন যাগ, তাদৃশ নহে, (অর্থাৎ সাক্ষাৎ মরণজনক নহে, কিন্তু তজ্জন্য (শ্যেন যাগ জন্য) অপূর্ব্ব (অদৃষ্ট) ই (সাক্ষাৎ সম্বন্ধে মরণজনক), (সুতরাং শ্যেনের হিংসাত্ব নাই; এরূপ বলিলে আর “অদৃষ্টাদ্বারক” বিশেষণ দিতে হয় না ইহাই আপত্তি কর্ত্তার অভিপ্রায়) তাহাও সঙ্গত নহে; কারণ তাহা হইলে যেস্থলে খড়্গাঘাত দ্বারা উৎপন্ন ব্রণ সমূহের পাক পরম্পরায় ব্রাহ্মণের মৃত্যু হয় সেস্থলে (আঘাতের)

* অর্থাৎ মরণানুকূল ব্যাপার মাত্রই হিংসা, শ্যেন সাক্ষাৎ মরণানুকূল ব্যাপার নহে, অতএব উহা হিংসা নহে, এই যুক্তির উত্তরে কথিত হইল যে মরণানুকূল ব্যাপার মাত্রই হিংসা নহে কিন্তু মরণানুকূল অথচ মরণোদ্দেশে অনুষ্ঠিত ব্যাপার হিংসা, সুতরাং শ্যেনেরও হিংসাত্ব সিদ্ধ হইল, কারণ উহা মরণানুকূল ও মরণোদ্দেশে অনুষ্ঠিত উভয়ই বটে। ইহার পর গ্রন্থকার শ্যেনের হিংসাত্ব বারণের নিমিত্ত বলিতেছেন যে হিংসা লক্ষণে অদৃষ্টাদ্বারকত্ব যোগ করিতে হইবে।

হিংসাত্বের অনাপত্তি হইয়া উঠে। কেহ কেহ বলেন, শ্যেনের ফল হিংসা, মরণ নহে। এইজন্য অভিচার শব্দে শ্যেন জন্য খড়্গাঘাতাদি রূপ হিংসা বুঝায় ও সেই অভিচারেরই পাপজনকতা আছে। অতএব শ্যেনের বৈধত্ব হেতুক পাপজনকত্ব না থাকিলেও পশ্চাদ্ভাবি পাপ মনে করিয়া সাধু ব্যক্তিরা তাহাতে প্রবৃত্ত হন না *। আচার্য্যের (উদয়নাচার্য্যের) মতে আপ্তাভিপ্রায়ই বিধির অর্থ। "পাক কর" ইত্যাদি স্থলে, আজ্ঞাদিরূপ ইচ্ছাবাচকত্বের ন্যায় লাঘব প্রযুক্ত লিঙ্ মাত্রেরই ইচ্ছা অর্থ †। এইরূপ "স্বর্গকাম ব্যক্তির যাগ করা উচিত" ইত্যাদি স্থলে, যাগ, স্বর্গকাম ব্যক্তির কৃতিসাধ্যত্ব রূপে আপ্তাভিপ্রেত এইরূপ অর্থঃ। তাহার পর আপ্তেষ্টত্ব হেতু দ্বারা ইষ্টসাধনত্বাদির অনুমান করিয়া লোকে ঐ কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়। (অর্থাৎ যেহেতু উহা আপ্তাভিপ্রেত, সুতরাং উহা ইষ্টসাধন, এইরূপ বোধে লোকে ঐ কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়)। কলঞ্জ ভক্ষণাদি স্থলে তাহা না থাকায় (অর্থাৎ, আপ্তাভিপ্রায় না থাকায়) তাহাতে লোকে প্রবৃত্ত হয় না। যে ব্যক্তি বেদে পৌরুষেয়ত্ব স্বীকার না করেন (অর্থাৎ বেদ পুরুষ জন্য এরূপ স্বীকার না করেন) তাহার প্রতি বিধিবাক্যই, গর্ভ কুমারীর পুরুষ সংসর্গের ন্যায়, শ্রুতির পৌরুষেয়ত্বে প্রমাণ ‡। যদি বল, কর্ত্তার অস্মরণই (বেদের পৌরুষেয়ত্বের) বাধক, তাহাতে, বক্তব্য এই যে, কপিলকণাদ প্রভৃতি কর্ত্তৃক অদ্য পর্য্যন্ত কর্ত্তৃস্মরণ প্রতীয়মান হইতেছে

* নব্যেরা বলেন যে শ্যেন স্থলে বলবদনিষ্টের অননুবন্ধিত্ব প্রতিপাদন করা দুষ্কর। তাঁহাদের মতে বলবদনিষ্টানুবন্ধিত্ব বিশিষ্ট ইষ্টসাধনতা বিশিষ্ট কৃতিসাধ্যত্ব বিধির অর্থ নহে, পরন্তু উক্ত তিন অর্থের প্রত্যেকেই বিধির শক্তি। স্থল বিশেষে অর্থ বিশেষের বোধ হয় মাত্র। এ সম্বন্ধে দিনকরীতে বিস্তৃত বিচার আছে অনুসন্ধিৎসু পাঠক তাহা পাঠ করিতে পারেন।

† পাকং কুর্য্যা ইত্যাদি আজ্ঞাবাচক বাক্য, আজ্ঞা দ্বারা আজ্ঞাকর্ত্তার ইচ্ছা অনুমিত হয়।

(এইরূপ সর্ব্ব স্থলেই লাঘব বশতঃ বিধিলিঙের অর্থ ইচ্ছা, ইহা আচার্য্যের মত)।

‡ অর্থাৎ গর্ভ দর্শনে যেমন কুমারীর পুরুষ সংসর্গ অনুমিত হয়, সেইরূপ বিধিবাক্য দ্বারা বেদের পৌরুষেয়ত্ব প্রমাণ হয়। বিধি আপ্তাভিপ্রায়, সুতরাং আপ্তত্বসংগ্রহের নিমিত্ত অস্মদাদির অসম্ভবত্ব হেতু ঈশ্বরই আপ্ত এরূপ বলিতে হইবে। এস্থলে বিন্ধ্যেশ্বরী প্রসাদ দোবে মহাশয়ের সংস্করণে মূলে "শ্রুতি কুমার্য্যাঃ পুংযোগে মানং" এইরূপ পাঠ আছে। ঐ পাঠে সদর্থ না হওয়ায় "গর্ভ ইব কুমার্য্যাঃ শ্রুতেঃ পুংযোগে মানং" এইরূপ পাঠ কল্পিত হইল।

(কপিলাদি হইতে আরম্ভ করিয়া অদ্য পর্য্যন্ত সকলেই বেদের কর্ত্তা আছে বলিয়া স্বীকার করেন)। তাহা না বলিলে স্মৃতি সমূহেরও অকর্ত্তৃকত্বাপত্তি হইয়া উঠে। যদি বল সেস্থলে কর্ত্তৃস্মরণ আছে, তাহা হইলে বেদেও "তাঁহা হইতে ছন্দ সমূহ উৎপন্ন হইয়াছে" ইত্যাদি কর্ত্তৃস্মরণ আছে, এবং "প্রতি মন্বন্তর এই শ্রুতি পুনর্ব্বার বিহিত হয়" ইহাও দ্রষ্টব্য। "তুমি পূর্ব্বে এই ভগবান্ বেদকে স্বয়ম্ভু বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছ। শিবাদি ঋষি পর্য্যন্ত সকলেই এই বেদের স্মারক, কেহই কর্ত্তা নহেন" * ইহা বেদের স্তুতি মাত্র। বেদ পৌরুষেয় হইলে (পুরুষ জন্য বলিয়া) ভ্রমাদি সম্ভব হেতু উহার অপ্রামাণ্য হইয়া উঠে, ইহাও বলিতে পার না; কারণ নিত্য সর্ব্বজ্ঞত্ব হেতু পুরুষের নির্দ্দোষত্ব আছে। (অর্থাৎ পুরুষ নিত্য ও সর্ব্বজ্ঞ, সুতরাং দোষ শূন্য)। অতএব (তদ্ব্যতিরিক্ত) পুরুষান্তরের ভ্রমসম্ভব বশতঃ কপিলাদির বেদের কর্ত্তৃত্ব সিদ্ধ হইল না। তবে, বর্ণ সমূহের অনিত্যত্বের বক্ষ্যমাণত্ব হেতু তৎসমূহাত্মক (বর্ণসমূহাত্মক) বেদেরও অনিত্যতা সিদ্ধ হইল ইতি সংক্ষেপ।

উপাদানস্যেতি—উপাদানের, সমবায়িকারণের, অধ্যক্ষ অর্থাৎ প্রত্যক্ষ, প্রবৃত্তির প্রতিকারণ। ইতি।

নিবৃত্তি ইত্যাদি। দ্বিষ্টসাধনতা জ্ঞানের নিবৃত্তির প্রতি কারণতা অন্বয়ব্যতিরেক দ্বারা সিদ্ধ হইয়াছে ইহাই ভাবার্থঃ ॥ ১৪৯ ॥ ১৫০ ॥ ১৫১ ॥

ভাঃ পঃ—জীবন-যোনি যত্ন সর্ব্বদা অতীন্দ্রিয় (ইন্দ্রিয়ের অগ্রাহ্য)। উহা শরীরে প্রাণ সঞ্চারের প্রতি কারণ বলিয়া কীর্ত্তিত ॥ ১৫২ ॥

যত্ন ইতি। জীবন যোনি যত্ন যাবজ্জীবন বর্ত্তমান থাকে। ঐ যত্ন অতীন্দ্রিয় (ইন্দ্রিয়ের অগোচর)। ঐ বিষয়ে প্রমাণ বলিতেছেন। শরীর ইত্যাদি। অধিক শ্বাসাদি রূপ প্রাণসঞ্চার প্রযত্নসাধ্য (ধাবনাদি স্থলে অতিরিক্ত শ্বাস ক্রিয়া হয়, সেস্থলে যত্নও স্পষ্ট লক্ষিত হইয়া থাকে)। এইরূপে প্রাণ সঞ্চার মাত্রই যত্ন সাধ্য এইরূপ

* মহাভারতের শ্লোক

অনুমান করা যাইতে পারে। এবং প্রত্যক্ষ যত্নের বাধ হেতু (অভাব বশতঃ) অতীন্দ্রিয় যত্ন সিদ্ধি হইয়া থাকে। সেই যত্নকেই জীবন যোনি যত্ন বলে। (ধাবনাদি স্থলে প্রাণ সঞ্চারের যত্নসাধ্যত্ব স্পষ্টই অনুভূত হয়, সুতরাং যেস্থলে প্রাণ সঞ্চারে যত্নের স্পষ্ট অনুভব নাই সেস্থলেও যত্ন আছে ইহা অনুমান করা যাইতে পারে) ॥ ১৫২ ॥

ভাঃ পঃ—গুরুত্ব অতীন্দ্রিয়। উহা পৃথিব্যাদি (পৃথিবী ও জল) এই দুইটী পদার্থে থাকে *। অনিত্য বস্তুতে যে গুরুত্ব থাকে তাহা অনিত্য, নিত্য বস্তুতে যে গুরুত্ব থাকে তাহা নিত্য বলিয়া উদাহৃত ॥ ১৫৩ ॥ তাহা পতন ক্রিয়ার অসমবায়ি কারণ। দ্রবত্ব সাংসিদ্ধিক (স্বাভাবিক) ও অপর অর্থাৎ নৈমিত্তিক ॥ ১৫৪ ॥ সাংসিদ্ধিক দ্রবত্ব জলে থাকে। দ্বিতীয় (অর্থাৎ নৈমিত্তিক দ্রবত্ব) ক্ষিতি ও তেজে থাকে। জলীয় পরমাণুতে যে দ্রবত্ব থাকে তাহা নিত্য, অন্যত্র যে দ্রবত্ব থাকে তাহা অনিত্য বলিয়া অভিপ্রেত ॥ ১৫৫ ॥

গুরুত্ব নিরূপণ করিতেছেন। অতীন্দ্রিয় ইতি। অনিত্য ইতি। অনিত্য দ্ব্যণুকাদিতে সেই গুরুত্ব অনিত্য। নিত্য পরমাণুতে নিত্য। "গুরুত্ব" (এই পদটী) অনুবর্ত্তন করিতেছে (অর্থাৎ গুরুত্ব নিত্য)। সেই গুরুত্ব অসমবায়ি, (অর্থাৎ) অসমবায়ি কারণ। পতনাখ্য অর্থাৎ আদ্য পতনে। (অর্থাৎ, আদ্যপতনের প্রতি গুরুত্ব অসমবায়িকারণ, যেহেতু দ্বিতীয়াদি পতনের প্রতি অসমবায়ি কারণ বেগ)।

দ্রবত্ব নিরূপণ করিতেছেন। সাংসিদ্ধিক ইতি। দ্রবত্ব দুই প্রকার সাংসিদ্ধিক ও নৈমিত্তিক। দ্বিতীয় অর্থাৎ নৈমিত্তিক।

পরমাণুতে ইতি। অর্থাৎ জলপরমাণুতে দ্রবত্ব নিত্য। অন্যত্র, অর্থাৎ পৃথিবী পরমাণু ও জলদ্ব্যণুকাদিতে যে দ্রবত্ব আছে তাহা অনিত্য। কোন তেজে ও কোন পৃথিবীতে নৈমিত্তিক দ্রবত্ব আছে। আর সেস্থলে নৈমিত্তিক এই শব্দেরই বা কি অর্থ তাহা দেখাইতেছেন ॥ ১৫৩ ॥ ১৫৪ ॥ ১৫৫ ॥

---

* এ কথা অবশ্য বিজ্ঞান বিরুদ্ধ, বায়ুাদিতেও গুরুত্ব প্রমাণ সিদ্ধ।

ভাঃ পঃ—বহ্নিসংযোগ জন্য যে দ্রবত্ব তাহাকে নৈমিত্তিক দ্রবত্ব বলে। উহা সুবর্ণ ও ঘৃতাদিতে থাকে। দ্রবত্ব স্যন্দনের (ক্ষরণের) হেতু (অসমবায়ি কারণ) ও উহা সংগ্রহের (শক্তু প্রভৃতির নিবিড় সংযোগের, ঘনীকরণের) নিমিত্ত কারণ ॥ ১৫৬ ॥

নৈমিত্তিক ইত্যাদি। বহ্নি ইতি। নৈমিত্তিক দ্রবত্ব অগ্নি-সংযোগ জন্য, উহা সুবর্ণাদি রূপ তেজঃ পদার্থ ও ঘৃত জতু প্রভৃতি পার্থিব পদার্থে থাকে। দ্রবত্ব ইতি। হেতু অর্থাৎ অসমবায়ি কারণ। সংগ্রহে অর্থাৎ শক্তুকাদির সংযোগ বিশেষে। সেই দ্রবত্ব, স্নেহ সংযুক্ত ইহা বুঝিতে হইবে। অতএব গলিত সুবর্ণাদির সংগ্রহ হয় না। [শক্তু প্রভৃতির ন্যায় গলিত সুবর্ণাদি ধাতুকে একত্র করা যায় না বলিয়া বলিতেছেন যে দ্রবত্বের সহিত স্নেহ (Oily substance) থাকা আবশ্যক নতুবা সংগ্রহ হয় না] ॥ ১৫৬ ॥

ভাঃ পঃ—স্নেহ জলে থাকে। অণুতে যে স্নেহ থাকে তাহা নিত্য ও অবয়বিতে (দ্ব্যণুকাদিতে) উহা অনিত্য। তৈলমধ্যে স্নেহের প্রকর্ষ বশতঃ উহা দহনের অনুকূল হয় ॥ ১৫৭ ॥

স্নেহ নিরূপণ করিতেছেন। স্নেহ জলে, অর্থাৎ কেবল মাত্র জলে থাকে। উহা (অসৌ) অর্থাৎ স্নেহ। (আশঙ্কা) পৃথিবীর মধ্যেও তৈলে স্নেহ পাওয়া যায়, অথচ ঐ স্নেহ জলীয় নহে, কারণ তাহা হইলে উহা দহনের প্রতিকূল হইত। এই আশঙ্কা নিবারণের নিমিত্ত বলিতেছেন তৈলান্তরে ইতি। তাহার প্রকর্ষ বশতঃ অর্থাৎ স্নেহের প্রকর্ষ বশতঃ তৈলে যে স্নেহ পাওয়া যায় উহাও জলীয় স্নেহ। উহার প্রকর্ষ বশতঃই উহা অগ্নির আনুকূল্য করে। জল অপকৃষ্ট-স্নেহ, (অর্থাৎ জলে যে স্নেহ থাকে তাহা অপকৃষ্ট স্নেহ)। এই নিমিত্তই জল বহ্নি নাশ করে, ইহাই ভাবার্থ ॥ ১৫৭ ॥

ভাঃ পঃ—সংস্কার ভেদ যথা বেগ, স্থিতিস্থাপক ও ভাবনা। মূর্ত্ত বস্তুমাত্রেই বেগ থাকে। ঐ বেগ কোথাও কর্ম্মজ কোথাও বা বেগজ ॥ ১৫৮ ॥

সংস্কার নিরূপণ করিতেছেন, সংস্কারভেদ ইতি। অর্থাৎ বেগ, স্থিতিস্থাপক ও ভাবনা ভেদে সংস্কার তিন প্রকার। মূর্ত্তমাত্র ইতি। কর্ম্মজ ও বেগজ ভেদে বেগ (force) দুই প্রকার। নোদন-(Impetus ধাক্কা দেওয়া)-জন্য ক্রিয়ার দ্বারা শরীরাদিতে বেগ উৎপন্ন হয়, সেই বেগ দ্বারা পূর্ব্ব কর্ম্ম নাশ হয় (অর্থাৎ সেস্থলে কর্ম্মের নাশক উত্তর সংযোগ নাই বলিয়া বেগই কর্ম্মনাশক বলিয়া কল্পিত হয়), তাহার পর উত্তর কর্ম্মোৎপত্তি। এইরূপ অগ্রেও (অর্থাৎ উত্তর কর্ম্ম দ্বারাও পূর্ব্ব বেগ নাশ তাহার পর বেগান্তরোৎপত্তি ইত্যাদি ক্রমে চলিয়া থাকে)। কর্ম্মও কর্ম্মান্তরের প্রতিবন্ধক বলিয়া বেগ ব্যতিরেকে পূর্ব্ব কর্ম্মের নাশ ও উত্তর কর্ম্মের উৎপত্তি হইতে পারে না। যেস্থলে বেগ বিশিষ্ট কপাল দ্বারা উৎপন্ন ঘটে বেগ উৎপন্ন হয় সেস্থলে বেগ বেগজ॥ ১৫৮॥

ভাঃ পঃ—স্থিতিস্থাপক সংস্কার পৃথিবীতে থাকে। কাহারও কাহারও মতে উহা পৃথিব্যাদি চারিটীতেই থাকে। উহা অতীন্দ্রিয় ও কোন কোন স্থলে স্পন্দের (কম্পনের, গতির) প্রতিও কারণ হয়॥ ১৫৯॥

স্থিতিস্থাপক ইত্যাদি। অতীন্দ্রিয় ইতি। কারণ, বৃক্ষাদির শাখা আকর্ষণ করিয়া পরিত্যাগ করিলে উহা যে পুনর্ব্বার পূর্ব্ব স্থানে গমন করে তাহা স্থিতিস্থাপকসংস্কার সাধ্য *। কেহ কেহ ইতি। কেহ কেহ পৃথিব্যাদি চারিটী দ্রব্যেই স্থিতিস্থাপক সংস্কার স্বীকার করেন, তদ্বিষয়ে কোন প্রমাণ নাই ইহাই ভাবার্থ। উহা অর্থাৎ স্থিতিস্থাপক সংস্কার। কোন কোন স্থলে অর্থাৎ আকৃষ্ট শাখাদি স্থলে (অর্থাৎ আকৃষ্ট শাখাদিকে পরিত্যাগ করিলে যে উহা স্পন্দিত হয় ও পুনর্ব্বার স্বস্থানে গমন করে তাহা স্থিতিস্থাপক সংস্কারের ফল)॥ ১৫৯॥

ভাঃ পঃ—ভাবনাখ্য সংস্কার জীববৃত্তি ও অতীন্দ্রিয়। উপেক্ষার অনাত্মক যে নিশ্চয় তাহা ঐ সংস্কারের প্রতি কারণ॥ ১৬০॥ উহা (ঐ সংস্কার) স্মরণেও প্রত্যভিজ্ঞার প্রতি হেতু। ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম অদৃষ্ট (ধর্ম্ম ও অধর্ম্মকে অদৃষ্ট বলে)। ধর্ম্ম স্বর্গাদির কারণ॥ ১৬১॥

---

* বেগ উত্তরদেশ সংযোগজনক ক্রিয়ার জনক, উহার যথা-পূর্ব্বসংযোগ জনক ক্রিয়োৎপাদকতা নাই। সুতরাং বেগ দ্বারা স্থিতিস্থাপক অন্যথাসিদ্ধ নহে। দিনকরী।

ভাবনাখ্য ইত্যাদি। তাহার অর্থাৎ সংস্কারের। উপেক্ষাত্মক (অনবধানাত্মক) জ্ঞান হইতে সংস্কারোৎপত্তি হয় না সেই নিমিত্ত "উপেক্ষানাত্মক" এইরূপ কথিত হইল। (উপেক্ষানাত্মক) সংশয় স্থলে সংস্কার উৎপন্ন হয় না বলিয়া, নিশ্চয় (উপেক্ষানাত্মক নিশ্চয়) এই কথা বলা হইল। অতএব উপেক্ষান্যনিশ্চয়ত্বরূপেই সংস্কারের প্রতি কারণতা (ইহাই ভাবার্থ) ॥ ১৬০ ॥

যদি বল "স্মরণের প্রতি উপেক্ষান্যনিশ্চয়ত্ব রূপেই কারণতা, সেই নিমিত্ত উপেক্ষাদি স্থলে স্মরণ হয় না, এইরূপ হইলে (অর্থাৎ উক্ত প্রকারে উপেক্ষাত্মক জ্ঞান হইতে স্মৃতির বারণ হইলে) সংস্কারের প্রতি জ্ঞানত্ব রূপেই হেতুতা হউক" *, তাহাতে বক্তব্য এই যে বিনিগমনা-বিরহ-প্রযুক্ত [বিনিগমনা, একপক্ষপাতিনী যুক্তি, এক পক্ষেরই সাধিকা যুক্তি] সংস্কারের প্রতি উপেক্ষান্যনিশ্চয়ত্ব রূপে হেতুতা সিদ্ধ আছে। আর এক কথা, উপেক্ষা স্থলে সংস্কার কল্পনার গৌরব বশতঃ, সংস্কারের প্রতি উপেক্ষান্যত্ব রূপে হেতুত্ব সিদ্ধ আছে †।

ঐ (অসৌ) অর্থাৎ সংস্কার। তাহাতে (অর্থাৎ সংস্কার স্বীকারের) প্রমাণ দেখাইতেছেন। স্মরণ ইতি। এই সংস্কার স্মরণ ও প্রত্যভিজ্ঞা উৎপন্ন করে, এই নিমিত্তই সংস্কার কল্পনা করা যায়; যেহেতু ব্যাপার (Act) ব্যতিরেকে পূর্ব্বানুভবের স্মরণাদি জননে সামর্থ্য নাই, কারণ, স্ব (নিজে) বা স্বব্যাপার এই দুইয়ের অন্যতরের অভাব স্থলে কারণত্বের অসম্ভব ‡।

* সংস্কার উপেক্ষান্য-নিশ্চয় জন্য ও স্মৃতি সংস্কার জন্য এ কথা না বলিয়া, প্রথম হইতেই স্মৃতি উপেক্ষান্য-নিশ্চয় জন্য ও সংস্কার, জ্ঞান জন্য বলিলেই চলিতে পারে ইহাই আপত্তি।

† যদি কেবল জ্ঞানত্ব রূপেই সংস্কারের প্রতি কারণতা বলা যায় তাহা হইলে উপেক্ষা স্থলেও সংস্কার হয় ইহা বলিতে হইবে, কিন্তু সে সংস্কার হইতে স্মৃতি হয় না, সুতরাং ঐরূপ স্থলে সংস্কার কল্পনার আনর্থক্য হইয়া পড়ে।

‡ অর্থাৎ কার্য্যকালে কারণ বা কারণের ব্যাপার এই উভয়ের অন্ততঃ একটী না থাকিলে কার্য্য হইতে পারে না; অতএব স্মৃতিকে অনুভব জন্য বলিতে হইলে স্মৃতিকালে অনুভবের নাশ হেতু তৎকালে অনুভবের ব্যাপার স্বরূপ কোন একটী পদার্থ স্বীকার করিতে হইবে, ঐ পদার্থই সংস্কার।

"প্রত্যভিজ্ঞার প্রতি তত্তৎসংস্কারের (সেই সেই সংস্কারের) হেতুত্ব প্রযুক্ত, সংস্কার জন্য বলিয়া প্রত্যভিজ্ঞার ও স্মৃতিত্বের আপত্তি হইয়া উঠে" [প্রত্যভিজ্ঞা ও তত্তৎসংস্কার জন্য সুতরাং উহাও স্মৃতি"] ইহা বলিতে পারা যায় না, কারণ সংস্কার-জন্যত্বের, স্মৃতিত্বের প্রতি প্রযোজকত্ব (নিয়ামকত্ব) নাই [অর্থাৎ সংস্কারজন্য হইলেই স্মৃতি হইবে এমন কোন নিয়ম নাই]। কেহ কেহ বলেন অনুদ্বুদ্ধ সংস্কার হইতে প্রত্যভিজ্ঞার অনুদয় হেতু [অনুদ্বুদ্ধ=যাহা উদ্বুদ্ধ নহে,-অর্থাৎ যে সংস্কারের উদ্বোধক কেহ নাই] উদ্বুদ্ধ সংস্কারকে হেতু বলা অপেক্ষা (উদ্বুদ্ধ সংস্কার প্রত্যভিজ্ঞার কারণ, এ কথা বলা অপেক্ষা) সেই সেই স্মরণেরই (যে যে স্মরণান্তর প্রত্যভিজ্ঞা হয়) প্রত্যভিজ্ঞার প্রতি হেতুত্ব কল্পনা করা যায়।

অদৃষ্ট নিরূপণ করিতেছেন। ধর্ম্ম ইতি। স্বর্গাদীতি। স্বর্গাদি সকল সুখ ও স্বর্গ সাধনীভূত শরীরাদির (যে দেহ আশ্রয় করিয়া স্বর্গাদি সুখ ভোগ হয়) সাধন ধর্ম্ম, ইহাই অর্থ। তাহাতে (অর্থাৎ ধর্ম্ম স্বীকারে) প্রমাণ দেখাইবার নিমিত্ত বলিতেছেন যাগাদীতি। যাগাদির ব্যাপার রূপে ধর্ম্ম কল্পনা করা হইয়া থাকে। অন্যথা, (ধর্ম্ম স্বীকার না করিলে) যাগাদির বহুকালবিনষ্টতা প্রযুক্ত ও নির্ব্যাপারতা নিবন্ধন (cf স্ব-স্বব্যাপারান্যতরাভাবে কারণত্বাসম্ভবাৎ) কালান্তরভাবিস্বর্গজনকত্ব থাকে না; অতএব আচার্য্য (উদয়ন) বলিয়াছেন "চিরধ্বস্ত (বহুদিন বিনষ্ট) কর্ম্ম অতিশয় (অপূর্ব্ব) ব্যতিরেকে ফলজননে সমর্থ হয় না" *।

ভাঃ পঃ—উহা (ধর্ম্ম) গঙ্গাস্নানাদি ও যাগাদির ব্যাপার রূপে কীর্ত্তিত। উহা কর্ম্মনাশা নদীর জলস্পর্শাদি দ্বারা নাশ্য বলিয়া অভিমত ॥ ১৬২ ॥

(আশঙ্কা) (ধর্ম্মাদি স্বীকার না করিয়া) যাগধ্বংসকেই ব্যাপার বলা যাউক; যদি বল প্রতিযোগী (যাগ) ও তদ্ধ্বংসের এক স্থলে জনকতা হইতে পারে না, তাহাতে বক্তব্য এই যে, সর্ব্বত্র সেরূপ বলিবার কোন

---

* যাগাদি করিবার বহুকাল পরে স্বর্গাদি ফল হয়, কিন্তু ফলকালের বহু পূর্ব্বেই ফলের কারণ স্বরূপ যাগাদি বিনষ্ট হইয়া থাকে, সুতরাং যদি তৎকালে যাগাদির ব্যাপার স্বরূপ কিছু স্বীকার না করা যায় তাহা হইলে স্বর্গাদি ফলের অনুপপত্তি হইয়া উঠে, এই জন্য যাগাদির ব্যাপার রূপে, ধর্ম্ম, অপূর্ব্ব, অতিশয় ইত্যাদি স্বীকার করা যায়।

প্রমাণ নাই। "যদি বল তোমার মতে (যাগধ্বংসকে যিনি ব্যাপার বলেন তাঁহার মতে) ফলের আনন্ত্য হইয়া উঠে [অর্থাৎ ধ্বংসকে ব্যাপার বলিলে উহার নিত্যত্ব প্রযুক্ত ফলের আনন্ত্য হইয়া পড়ে, ব্যাপার চিরকাল আছে সুতরাং তাহার ফল স্বর্গাদিও চিরকাল ঘটিতে পারে); আমার মতে (অপূর্ব্ববাদীর মতে) চরম ফল অপূর্ব্বের নাশক বলিয়া সেরূপ হইতে পারে না (চরম ফল অপূর্ব্বের নাশক সুতরাং চরম ফলের পর অপূর্ব্ব নষ্ট হয় বলিয়া অপূর্ব্ব জন্য স্বর্গাদি হইতে পারে না")। তাহাতে বক্তব্য এই যে কালবিশেষের সহকারিত্ব প্রযুক্ত সেরূপ হইতে পারে না [যদি কেবল যাগধ্বংসই ফলের প্রতি কারণ হইত তাহা হইলে উহা চিরকাল স্থায়ী বলিয়া ফলের আনন্ত্য হইতে পারিত, কিন্তু কেবল উহা কারণ নহে, উহা কালবিশেষকে সহকারী রূপে পাইয়া ফলোৎপন্ন করে, সুতরাং সেই কালবিশেষ সর্ব্বদা না থাকায় ধ্বংস থাকিলেও ফলোৎপত্তি হইতে পারে না]। এই নিমিত্ত (এই পূর্ব্বপক্ষ নিরাস করিবার নিমিত্ত) বলিতেছেন গঙ্গাস্নানেতি। গঙ্গাস্নানের স্বর্গ-জনকত্ব-প্রযুক্ত, অনন্ত জলসংযোগধ্বংসের ব্যাপারতা অপেক্ষা লাঘব বশতঃ এক "অপূর্ব্ব" কল্পনা করা হইয়া থাকে, ইহাই অভিপ্রায় [অর্থাৎ ধ্বংসকে ব্যাপার বলিলে গঙ্গাস্নানাদি জলসংযোগ ধ্বংসকে ব্যাপার বলিতে হয়, সুতরাং লাঘব বশতঃ এক অপূর্ব্ব কল্পনাই ভাল] ॥ ১৬১ ॥

(পুনর্ব্বার আশঙ্কা)—ধ্বংসকেও ব্যাপার বলিবার প্রয়োজন নাই। যদি বল নির্ব্যাপার (ব্যাপার শূন্য) অথচ বহুকাল নষ্ট (কারণের) কারণতা কিরূপ করিয়া হইবে; তাহাতে বক্তব্য এই যে, সেস্থলেও অনন্যথাসিদ্ধ-নিয়ত পূর্ব্ববর্ত্তিত্ব রূপ কারণতা আছে। অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তিত্ব চক্ষুঃ-সংযোগাদির কারণতার ঘটক, কিন্তু কার্য্যকালবৃত্তিত্ব যেরূপ সমবায়ি-কারণের কারণত্বের ঘটক, সেইরূপ সর্ব্বত্র কারণত্বের ঘটক নহে *।

* অর্থাৎ কারণ হইলেই যে তাহাকে ক্রিয়ার অব্যবহিত পূর্ব্বে থাকিতে হইবে এরূপ কোন নিয়ম নাই। সমবায়িকারণ স্থলে যেরূপ কারণের কার্য্যকালবৃত্তিত্ব আবশ্যক সেইরূপ অসমবায়ি,কারণাদি স্থলে কারণের কার্য্যাব্যবহিত-পূর্ব্ববর্ত্তিত্ব আবশ্যক নাই। সুতরাং স্বর্গাদি ফল যাগ-জন্য স্বীকার করিলেও সেস্থলে কারণের অব্যবহিত পূর্ব্ববৃত্তিত্ব সিদ্ধির নিমিত্ত ধ্বংস বা অপূর্ব্বাদিব্যাপার স্বীকার করিবার প্রয়োজন নাই, ইহাই পূর্ব্বপক্ষ-মতের সার।

এইজন্য (এই মত নিরাসের নিমিত্ত) বলিতেছেন কর্ম্মনাশেতি। যদি "অপূর্ব্ব" না থাকে তাহা হইলে কর্ম্মনাশা (নদী বিশেষের) জলস্পর্শ দ্বারা ধর্ম্মের (অপূর্ব্বের) নাশ্যত্ব হইতে পারে না। কারণ, সেস্থলে জলস্পর্শ দ্বারা যাগাদির নাশ বা প্রতিবন্ধ অসম্ভব, কারণ উহা পূর্ব্বেই সম্পাদিত হইয়াছে। ইহা দ্বারা দেবতাপ্রীতিই (ফল গঙ্গাস্নানাদি যাগাদির) এই মতও নিরাকৃত হইল। আরও এক কথা, গঙ্গাস্নানাদিতে সর্ব্বত্র দেবতা প্রীতি অসম্ভব, কারণ দেবতা চেতন বলিয়া স্বীকার করিলেও তৎপ্রীতি (উদ্দেশ্য গঙ্গাস্নানাদির) নহে (দেবতা প্রীত্যর্থে কেহই স্নান করেন না)। আর "প্রীতির" সুখরূপত্বনিবন্ধন, বিষ্ণুপ্রীত্যাদি স্থলে তাহা অসম্ভব (আশঙ্কা, লোকে বিষ্ণুপ্রীতিকাম হইয়া কর্ম্মানুষ্ঠান করে, সুতরাং যাগাদি কাম্য কর্ম্ম জন্য ফল বিষ্ণুপ্রীতি, স্বর্গাদি নহে। তাহার সমাধানে বলিতেছেন প্রীতেরিত্যাদি)। কারণ বিষ্ণুতে জন্যসুখাদি নাই (ঈশ্বরে জন্য-সুখাদির অভাব), অতএব বলিতে হইবে যে বিষ্ণুপ্রীতি শব্দে বিষ্ণুপ্রীতি-জন্য পরাভিমত (স্বর্গবাদীর অভিমত) স্বর্গাদিই উপলক্ষিত হয়॥ ১৬২॥

ভাঃ পঃ—অধর্ম্ম নরকাদির হেতু, (উহা) নিন্দিত কর্ম্মজ। উহা প্রায়শ্চিত্তাদিনাশ্য। এই দুই গুণ জীববৃত্তি॥ ১৬৩॥ এই দুইটী বাসনা জন্য (ও ইহারা) জ্ঞান হইতেও বিনষ্ট হয়। শব্দ (দুই প্রকার) ধ্বনি ও বর্ণ। মৃদঙ্গাদি হইতে উৎপন্ন শব্দ ধ্বনি॥ ১৬৪॥ কণ্ঠসংযোগাদি-জন্য কারাদি বর্ণ বলিয়া অভিমত। সকল শব্দই নভোবৃত্তি (আকাশ নিষ্ঠ), শ্রোত্রোৎপন্ন হইলেই গৃহীত হয়॥ ১৬৫॥ বীচিতরঙ্গ ন্যায়ে উহার (শব্দের) উৎপত্তি কীর্ত্তিত হয়। কাহারও কাহারও মতে কদম্বগোলক ন্যায়ে উহার উৎপত্তি॥ ১৬৬॥ 'ক' কার উৎপন্ন হইয়াছে, 'ক' কার বিনষ্ট হইয়াছে এই বুদ্ধি বশতঃ (শব্দের) অনিত্যতা। এই সেই ককার এই জ্ঞান সাজাত্য (সমানজাতীয়ত্ব) অবলম্বন করে (অর্থাৎ এই সেই 'ক' বলিলে এই সেই ককার-সজাতীয় ককার এইরূপ বোধ হয়)॥ ১৬৭॥ "সেই ঔষধ" ইত্যাদি স্থলে সজাতীয়েও তাদৃশ প্রত্যভিজ্ঞা দেখা যায়। অতএব সমস্ত বর্ণই অনিত্য ইহা আমাদের মত॥ ১৬৮॥ ইতি শ্রীবিশ্বনাথ ন্যায়পঞ্চানন কৃত কারিকাবলী সমাপ্ত।

অধর্ম্ম ইতি। নরকাদি সমস্ত দুঃখ (কার্য্য কারণের অভেদ কল্পনা দ্বারা দুঃখ কারণকে নরক ও সুখ কারণকেও স্বর্গ বলিয়া অভিহিত হইয়াছে। স্বর্গ ও নরক শব্দের অর্থ বিজাতীয় সুখ ও দুঃখ) ও নারকিদিগের শরীরাদির সাধন অধর্ম্ম [নারকিরা যে দেহ অবলম্বন করিয়া ক্লেশ ভোগ করে সেই দেহের সাধন অধর্ম্ম]। তাহাতে অর্থাৎ অধর্ম্মে প্রমাণ বলিতেছেন [অধর্ম্ম স্বীকারের প্রমাণ বলিতেছেন] প্রায়শ্চিত্তেতি। যদি অধর্ম্ম না থাকে তাহা হইলে উহা প্রায়শ্চিত্তাদি দ্বারা নাশ্য হইতে পারে না [যাহা নাই তাহার নাশ অসম্ভব]; উহা (প্রায়শ্চিত্তাদি) ব্রহ্মহত্যাদির নাশ বা প্রতিবন্ধ করিতে পারে না, কারণ উহা (ব্রহ্মহত্যাদি) পূর্ব্বেই নষ্ট হইয়া গিয়াছে, ইহাই ভাবার্থ *। জীবেতি—যেহেতু ঈশ্বরের ধর্ম্ম বা অধর্ম্ম নাই ॥ ১৬৩ ॥ এই দুইটী অর্থাৎ ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম। বাসনা ইতি—অতএব জ্ঞানীব্যক্তি কর্ত্তৃক আচরিত সুকৃত বা দুষ্কৃত ফলোৎপত্তিতে সমর্থ হয় না ইহাই ভাবার্থ। জ্ঞান হইতেও ইতি। 'অপি'কার দ্বারা (ওকার দ্বারা) ভোগের সংগ্রহ। [অর্থাৎ কর্ম্মফল যেমন জ্ঞান দ্বারা ক্ষয়প্রাপ্ত হয় সেইরূপ ভোগ দ্বারাও হয়]। যদি বল "ভুক্ত না হইলে (ভোগ না করিলে) শত কোটী কল্পেও কর্ম্ম (ফল) ক্ষয়প্রাপ্ত হয় না" এই বচনের সহিত বিরোধ বশতঃ তত্ত্বজ্ঞানের কিরূপে ধর্ম্মাধর্ম্ম-নাশকতা হইতে পারে, অতএব বলিতে হইবে যে তত্ত্বজ্ঞানী অত্যল্পকাল মধ্যে কায়ব্যূহ দ্বারা (ভিন্ন ভিন্ন কায় অবলম্বন করিয়া) ভোগ দ্বারা সকল কর্ম্ম ক্ষয় করেন (অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞানীকেও অত্যল্প কাল মধ্যে নানাবিধ কায়ব্যূহ অবলম্বন করিয়া ভোগ দ্বারা পূর্ব্বকৃত কর্ম্মফল নাশ করিতে হয়); ইত্যাদি কথা বলিতে পারা যায় না, যেহেতু সেস্থলে (অর্থাৎ 'মাভুক্ত' ইত্যাদি শ্লোকে) ভোগ শব্দ বেদবোধিত নাশকের উপলক্ষক (অর্থাৎ ঐ শ্লোকোক্ত ভোগ পদে বেদে কর্ম্মফল নাশক রূপে উপদিষ্ট সমস্তই বুঝিতে হইবে); তাহা না বলিলে প্রায়শ্চিত্তাদি দ্বারা কেমন করিয়া কর্ম্মের নাশ হইতে পারে; অতএব উক্ত হইয়াছে "হে অর্জ্জুন, জ্ঞানাগ্নি সমস্ত

* অর্থাৎ প্রায়শ্চিত্তাদি দ্বারা ব্রহ্মহত্যাদির নাশ হয় একথা বলিবার উপায় নাই, অতএব বলিতে হইবে উহা দ্বারা ব্রহ্মহত্যাদি জন্য কোন বস্তুর নাশ হয়, সেই বস্তুই অধর্ম্ম।

কর্ম্ম ভস্মসাৎ করে" (গীতা) "সেই পরাবর (পর অর্থাৎ ধ্যানগম্য ও অবর অর্থাৎ শব্দাখ্য বেদ) ব্রহ্মের দর্শন হইলে ইহার (জীবের) কর্ম্ম সমস্ত ক্ষীণ হয় (নষ্ট হয়) [cf ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থি শ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ, ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি তস্মিন দৃষ্টে পরাবরে"। (আশঙ্কা) তাহা হইলে (যদি জ্ঞান দ্বারা সর্ব্ব কর্ম্মের ধ্বংশ হয়) তত্ত্বজ্ঞানীর শরীর স্থিতি ও সুখ দুঃখাদি হইতে পারে না, যেহেতু ব্রহ্ম জ্ঞান দ্বারা তাঁহার সমস্ত কর্ম্মই নষ্ট হইয়াছে [দেহ কর্ম্ম জন্য, সুতরাং কর্ম্মাভাবে দেহ অসম্ভব], এ কথা বলিতে পার না; যেহেতু জ্ঞান দ্বারা প্রারব্ধেতর কর্ম্মেরই নাশ হয়। সেই সেই শরীরও ভোগের জনক যে কর্ম্ম তাহাকেই প্রারব্ধ কর্ম্ম বলে (অর্থাৎ যে সকল কর্ম্মের ফলে শরীর উৎপন্ন হয় সেই সেই কর্ম্ম প্রারব্ধ কর্ম্ম those acts which have already begun to bear fruit) ও সেই অভিপ্রায়েই মাভুক্ত ইত্যাদি বচন উক্ত হইয়াছে (অর্থাৎ ভোগ না করিলে প্রারব্ধ কর্ম্ম নাশ হয় না)।

শব্দ নিরূপণ করিতেছেন শব্দ ইতি। নভোবৃত্তি অর্থাৎ আকাশ-সমবেত। দূরস্থ শব্দ শুনিতে পাওয়া যায় না, এই নিমিত্ত বলিতেছেন শ্রোত্র ইতি॥ যদি বল, মৃদঙ্গাদ্যবচ্ছেদে উৎপন্ন শব্দ আবার শ্রোত্রা-বচ্ছেদে কিরূপ উৎপন্ন হয় তাহাতে বলিতেছেন বীচীতি। প্রথম শব্দ দ্বারা সেই শব্দের বহির্দেশস্থ দিগবচ্ছেদে (দিক্=space) অন্য শব্দ উৎপন্ন হয়, সেই শব্দ দ্বারা আবার তাহার (দ্বিতীয় শব্দের) ব্যাপক শব্দান্তর উৎপন্ন হয়, এইরূপে ক্রমে শ্রোত্রাবচ্ছেদে উৎপন্ন হইলে জ্ঞান বিষয় হয় ইতি *।

কদম্ব ইতি। প্রথম শব্দ হইতে দশদিকে দশটী শব্দ উৎপন্ন হয়, সেই সকল শব্দ হইতে আবার অন্য দশ শব্দ উৎপন্ন হয় ইহাই ভাবার্থ। এই মতে গৌরব দোষ প্রযুক্ত "কাহার মতে" এইরূপ উক্ত হইয়াছে [এই মতে ঐককেন্দ্রিক বৃত্তাকারে শব্দোৎপত্তি হইয়া ক্রমশঃ কর্ণে শব্দ

---

* যেমন নদীতে একটী তরঙ্গ হইতে ক্রমে ক্রমে অনেক তরঙ্গ উৎপন্ন হইয়া, প্রথম তরঙ্গোৎপত্তির স্থান হইতে বহুদূরে তরঙ্গ উৎপন্ন হয়, তদ্রূপ মৃদঙ্গাদ্যবচ্ছেদে উৎপন্ন শব্দ শ্রোত্রাবচ্ছেদে উৎপন্ন হইলেই জ্ঞানের বিষয় হয়। ইউরোপীয় পণ্ডিতদিগেরও এই মত।

উৎপন্ন হয়] ॥ ১৬৬ ॥ শব্দ নিত্য, উহার উৎপত্তি কিরূপে হইতে পারে, এই নিমিত্ত বলিতেছেন উৎপন্ন ইতি। অর্থাৎ উৎপাদ-বিনাশ বুদ্ধিশালিত্ব প্রযুক্ত শব্দের অনিত্যতা।

(আশঙ্কা)—"সেই এই ককার" ইত্যাদি প্রত্যভিজ্ঞা বশতঃ শব্দ সকল নিত্য, সুতরাং (পূর্ব্বোক্ত) উৎপাদ-বিনাশ-বুদ্ধি ভ্রমরূপ বলিতে হইবে" এই নিমিত্ত বলিতেছেন ইহা সেই ইতি। সাজাত্য ইতি। অর্থাৎ সেস্থলে ("এই সেই ককার" ইত্যাদি স্থলে) সজাতীয়ত্বই প্রত্যভিজ্ঞার বিষয় "তদ্ব্যক্তির সহিত অভেদ" এই জ্ঞান (প্রত্যভিজ্ঞার বিষয়) নহে, যেহেতু তাহা না বলিলে পূর্ব্বোক্ত উৎপাদ বিনাশশালি-প্রতীতির সহিত বিরোধ ঘটে। এইরূপে (অর্থাৎ প্রত্যভিজ্ঞার সজাতীয়-বিষয়ত্ব হইলে) দুইটী প্রতীতিরই (অর্থাৎ উৎপাদ প্রতীতি ও প্রত্যভিজ্ঞা এই দুই প্রতীতিরই) অভ্রমত্ব (ভ্রম-শূন্যত্ব) সিদ্ধ হয় ॥ ১৬৭ ॥ যদি বল সজাতীয় স্থলে "ইহা সেই" এই প্রত্যভিজ্ঞা কোথা দেখিয়াছেন? তজ্জন্য বলিতেছেন। তদেবেতি। যেহেতু যে ঔষধ আমি করিয়াছি, সেই ঔষধই অন্যে করিয়াছে এইরূপ দেখা গিয়াছে (সুতরাং "সেই এই" এইরূপ সজাতীয়ত্ব বিষয়ক প্রত্যয়ের অসদ্ভাব নাই) ইহা ভাবার্থ ॥ ১৬৮ ॥

ইতি শ্রীমহামহোপাধ্যায় বিদ্যানিবাস ভট্টাচার্য্যের পুত্র
শ্রীযুত বিশ্বনাথ পঞ্চানন ভট্টাচার্য্য বিরচিত
সিদ্ধান্ত মুক্তাবলী গ্রন্থে গুণ নিরূপণ।
এই গ্রন্থও সমাপ্ত হইল।

GLOSSARY OF TECHNICAL TERMS USED IN THE BHASA-PARICHCHHEDA SIDDHA'NTA MUKTAVALI.

(সংখ্যাগুলি অনুবাদের পৃষ্ঠাঙ্ক সূচক)।

(II) এই চিহ্ন দ্বারা অনুবাদের দ্বিতীয় খণ্ড বুঝিতে হইবে।

অ

অকারণগুণপূর্ব্বক ৫১ ও ১২২—Not caused by the quality abiding in the material cause of a thing, as the colour of a jar due to a process of heating cannot be said to be caused by the colour of its component parts.

অখণ্ডোপাধি ৭৩, ১০৪ II— An *upadhi* or common property, other than a genus, which is cognised out of all reference to the quality which determines its application ; such as প্রতিযোগিতাত্ব, ভাবত্ব, অধিকরণতাত্ব &c. [যে ধর্ম্মের প্রকারতার অবচ্ছেদক নাই তাহা অখণ্ডোপাধি]। In these cases the *upadhis* are cognised without their avachchhedaka, viz—প্রতিযোগিতাত্বত্ব, ভাবত্বত্ব, অধিকরণতাত্বত্ব &c. rising (floating in the language of Nyaya) in the plain of consciousness, unlike in the case of common terms, where their perception is accompanied by the perception of the qualities which determine their connotation. For instance, when one cognises a man he cognises at the same time the quality or ধর্ম্ম which determines its connotation, viz—manhood or মনুষ্যত্ব।

অতিব্যাপ্তি ২০, ২১, ৯০— An unwarrantable extension (of a definition or principle).

অতিশয় ৫৯, ১৭৬, ১৮৬ — A special power to produce an effect, as in 59 ; something which did not exist before—some peculiarity as in 176 and 186.

অত্যন্তাভাব ৪, ১৮— Negation.

অনুগুণ— That which directly or indirectly helps in the production of an effect.

অর্থান্তর—১৪— A thing which is different from what is sought to be proved.

অর্থাপত্তি ১৬৬— A kind of proof—presumption, as when a man who is known to abstain from taking any food during the day, grows fat, the inference that he must be taking food at night, is a case of অর্থাপত্তি or presumption.

অধ্যাহার ১০১ II— Something understood.

অনবচ্ছেদক ৮৪— That which is not an avachchhedaka or a quality determining the connotation of a term.

অনবস্থা ১২, ১৬৮— Regress to infinitum.

অনভ্যাস দশাপন্ন ১৫৩ — When applied to an act of knowledge, it means a kind of knowledge of which the truth has not been verified by test.

অনভ্যুপগম ১৪০— Non-perception.

অনুকূল তর্ক — A supposition or a conditional statement in favour of a proposition. The proposition for instance, 'কার্য্যত্বং যদি কৃতিজন্যত্বব্যভি- চারি স্যাৎ তদা কৃতিজন্যতাবচ্ছেদকং ন স্যাৎ' (p. 5) is an *anukul tarka* with respect to the proposition, that whatever is an effect has a conscious agent for its cause.

অনুগত ধর্ম্ম ১১৫— Common property.

অনুগম ১০০ II— Generalisation.

অনুপপত্তি ১১৭— Want of logic or argument, inconsistency &c.

অনুপলব্ধি :৬— Non-realisation, non-perception.

অনুপলম্ভ ১৬৮— Non-perception.

অনুপসংহারী ৯৯, ১০২— A kind of fallacy consisting in the minor term (পক্ষ) standing for every known thing. e. g., সর্ব্বং বাচ্যং প্রমেয়ত্বাৎ. (Every thing may be expressed in words because of the fact of its being an object of proof).

অনুল্লেখীভূত— Not expressed in words.

অনুব্যবসায় ১৭৩, ৭২— Literally—an act of knowledge succeeding the one immediately preceding it—the perception of an act of knowledge—as when after perceiving a jar one realises that he has a knowledge of the jar.—The second act of knowledge is known as an অনুব্যবসায়. In other words it is knowledge with the notion of self as knower superadded.

অনুভূতি ৬৬— Perception.

অনুমা ৮২— Inference.

অনুমান ৫ – Ditto.

অনুমিতি ৬৬, ২২- Ditto.

অনুযোগী— See অনুযোগিতা।

অনুযোগিতা ১২— The quality of being an "Anuyogi". When a thing stands to another in a particular relation (sambandha), that upon which it stands

or is supposed to stand is called অনুযোগী (Anuyogi), while it itself is called প্রতিযোগী in regard to the relation. Thus a jar standing on the ground in the relation of sanyoga (ordinary contact) is the "Pratiyogi" and the ground is the "anuyogi" of the relation (সংযোগ) sanyoga.

অনুষঙ্গ ৬৫— An addition, a thing understood.

অনুপপত্তি 105, Part II— Failure, improbability, impossibility.

অনেকদ্রব্যত্ব ২৮— Quality of a দ্রব্য which is other than an atom.

অনেকদ্রব্যসমবেতত্ব ২৮— Quality of অনেকদ্রব্যসমবেত or of a thing existing in more than one দ্রব্য or substance in intimate relation. The thing so existing is called অনেকসমবেত।

অনেকসমবেত ১১— See above.

অনৈকান্ত—p. 99— A hetu (middle term) which is (1) either more extensive than সাধ্য major term, or (2) not even as extensive as the same, or when it has for সাধ্য some thing of which no negation can be pedicated. Page 102. Part I.

অন্যথাখ্যাতি ১৫৫- Error.

অন্ত্যাবয়বী ৪২— A final whole which does not form part of some other অবয়বী or whole, as distinguished from the parts of a body that are no final wholes.

অন্যথাসিদ্ধ ১১৭— Superfluous--(Lit. produced by

other means—without the operation of a cause. For particular instances see pp. 25—27.

অন্যথাসিদ্ধি ২৩, ২৫—২৭— Concomitant circumstances which are not to be confounded with causes.

অন্যোন্যাভাব ১৬— Mutual exclusion or 'negation' as it is called. As in the sentence 'ঘটঃ পটো ন' [A jar is not a cloth], 'ঘট' and 'পট' are said to be mutually excluded, or in the language of *Nyaya*, পটভেদ [or the অন্যোন্যাভাব of পট—ভেদ and অন্যোন্যাভাব being synonymous terms] exists in ঘট. The particle 'ন' (no) is indicative of অন্যোন্যাভাব.

অপকৃষ্ট পরিমাণ ৩০ — Limited dimension.

অপরত্ব ১০— Proximity in time and space.

অপরা জাতি ১২— A smaller class—species.

অপবর্গ ৬৩ — Salvation.

অপূর্ব্ববাদ ১৮৭— The doctrine of Apurva (or something which did not exist before) or special merit or demerit which is supposed to inhere in the soul as the result of good or bad acts, and which brings in reward or punishment in future birth.

অপেক্ষাবুদ্ধি ৩৩— The mental necessity which gives rise to the notion of number, and which is expressed by the proposition—'This is one, this is one.' &c.

অপোহ ৫৮— Non-existence in or exclusion from everything else; such as the

attribute নীলত্ব or blueness is termed an অপোহ ধৰ্ম্ম because it is excluded from all things which are not blue. [তদ্ভিন্নাবৃত্তিত্ব মপোহঃ].

অপ্রমা ১৪৬ — False knowledge.

অবচ্ছিন্ন ৫— That which is qualified or determined by some attribute.

অবচ্ছেদক ৫ — A quality or attribute which determines the special characters of a thing. Thus when a *danda* (or a stick) becomes the *hetu* (cause) of a jar (ঘট), it is dandatva— an attribute belonging to danda; which determines its special character as hetu or cause. It is an attribute which is common to all dandas or sticks, besides being co-extensive with the causality which inheres in the danda (hetu). It therefore differentiates the causaltiy of danda from its all other aspects. It is represented by the addition of the suffix ত্ব to the word which represents the thing, of which the special character has to be determined or distinguished. Thus in the present instance, it is the character of danda (stick) as "hetu" or cause that has to be differentiated from the other characters that it may possess, and the fact is expressed by saying that *dandatva* is the *avachchhedaka* of

hetu or causality. In the same way the danda may be a *viseshya* (subject) or a *viseshana* (predicate); and in that case দণ্ডত্ব becomes the avachchhedaka of its character as viseshya or viseshana or in the language of Nyaya – বিশেষ্যতাবচ্ছেদক or বিশেষণতাবচ্ছেদক. In the above instances the special character of দণ্ড as হেতু, বিশেষ্য or বিশেষণ, or in the language of Nyaya হেতুতা, বিশেষতা, or বিশেষণতা inheres in দণ্ড and দণ্ডত্ব becomes the avachchhedaka of the same. And the special characters, such as হেতুতা etc. are said to be অবচ্ছিন্ন (limited) or determined by ঘটত্ব.

অবচ্ছেদ্য ১২০— Characterised or determined.

অবয়ব A part, also propositions in a syllogism—not used in this sense in the text.

অবয়বী ৩৮ ১২৮— A whole as distiugnished from অবয়ব or part.

অবয়ববাদিন্ ৩৮ – One who denies the existence of a whole as distinct from a collection of parts or atoms.

অবয়বিবাদিন্ ৩৮— One who considers an অবয়বী or a whole as something distinct from a mere collection of parts or atoms.

অবশ্যকল্প্ত ২৭— Which must be admitted.

অবষ্টব্ধ ১৩৬— Obstructed.

অবৃত্তি ২১— Not existing or present in something.

অব্যাপ্যবৃত্তি ৩২— Not pervading, a thing of which the presence is limited by time and space.

অব্যাপ্তি ২০— Inadequate extension, said of a definition which fails to apply to any of the things defined.

অভিঘাত ১৪৩ Part II— Impact or collision which leads to sound.

অভিভব ৪৭— Suppression.

অযাবৎ দ্রব্যভাবী ৫১— A thing which is not destroyed by the destruction of its আশ্রয় or seat of manifestation—as sound.

অলৌকিক প্রত্যক্ষ ৭৬— A perception which is independent of the sense, as the perception of a class from the perception of an individual belonging to the class.

অলৌকিক ব্যাপার ৭৮ — The same as অলৌকিক সন্নিকর্ষ।

অলৌকিক সন্নিকর্ষ ৭৮— Transcendent connection. In all acts of perception, there must be some sort of connection between the organs of sense and the objects perceived by those organs. And when ordinary 'connections' of the nature of sanyoga (contact), samavaya etc. are not possible, as when after the perception of a jar in one place one comes to have a knowledge of all jars, or after the perception of a man in one place one comes to have a knowledge of all human beings whereever they may happen to exist—the connection between the organs

of sense and the objects known, in the cases in question all jars or all human beings, is furnished by the knowledge of the jar or humanity ;—and this knowledge is called 'transcendent sannikarsha or connection.

অসমবায়ি কারণ ২৩, ২৫- A non-intimate cause, as the connection of the two parts of a jar is said to be the non-intimate cause of the jar. See the discussion on the subject on pages 23 to 26,

অসাধারণ— When applied to a হেতু or the middle term of a syllogism, it means one which is not found where সাধ্য is found.—in other words—a hetu which is not coextensive with সাধ্য. See p. 102.

অসিদ্ধি- A kind of fallacy consisting in হেতু not being present in পক্ষ, or পক্ষ and সাধ্য being wantnig in their characterstic attributes. (See pp. 104-105).

আ।

আকাঙ্ক্ষা ১০৫ II- Dependence in sense.

আকাশ ৫০— A substance (identified by many with ether) in which the quality known as sound inheres.

আপত্তি ৩— A conditional proposition intended to eliminate the presence of error in a general rule or Vyapti ;—as :—If is B, then C is D—but C is not D—therefor A is not B.

আনুপূৰ্ব্বী II ১১৩— Order or succession.

আপাদ্য ১৫৭— That which takes the place of সাধ্য in a Tarka or a conditional syllogism is called আপাদ্য, and that taking the place of হেতু is called আপাদক; as in the tarka—'If the lake be smoky, then it must have fire,—fire and smoke are respectively called আপাদ্য and আপাদক.

আপাদক ১৫৭— See above.

আন্তরালিক ১১৭ – Intermediate as আন্তরালিক স্মরণ or intermediate acts of remembrance.

আবাপ II ১০০— Presence; as the presence of the word 'ঘট' in the sentence 'ঘটমানয়' (bring the jar). The same as অন্বয়.

আভাসতা ১০০— Falsity.

আরম্ভক ২১— That which leads to the production of something.

আরম্ভকসংযোগ ১৩২— The kind of সংযোগ which leads to the creation of something.

আলয়বিজ্ঞান ৫৭— An act of knowledge having ego or self for its object.—Self-consciousness.

আলোচনজ্ঞান ৭২— The same as নির্ব্বিকল্পক জ্ঞান of the Naiyayikas—an act of knowledge pertaking more of sensation than of perception—an act of knowledge in which the objects perceived cannot be distinguished from others by means of differentiating attributes (বিশেষণ).

আসত্তি ১০৫, ১১১— Contiguity of words connected by sense in a sentence.

আসত্তি ৮০— The connections between the organs of sense and the objects of perception which results in the perceptive act. [প্রত্যক্ষপ্রযোজকসম্বন্ধঃ]

ইষ্টাপত্তি ৫৮— Literally an objection which is welcome or one which does not affect the argument.

উপরাগ ৬৩— Connection, as in বিষয়োপরাগ, পুরুষোপরাগ—connection with the objects of sense, connection with purusha or soul.

উদ্বাপ Part II 100— Absence, as in sentence 'গামানয়' (bring the cow) there is the উদ্বাপ or absence of ঘট or jar. The same as ব্যতিরেক.

উদ্ভূত ৬৮— That which may be perceived, as 'উদ্ভূতরূপ'—a colour which is perceptible.

উপকারক ১০৩— A cause.

উপনীতভান ৩১— An act of perception as the result of the transcendant connection known as jnanalakshana. [জ্ঞানলক্ষণা জন্য জ্ঞান] ।

উপপত্তি ৫৩— Explanation, reason.

উপমিতি ৬৬— Analogy.

উপলব্ধি ৬৩ এবং ৬৪ টীকা— Perception, not to be confounded with জ্ঞান (or knowledge), which in the theory of Sankhyas may be rendered by sensation. They (উপলব্ধি and জ্ঞান) are however considered identical by the Naiyayikas.

উপলম্ভ ৭৭— Perception.

উপলম্ভক ১২৩ - That which leads to the perception of a thing, as rupa or colour is the *upalambhaka* of দ্রব্য or substance.

উপস্থিতি ১০৩— Knowledge.

উপাধি ২০, ২১, ১৩০— A general property other than a jati or genus.

উভয়তঃপাশারজ্জু ১৫৬— A piece of string having a noose at each end—a dilemma.

এ।

একপক্ষপাতিনী যুক্তি ৫৮ — A decisive argument. The same as বিনিগমনা.

একপক্ষসাধিকা যুক্তি ৫৮— The same as above.

একস্বার্থবাহিত্ব ১০৬ II— The fact of travelling in the same company – See first foot-note on page 106, Part II.

একাধিকরণ - Existing in the same place or অধিকরণ।

ক।

কল্পনা ৭২— Reference to a জাতি (genus), গুণ (quality), ক্রিয়া (action), দ্রব্য (substance) etc.

কল্পনাপোঢ় ৭২ – Untouched by or unconnected with কল্পনা, or concepts having no real existence. (See preface page ll৶০).

কারণতা ৫ – Quality abiding in a cause – the fact of beng in cause.

কারণগুণোৎপন্ন— Produced by the qualities abiding in a cause.

কালাত্যয়োপদিষ্ট ৯৯— One of the five kinds of হেত্বাভাস or fallacy—the same as বাধ, which see.

কুর্ব্বদ্রূপত্ব ৫৯— Causal activity. (In Buddhist Philosophy) the property, said to abide in a cause, actually producing an effect ; as when a sprout springs from a seed, the latter is said to have that property, the absence whereof accounts for the absence of the effect (for instance, the (germination of the seed stored up in the granary.) See Dinakari, pp. 98-99, Vindhyesvari Prasad's Edition.

কেবলান্বয়িন্ ১ম ভাগ—১৯, ৩৫, ১০৮— That of which 'অভাব' or negation is not predicable, as জ্ঞেয়ত্ব (the state of being an object of knowledge), which abides in all things, there being nothing which cannot be made an object of knowledge.

কোটি ১০৩— An alternative.

ক্লিষ্ট কল্পনা ৬২— A laboured, far-fetched supposition.

ক্ষণভঙ্গবাদী— One holding the Buddhist doctrine of *kshanabhanga*, or the momentary character of all things, the doctrine being expressed in the well-known formula —'যৎ সৎ তৎ ক্ষণিকং' (whatever exists is momentary or lasts only for a kshana, or a fraction of a second.

খ।

খলেকপোত ন্যায় ১১২ ll- The example of pigeons simultaneously landing in a *khala*, or a depository of unthreshed grain, intended to illustrate the genesis of a complete act of verbal knowledge after successive acts of remembrance.

গ।

গুণ ১— Quality.

গৌরব ৮৪— Cumbrousness, superfluousness, said of a definition or explanation containing superfluous or unnecessary element. When, however, such superfluousness is considered necessary for the explanation of a fact, it is known as 'ফলমুখ', or leading to ফল or result.

গ্রহ ৪৭— Perception, an act of knowledge.

চ।

চালনীন্যায় (টীকা) ১২০ Example of a sieve, intended to illustrate the process of exclusion or exhaustion, as of particles of matter through one or other of the holes of a sieve.

জ।

জাতি ১০— Genus, class.

জাতিবাধক ১২- Obstacles to classification—consi-

	derations vitiating a classificatory process,
জাতিযোজনা ৭২—	Reference to a class.
জীবনযোনিযত্ন ১৭০, ১৮১—	Life-sustaining energy. That which is the cause of the respiratory movement. The involuntary effort which causes the respiratory movement.
জ্ঞান (সাংখ্যমতে) ৬৩,	According to the Sankhya Philosophy, the change of buddhi, or intelligence, into the forms of objects of perception, such as, a jar, a cloth, &c. Sensation.
জ্ঞানলক্ষণ ৭৮— (also termed জ্ঞানলক্ষণা)	One of the three kinds of *alaukika* or, transcendent connections between the organs of sense and the objects of perception, where the connecting link is supplied by *jnana* or knowledge. As when a man mistakes a piece of string for a snake, the knowledge he had of snakes serves as the connecting link between the object of sense and the thing perceived, there being no real contact of the organ of vision with a snake in this case. Thus, speaking generally, all mistakes in perception of the nature referred to are cases of জ্ঞানলক্ষণা সন্নিকর্ষ.

ত।

তর্ক, ১৫৭, ১৫৮—	A conditional proposition of

which the contrary is known to be true is called *'tarka'* or hypothetical inference. Thus when C is known to be not D, the inference C is D, based on the supposition – A is B, is called a *tarka*. The object of the *tarka* is to test the accuracy of a general proposition. You want to know whether A is B, and you argue. :—If A is B, then C is D, but C is not D, and so A is not B.

তাৎপর্য্য ১০৫ II— Intention of the speaker.

ত্রসরেণু— A combination of three *dvánukas* or six atoms.

দ।

দিক্ ৮— Space.

দ্রব্য ১ — Substance.

দ্ব্যণুক ২১— A combination of two atoms.

ধ।

ধর্ম্ম— Attribute.

ধর্ম্মিন্— A thing possessed of attributes.

ন।

নান্তরীয়ক ১৭৩— Intermediate.

নিত্যবিজ্ঞানবাদী— One holding the doctrine of the permanence of knowledge or self-consciousness—a Vedantist.

নিমিত্তকারণ ২৩— Instrumental cause, as a potter is said to be the instrumental cause of a jar.

নিরূঢ়লক্ষণা ১০০ II— A *lakshana* (or secondary sense)

which is so well-known as to possess the force of *sakti* or the primary sense of a word. শক্তিতুল্য-লক্ষণা— চিরপ্রসিদ্ধ লক্ষণা।

নির্ব্বিকল্পক প্রত্যক্ষ ১২— An act of perception in which the objects perceived are unconnected with one another, without their distinguishing characteristics or attributes—the same as the আলোচনজ্ঞান of the Sankhya philosopy. According to Hindu logicians, as there can be no perception properly so-called without the perception of *viseshanas* or distinguishing attributes—the knowledge of things without the *vikalpas*, or viseshanas is *apratyaksha*, or beyond the ken of the senses. According to Buddhist philosophers, all perception properly so-called is perception without any *vikalpa* or reference to class, quality, or action, or in other words, without the characterisation of the thing perceived in any way, the characterising process being a later and a complex one, which follows the first contact of the senses with the objects of perception. (See Nyaya Manjari, Vol. I., p. 93).

নির্ব্বিকল্প জ্ঞান ১২— The same as above.

নীলবৃষ—১২৯ A bull of which the body is red, the face and tail are of pale

white and hoofs and horns white,] is technically known as a 'blue bull.'

নোদন ১৪: — An impact which does not give rise to any sound.

পক্ষ ৮৩, ৯৭ — The thing represented by the minor term in a syllogism, as in the inference 'পর্ব্বতো বহ্নিমান ধূমাৎ' [The mountain is fiery because it smokes]—পর্ব্বত (mountain) is পক্ষ.

পক্ষতা ৯৭ — Is a technical term peculiar to Hindu logic, meaning the absence of a knowledge of the thing to be inferred, coupled with the absence of a desire to perform the inferential act. cf [সিষাধয়িষা-বিরহ-বিশিষ্ট-সিদ্ধ্যভাবঃ পক্ষতা.] The ideas underlying the definition seem to be that in the first place there is no inference when the thing to be inferred is known, and, in the second place, even when the thing to be inferred is known there may be an inference when the desire to perform the inferential process is not absent. The word পক্ষতা as defined above must not be confounded with the quality abiding in a পক্ষ.

পক্ষধর্ম্মতা ৮৪ — The same as পক্ষবৃত্তিতা, or presence in the পক্ষ.

পণ্ড ১৭৬— Useless, that which does not lead to any result, as পণ্ড অপূর্ব্ব.

পণ্ডপ্রাগভাব — An antecedent negation which is

never followed by a state of existence. Pragabhava means *antecedent negation*—as the pragabhava of a jar means its non-existence until such time when it comes into being. But there are things which never come into existence at all, and it is useless to admit pragabhava in their case. The existence of pragabhava in such cases is known as *panda* (fruitless) pragabhava.

পদস্ফোট ১১৩— The eternal word-form, supposed to underlie each word, which is a mere collection of sounds indicated by letters.

পদার্থ — A category as in page 6, Part I, also the meaning of a word (p. 97. II.)

পরত্ব ১০, ৩১— Distance as well as seniority in age.

পরমাণু ২১, ৪০— An atom.

পরাজাতি ১২— A comprehensive class including sub-classes, such as সত্তা, which includes দ্রব্য (substance), গুণ (quality) and কর্ম্ম (action) ; a genus.

পরামর্শ ৬৭, ৮২, ৯৭— Knowledge that a *vyapya* or a thing which is pervaded by something else—or which is an invariable concomitant of that thing, as smoke (ব্যাপ্য) is of fire, exists in পক্ষ is called পরামর্শ in Hindu logic ;—as in the inference 'The

mountain is fiery'—the knowledge that smoke, which is the ব্যাপ্য of fire, exists in the পক্ষ or mountain is called পরামর্শ. It has no synonym in English and in rendered by 'consideration' by Dr. Roer.

পরিণাম ৬৪— (According to the Sankhyas) the change of one substance into another—as the change of *Prakriti* into *Mahat* (intelligence) etc.

পরিণামী ৬৫ Things which are liable to change.

পরিমাণ ১৩৯— Dimension. When it is not perceptible to the senses, it is known as অণু or atom, when it is perceptible it is called মহৎ, while that which is the largest conceivable is called পরম মহৎ.

পর্য্যাপ্তি ১৩২— Literally, a comprehensive relation.—The kind of relation in which duality (দ্বিত্ব), trinity(ত্রিত্ব) &c. are said to inhere *collectively* in things denoted by the numbers. 2, 3, etc.

পারিমাণ্ডল্য ২১— Dimension of an atom.

পারিশেষ্য ৬৫— A process of exhaustion or exclusion.

পুরীতৎনাড়ী ৭০— The name of a particular নাড়ী or nerve, the presence of the mind in which is said to be the cause of deep slumber.

প্রকরণ ১১৫— Context.

প্রকার ৭২— Objects in an act of knowledge are called *prakaras*—as in the act

of knowledge -- I know the jar—the jar is a *prakara* to the perception. A *prakara* is the same as a ' বিশেষণ," with this difference that it has no reference to a perceptive act. Thus in the sentence 'ধূমবান্ দেশঃ' [A smoky country], দেশঃ is the বিশেষ্য and ধূম is the বিশেষণ or determining attribute. But if the above be a perceptive act, both ধূম and দেশ would be called *prakaras* in that act.

প্রকৃতি —৬২ — Primordial matter, which is the material cause of the universe according to the Sankhya philosopy.

প্রচয় ১৩৮, ১৩৯— A loose combination of parts, as in a lump of cotton.

প্রতিবন্ধকতা— The state of being a *pratibandhaka* or obstruction.

প্রতিসন্ধান ১০৩ II- Perception, knowledge.

প্রতিযোগী ১৭— The thing of which a negation is predicated, as for instance, a 'ঘট' or jar is the pratiyogi of the negation of the jar. Also of two things connected by a relation that which is regarded as resting on another is known as the *pratiyogi* and that upon which it rests is known as *anuyogi* in respect of that relation. A jar, for instance, is said to rest on its component parts known as the

kápalas in the relation of *samavaya* and so it is the pratiyogi and the kapalas the anuyogi in respect of that relation.

প্রতিযোগিতা ১২— The state of being a প্রতিযোগী. An attribute or ধর্ম্ম abiding in a প্রতিযোগী: Thus if a 'ঘট' be a pratiyogi—the pratiyogita would rest upon it.

প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক— That which being co-extensive with a *pratiyogita* limits or determines its presence; thus when a ঘট (jar) becomes a প্রতিযোগী—"ঘটত্ব" becomes the অবচ্ছেদক or the limiting property of the pratiyogita existing in the ঘট. For, wherever there is "ঘটত্ব" there is the *pratiyogita* belonging to the ঘট. Any other attribute like ঘটরূপ (colour of the jar) could not serve as the avacchedaka, simply because of its varying character. (প্রতিযোগ্যংশে ভাসমানো ধর্ম্মঃ প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকঃ।)

প্রতিযোগিবৈয়ধিকরণ্য ৯৩— The fact of not existing in the same place as the প্রতিযোগী.

প্রত্যক্ষ ৬৬, ৬৭— Perception.

প্রত্যভিজ্ঞা ১১— Recognition.

প্রত্যয় ৮— Perception, knowledge.

প্রত্যাসত্তি ২২, ২৫, ৭৯, ৮০— The same as আসত্তি, which see.

প্রমা ১৯, ১৪৯— True knowledge.

প্রমাণ— Means to the true knowledge, proof.

প্রমেয়ত্ব ১৯— The quality of being an object of proof.

প্রযোজকবৃদ্ধ ১০০ II- The [elderly] person who directs or teaches.

প্রযোজ্যবৃদ্ধ ১০০ II- The [elderly] person who is directed or taught.

প্রবৃত্তিবিজ্ঞান ৫৭— An ordinary act of knowledge as distinguished from "আত্মবিজ্ঞান" (self-consciousness), or knowledge having self for its object.

প্রসঞ্জন ৭৭— The same as তর্ক, which see.

প্রাগভাব ১৭, ২, ৭- Antecedent non-existence, as of a jar before it actually comes to exist.

প্রাদেশিক ২২— Limited to a particular spot, or seat of manifestation, as sound and the special qualities of the soul, which are never perceived outside their seats of manifestation.

ফ।

ফলমুখগৌরব ৮৪— See গৌরব।

ব।

বাধ ১০৫— A kind of fallacy consisting in the সাধ্য being absent from পক্ষ, as for instance when it is sought to be inferred that a jar while in the process of making has smell because it is made of earth (উৎপত্তিকালীনঘটো গন্ধবান্ পৃথিবীত্বাৎ), the inference gives rise to a *'badha'*, because at the time of its production the jar is devoid of all qualities, it being a dictum of Hindu logic that

all things in the first moment of their existence are devoid of quality.

জ্ঞ।

জ্ঞান ৩১, ৮২, ১০২ II— Knowledge

ভাব ১১৮ টীকা— As distinguished from অভাব or negation ; as applied to পদার্থ or category it means any one of the first six.

ভূতত্ব ৩১— The quality or attribute abiding in a *bhuta*, or one of the five elements, known as earth, water, light (tejas), air and ether (akasa).

ম।

মহত্ব ৫৭, ৭৩ — Visible dimension of some sort.

মহত্তত্ব ৬৩— (Sankhya philosophy) Intelligence as the first product of *Prakriti* (primordial matter).

মহাবয়বী ১৩১— Body as a whole as distinguished from its component parts,

মুখ্য বিশেষত্ব ৯৯ II টীকা :— The state of being a primary subject, i e., a subject which does not stand in the relation of বিশেষণ (predicate) to some other বিশেষ্য or (subject). In the sentence, 'ধূমবান্ দেশঃ' (a smoky country), the বিশেষ্যত্ব inhering in দেশ is a primary one, because the word does not stand in the relation of a বিশেষণ to some other বিশেষ্য, as in the sentence 'ধূমবৎপর্ব্বতবান্ দেশঃ' পর্ব্বতঃ, though a বিশেষ্য in relation to ধূম, is a বিশেষণ in respect to

বেশ, and is therefore not a primary বিশেষ্য or subject.

মূর্ত্তত্ব ৩০— The state of being a *murta* or, a thing having a limited dimension. The *murtas* are earth, water, light (tejas), air and mind.

য

যুক্ত ও যুঞ্জান প্রত্যাসত্তি— Two kinds of *Yogaja sannikarsha,* explained below.

যোগজ সন্নিকর্ষ ৩৮— The *sannikarsha* or the connecting link between the perceiving organ of sense and the object perceived, which is supplied by yoga or concentration of the mind. When, for instance, a yogi sees things which are beyond the ken of ordinary senses, the transcendental power acquired by yoga supplies the connecting link and is known by the term যোগজ সন্নিকর্ষ. When the yogi is so far advanced in power as to see things distant at pleasure, he is known as *Yukta,* and when he sees such things after an act of concentration of the mind he is known as *Yunjana,* and the *sannikarsha* as applied to their cases are called after them as *Yukta* and *Yunjana* respectively.

যোগারূঢ় ১০৪ II.— A word of which the sense, though determined by usage, also follows from its derivation, as পঙ্কজ, (a lotus),

where the meaning though determined by usage also follows from its derivation signifying a thing which grows in the mud.

যোগ্যতা ৭৮, II. ১০৫,১১১,১১৩— Capability of being perceived, as in p. 78, also fitness (compatibility) of relation of one thing to another. In the language of the text the presence of the self-same properties in a thing as are predicated of it.

যৌগিক ১০৪ II— A word of which the sense is determined wholly by its derivation as পাচক (cook), which is derived from the root পচ to cook with the suffixণক signifying a doer.

যৌগিক রূঢ় ১০৪ II— A word having a technical and a derivative meaning attached to it; e. g, the word উদ্ভিদ্ meansa 'plant', from its derivation—a thing that is, that sprouts up by breaking open (the ground), as also a particular form of sacrifice, from usage.

র।

রাত্রিসত্র ন্যায় ১৭৬— As in the case of the sacrifices known as *Ratri satras*, or particular forms of soma sacrifice. As the vedic injunction directing performance of these sacrifices contains no reference to merit of any kind as resulting from such performance, one is led to suppose that merit to consist in *pratishtha*

(worldly fame) from the words in praise of the sacrifices,--technically known as *arthaveda*, running as follows :—'প্রতিতিষ্ঠন্তীহৈব যে এতাঃ রাত্রীঃ উপযন্তি'—[Those who perform these *ratris* (sacrifices) acquire worldly fame even in this life.] In the same way, where there is no mention of merit of any kind as accruing from the performance of a religious act, one must infer some kind of merit from the words in praise of such act, as without some sort of merit as an incentive no effort for the performance of the same is possible.

রূঢ় ১০৪ II— A word of which the meaning is wholly determined by usage or in the language of Nyaya, by the power abiding in the word as whole (সমুদায় শক্তি), without any reference to its derivation. The meanings of words like গো (cow), ঘট (a jar), for instance, are determined entirely by usage without any reference to derivation, their derivative meanings being 'that which goes' and 'that which has happened', respectively.

রূপ— Colour

ল।

লক্ষণ— Definition.

লক্ষণা II ৯৭, ১০৫—
(অজহৎস্বার্থা লক্ষণা ১০৬, ১০৭ II—
লক্ষিত লক্ষণা ১০৬ ১০৭ II.—)

Implication. The power of a word to denote something connected with its literal meaning, when the same is not sufficient to convey the intention of the speaker or writer,—or when such meaning makes the relation of words in a sentence unintelligible. Thus in the well-known sentence 'গঙ্গায়াং ঘোষঃ' (The milkman resides in the Ganges)—the word Ganga (Ganges) taken literally makes the relation between গঙ্গায়াম্ (in the Ganges) and ঘোষঃ (milkman) unintelligible, residence in a river being an inpossibility. The word গঙ্গা cannot therefore be taken literally, and in the sentence in question it means by implication the bank of the Ganges,—which is connceted with its literal sense—a mass of water flowing in a particular channel Again, in the sentence, 'কাকেভ্যো দধি রক্ষ্যতাম্' (Protect the curd from the crows), the intention of the speaker being apparently to have the curd protected from all birds or animals that are likely to eat curd, the word কাকেভ্যঃ (from the crows) must by implication mean all beasts or birds that are likely to steal curd [দধ্যুপঘাতক]. Lakshana is of two kinds, Ajahatsvartha and Lakshita-

lakshana, of which in the first there is no complete abandonment of the real meaning of a word, as in কাকেভ্যঃ, where the word means 'crows', as well as other animals likely to steal curds'; while in the second the implied sense is indirectly connected with the true sense of the word, as in the case of 'দ্বিরেফ', which comes to mean a "blackbee"" by reason of the fact that the ordinary word for the same (viz. ভ্রমর) is spelt with two র's. In other words, as there are two র's in the word ভ্রমর, meaning a bee, the word *dvirepha* (a word having two R's) comes to mean the thing which is indicated by a word containing two R's (see p. 107 Part II, footnote).

লাঘব ১৪, ১২৭ — Law of parsimony. Simplicity as applied to a theory or definition, consisting in the explanation of the same with the fewest possible assumptions.

লৌকিক সন্নিকর্ষ ৩১, ৭৪, ৭৭— Ordinary intercourse (connection between the organs of sense and objects of perception), as distinguished from the *alaukika* or the extraordinary intercourse, under which things to be perceived need not be in immediate relation to the senses. The apprehension of all indi-

viduals included under a genus and of all objects distant and future by yogis are instances of the latter kind of sannikarsha.

ব

ব্যভিচার ১০০, ১৫৭ II— Deviation from a rule. As applied to a hetu (middle term) it means one which is not invariably connected with a সাধ্য (major term), being found in things from which the latter is absent (see p. 100.)

বাসনা সংক্রম ৫৮— Transference of *vasana* or impression.

ব্যাপার ৭৪— Connection of organs of sense with the objects of knowledge.

ব্যাপ্তি ৮৪ to ৯৬— There is no synonym for this word in English. Loosely speaking, it means the non-existence of one thing without another (অবিনাভাব), as of smoke without fire. The definition of the word as given in Karika, p. 68 of the text, runs thus :— Vyapti is the absence of the হেতু (the thing represented by the middle term) from all things not containing সাধ্য (that represented by the predicate of the conclusion) ; in other words, it is the invariable concomitance of two things, of which that possessing the larger extension is called ব্যাপক and that

of smaller extension, ব্যাপ্য. Thus, to take the well-known instance of fire and smoke, the absence of smoke from all things not containing fire is the *Vyapti* or *pervasion* of fire in smoke. Here the things being of unequal extension, the fire which possesses a larger extension, is called ব্যাপক (pervading) and the smoke which is of smaller extension is called ব্যাপ্য or thing pervaded. But they may be of equal extension in which case the *vyapti* is called সমব্যাপ্তি or of equal extension.

ব্যাপ্তিগ্রহ,১০২— Apprehension of ব্যাপ্তি or of a general rule consisting in the invariable concomitance of two things.

ব্যাপ্য ৮৩— The thing represented by the middle term in a syllogism, as *smoke* in the syllogism—'The mountain is fiery, because it contains *smoke*'.

ব্যাবর্ত্তক :৫— That which differentiates one thing from another.

ব্যাবৃত্ত—ঐ That which is differentiated.

বিজ্ঞান— Knowledge.

বিজ্ঞানবাদ ৫৭— Doctrine of Idealism.

বিজ্ঞানবাদী ৫৭— One holding the doctrine of Idealism.

বিনিগমক ২৮, ২৯, ১০২ II— Conclusive.

বিনিগমনা ১১৭— A decisive argument.

বিপক্ষ ১০৭— See under পক্ষ।

বিপর্য্যাস ১৪৭— A false knowledge, an error taking the form of certainty—as for instance, the knowledge which identifies the soul with the body. It is distinguished from the other form of error which is known as সংশয় or doubt.

বিপ্রতিপত্তি ১৪৮— A proposition in which a thing and its contrary is predicated of the same subject, as the sentence 'sound is eternal or non-eternal'.

বিভু ৬৬, ১২২, ১২৪ &c.— An all-pervading substance, such as soul, akasa, time, space.

বিরুদ্ধ ৯৯, ১০৭— The hetu (middle term) which does not co-exist with সাধ্য (major term) is called বিরুদ্ধ or *inimical.*

বিশিষ্টবুদ্ধি ১৪— An act of knowledge consisting of a subject, a predicate and a relation subsisting between the two—as the knowledge conveyed by the proposition 'দণ্ডী পুরুষ'—(the man with a stick).

বিশেষ ৬, ১৩— One of the seven categories of the Vaiseshikas—particularly the one which serves to differentiate one atom from another.

বিশেষণ ১৪— That which specialises or distinguishes a thing, as in the sentence 'ধূমবান্ পর্ব্বতঃ'(the mountain is smoky), ধূম or smoke is বিশেষণ, because it serves to distinguish the particular

mountain from others which do not contain smoke.

বিষয় ৪৩— An object of knowledge.

বিষয়তা— The quality of being an object of knowledge.

বিষয়িন— An act of knowledge (as in Karika 65, though omitted in translation by mistake.)

বিসংবাদিপ্রবৃত্তি ১৫৪ — Unsuccessful attempt at getting a thing.

বুদ্ধি ৬৬— Knowledge.

বৃত্তি ১০, ১১, ১৩, ৯৭ II— Existence in the relations of স্বরূপ, সংযোগ and সমবায় as in 10, 11, 13 &c. One of the two things—viz—Sakti or Lakshana, as in p 97, vol II.

বৃত্তিমান্— Existing in the relations mentioned under বৃত্তি.

বৈশিষ্ট্য ১৫— Relation.

বৈধর্ম্ম্য ৩১— Dissimilarity.

ব্যক্তি ১০২ II— Individual, as জ্ঞানব্যক্তি—an act of knowledge.

ব্যতিরেকি or কেবল ব্যতিরেকি ১৬৪, ১৬৫— Purely negative inference, i. e. a form of inference in which no positive instances are available for the support of the general proposition upon which it is based. All definitions are instances of this form of inference. See preface of vol. 1, p. ।৵০

শ

শক্য ১০৩ II— The thing denoted by a term, as the thing 'cow' is the শক্য of the term গো.

শক্যতা ১০৩ II — The quality of being a *sakya*.

শক্যতাবচ্ছেদক— That which limits or fixes the denotation of a term as গোত্ব of the term গো। It may be rendered by the English term *connotation*.

শক্ত ১০৪ II— A word used in its primary sense, as opposed to 'লাক্ষণিক', which is a word used in its implied or secondary sense. (See under লক্ষণা)

শক্তি ৯৭, ৯৮ II— The relation between a word and the thing denoted by it, being a desire to attach a particular meaning to a particular word. The primary meaning of a word.

শক্তিগ্রহ, ৯৮, ১০২ II— Apprehension of the primary meaning of a word.

শব্দবোধ ৯৭ II — Verbal testimony or knowledge as distinguished from perception or inference.

স।

সংযোগ ১৪২— The quality which has been defined as the connection between two things formerly unconnected, as when a bird sits upon a hill, there grows up a সংযোগ or connection between the two. See verses 115 to 120.

সংযোগী— Having *sanyoga* or connection.

সংবলন— Mixture.

সংবাদ —১৬ টীকা— Agreement ; as applied to an act it means success, or agreement

with expectations – as in সংবাদ প্রবৃত্তি, (p. 154). Thus when a man who goes to bring fire is successful in gaining it, his act or effort is said to be সংবাদী or successful (agreeing with expectation.)

সংসর্গাভাব ৬— Generic term for the three kinds of negation, known as প্রাগভাব (antecedent negation), ধ্বংস (destruction) and অত্যন্তাভাব (ordinary negation, as of a jar in a particular place).

সংস্কার ১ ৩—১৮৪ A generic term for বেগ (force), স্থিতিস্থাপকতা (elasticity) and ভাবনা (something which is the antecedent condition of memory and recognition).

সঙ্কর ১১— Lit. mixture—as applied to classification, it means cross division.

সত্তা ১০— The genus (জাতি) abiding in substance (দ্রব্য), quality (গুণ) and action (কর্ম),

সৎপ্রতিপক্ষ ১০৩—I. ১০৯— A 'পক্ষ' with a rival hetu (middle term) set up to prove the negation of a সাধ্য in an inference. When a man for instance argues that the mountain is fiery because it smokes, if another man wants to prove the contrary of the conclusion (the mountain is not fiery) and sets up

a rival *hetu* and argues—the mountain is not fiery because it contains water,* the পক্ষ mountain would be called সৎপ্রতিপক্ষ (having a rival) in each case, and no conclusion will be possible until the falsity of either of the two inferences is proved. See foot-note, page, 103 vol. I.

সন্নিকর্ষ ৩১, ৪৮, ৭৪— The relation between the organs of sense and objects of perception, which leads to the perceptive act. প্রত্যক্ষ প্রযোজক সম্বন্ধ.

সপক্ষ— See under পক্ষ.

সমনিয়ত I ১১— Co-extensive.

সমন্বয় ৩— Illustration as of a definition in a particular case.

সমবায় ৬, ১৩— Intimate relation, a relation subsisting between a whole and its component parts, between a genus (জাতি) and the substance, quality and action in which it inheres, and between a substance and the quality and action inhering in the same.

সমবায়িন্ ২০— Standing in the relation of সমবায়.

সমবায়ি কারণত্ব ২৩ The quality of being an intimate cause (সমবায়ি কারণ).

সমবায়িত্ব ২৯ — The state of being a সমবায়িন্; may mean either the state of being a pratiyogi or an anuyogi of the intimate relation (সমবায়), see p. 20, foot-note no. 3.

সমবেত ২৩— Existing in the relation of সমবায়,

generally the pratiyogi of that: relation, as a ঘট, or jar is said to be *samaveta* in the kapalas (its component parts.)

সমূহাবলম্বন ১১৭— An act of knowledge in which several objects are cognised at the same time.

সবিকল্প প্রত্যক্ষ ৭২— An act of perception in which objects perceived appear as related to one another, as ditsinguished from the নির্ব্বিকল্পক in which the objects perceived appear as ঘট (a jar) and ঘটত্ব (the genus abiding in a jar) without the one qualifying the other. In other words, it is an act of knowledge in which the objects perceived are determined by the relation in which they stand to one another. For instance, in the perception 'দণ্ডী পুরুষ' (the man with a stick), the objects দণ্ড (stick) and পুরুষ appear related to one another as subject (বিশেষ্য) and predicate (বিশেষণ), the precise relation between them being সংযোগ. see footnote P. 72.

সহচার গ্রহ ১৫৭— Perception of co-existence.

স্বরূপ— ১৬ পৃষ্ঠা টীকা— A kind of relation or sambandha, which is identified either with the pratiyogi or with the anuyogi. For example, the negation of a jar stands on the ground in the relation

of *svarupa*, being identified either with the anuyogi (ground) or the pratiyogi (the negation itself).

স্বরূপ যোগ্যতা ৪৪— Potential causality as distinguished from ফলোপধায়কত্ব or causality, actively in operation. For instance, a stick (দণ্ড) lying in a wood has the power to produce a jar, though it is not actually producing it. In the language of Nyaya it has the স্বরূপযোগ্যতা of manufacturing a ঘট, though not ফলোপধায়কত্ব (the property of actually producing an effect).

সাধন ৯৭— The performance of the inferential act.

সাধ্য ৮৩, ৯৭— The thing to be proved, the major term in a syllogism.

সাধ্যগ্রহ ১০৩— Perception or knowledge of সাধ্য or the major term.

সাধর্ম্ম্য ৫২— Common property or characteristic.

সাধারণ ৯৯, ১০৭— A kind of fallacy consisting in the hetu (the middle term) being too general, or in other words being present even where সাধ্য (the major term) is absent.

সামানাধিকরণ্য ৮৬— The state of being সমানাধিকরণ or co-existing with another.

সামান্য ৬, ১১, ২১, &c.— Genus.

সামান্য লক্ষণ ৭৮, ৮০— Knowledge of common properties or genuses use as connecting

links of perception, as for instaance the knowledge of the genus ঘটত্ব, which enables a man merely by perceiving a jar to have an idea of jars in general, is a case of সামান্য লক্ষণ or সামান্য লক্ষণা.

সাংসিদ্ধিক ১২১—	Natural.
সিদ্ধ সাধন ১৪—	Proving of a thing which is already admitted as proved.
সিদ্ধি ৯৭—	Sure knowledge of the thing to be inferred.
সিসাধয়িষা ৯৭	Desire for an act of inference.

হ।

হেতু ৯৭—	Middle term in a syllogism.
হেত্বাভাস ৯৯—	Fallacy.

N. B. For the explanation of অসিদ্ধি on page 9 read—

The Common term for three kinds of fallacy consisting (1) in the পক্ষ being non-existent; (2) in the হেতু being not found in the পক্ষ, and (3) in the হেতুতাবচ্ছেদক containing a redundant element or property. (See footnote p. 109).

শুদ্ধিপত্র ও ব্যাখ্যা।

১ম খণ্ড।

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	পৃষ্ঠা	পঙ্ক্তি	
অত্যন্তাভাব বলায় ধ্বংসও পাওয়া গেল	অত্যন্তাভাবের কারণত্ব বলায় ধ্বংসাধিকরণেও ঐ অভাব আছে বলিয়া ব্যভিচার হইল না	৪	৭	(টিপ্পঃ
উত্তেজক নামক মণি ...	উত্তেজক মণি	৭	২	,,
দ্রবত্ব ...	দ্রব্যত্ব	৮	৮	,,
স্পন্দন ...	স্যন্দন	১০	১৫	
জাতির যে সম্বন্ধ ...	জাতির ও নিত্য দ্রব্যে (পরমাণুতে) বিশেষের যে সম্বন্ধ	১৩	১৩	
বিশেষপ্রতিযোগিক ...	(ইহার পর) "দ্রব্যানুযোগিক গুণকর্ম্ম-প্রতিযোগিক হইয়া থাকে" (এই অংশ যোগ কর)	১৪	২	টীক
না স্বীকার না ...	স্বীকার না করিয়া	১৫	১	,,
প্রতিযোগিপদের ...	প্রতিযোগিবাচক পদের	১৭	৫	,,
ঘটে ...	জলে	১৯	১	,,
সধর্ম্ম্য ...	সধর্ম্মা	১৯	৫	
জ্ঞানবিষতা ...	জ্ঞানবিষয়তা	১৯	১১	টী
সুতরং খল ...	সুতরাং	১৯	১১	
দ্ব্যণুকাদির কারণ নহে ...	দ্ব্যণুকাদি পরিমাণের কারণ নহে	২২	৮	টী
তাহার ...	তাহাকে	২৩	১০	
সুতয়াং ...	সুতরাং	২৪	৪	টী
হইত ...	হইতে	২৪	১১	,,
সববেত ...	সমবেত	২৫	৬	,,
ব্যতিরেকে ...	ব্যতিরেক	২৬	৪	,,
তৎপর মহত্ত্ব ...	তৎপরমমহত্ত্ব	২৬	২০	
কবত্ব ...	কবত্ত্ব	২৭	১	টী

অশুদ্ধ		শুদ্ধ	পৃষ্ঠা	পংক্তি	
আবশ্যকৃপ্ত	...	অবশ্যকৃপ্ত	২৮	২	
কপালকপালিকাশ্রয়ত্ব	...	কপালকপালিকাসংযোগা-শ্রয়ত্ব	২৯	২৩	টী
প্রত্যক্ষ জন্য	...	প্রত্যক্ষের বিষয়	৩১	২	,,
বহিরেন্দ্রিয় জন্য	...	বহিরিন্দ্রিয় জন্য প্রত্যক্ষের বিষয়	৩১	২	,,
পরমাণুর প্রত্যক্ষত্ব হয় না	...	পরমাণুরূপের প্রত্যক্ষ হয় না	৩১	১৭	
অবচ্ছেদের অর্থ সপ্তমী	...	(ঐ অংশ উঠিয়া যাইবে)	৩২	২০	
দ্রণ্যত্ব	...	দ্রবত্ব	৩৫	১৯	
প্রত্যক্ষত্ব	...	প্রত্যক্ষ	৩৯	২	
প্রত্যক্ষত্ব	...	প্রত্যক্ষ	৩৯	৩	টী
আপ্যত্ত্বাদি	...	আপ্যত্বাদি	৪১	১৪	
স্ফটিকাদি	...	স্ফটিকত্বাদি	৪৪	৮	টী
শর্করাদি	...	শর্করাত্বাদি	৪৪	১৩	,,
স্পর্শনিষ্ট	...	স্পর্শনিষ্ঠ	৪৭	৭	
চন্দ্রান্তর্ব্বর্ত্তী	...	চন্দ্রান্তর্ব্বর্ত্তি	৪৭	১২	
“অনুষ্ণাশীত	...	“অনুষ্ণাশীত”	৪৮	৭	
তীর্য্যক্ গমনবান্	...	তির্য্যগ্ গমনবান্	৪৯	১৩	
অসমবায়ি কারণত্বাভাব	...	অগ্নিসংযোগাসমবায়িকারণ-কত্বাভাব	৫১	৬	
সংযোগবচ্ছিন্ন	...	সংযোগাবচ্ছিন্ন	৫৩	১০	
চিতামোবাৎপাদকত্বে	...	চিতামেবোৎপাদকত্বে	৫৯	৫	টী
বুদ্ধিরুপলব্ধির্জ্ঞনমিত্যনর্থান্তরং		বুদ্ধিরুপলব্ধির্জ্ঞান-মিত্যনর্থান্তরং	৬৪	৭	,,
সাদৃশজ্ঞানকরণক	...	সাদৃশ্যজ্ঞানকরণক	৬৭	১৮	
স্পর্শন	...	স্পার্শন	৬৯	১৭	
অতিন্দ্রিয়ত্বে	...	অতীন্দ্রিয়ত্বে	৭১	৬	
চক্ষুসংযোগাদির	...	চক্ষুঃসংযোগাদির	৭২	৩	
চক্ষুসংযোগ	...	চক্ষুঃসংযোগ	৭২	৮	
রূপের বিশেষণরূপে	...	বিশেষ গুণের বিশেষণরূপে	৭৩	১৮	

অশুদ্ধ		শুদ্ধ	পৃষ্ঠা	পঙ্ক্তি	
তত্ত্বংমেব যোগ্যতা	...	তত্ত্বমেব যোগ্যতা	৭৮	১	টী
ইন্দ্রিয় সম্বন্ধ জ্ঞান	...	অর্থাৎ প্রত্যক্ষপ্রয়োজক সম্বন্ধ	৮০	৩	
তাহারই ব্যাপারকে	...	তদ্বিষয়ের প্রত্যক্ষপ্রয়োজক সম্বন্ধকে	ঐ	২২	
যাহার জ্ঞান আছে ইত্যাদি		(ব্যাখ্যা) অর্থাৎ যে ঘটাদিবিষয়ক জ্ঞান আছে তদ্বিষয়ের প্রত্যক্ষপ্রয়োজক সম্বন্ধকে জ্ঞানলক্ষণা বলে।	ঐ	২২	
জ্ঞান যদি নিরূপিতবিষয়তা		জ্ঞাননিরূপিত বিষয়তা	৮১	১৩	টী
ধূমরূপে	...	ধূমত্বরূপে	৮১	১৭	
ব্যাপ্যরূপে	...	ব্যাপ্যত্বরূপে	৮২	২০	
'পক্ষিবৃত্তিত্ব"	...	"পক্ষবৃত্তিত্ব"	৮৩	৪	
অবশ্যকতা নাই	...	আবশ্যকতা নাই	৮৩	৮	টী
বৃত্তিত্বত্বাবচ্ছিন্নাভাব	...	বৃত্তিত্বত্বাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতাকাভাব	৮৫	১২	
করিয়া করিতেছেন		করিতেছেন	৮৫	১৭	
হেতুমন্নিষ্ট	...	হেতুমন্নিষ্ঠ	৮৬	৬	
হেতুতাবচ্ছেদক ধর্ম্মবত্বাকে	...	হেতুতাবচ্ছেদক ধর্ম্মবত্তাকে	৮৬	৯	টী
জাতির বৃত্তিতাই নাই	...	জাতিনিরূপিত বৃত্তিতাই নাই	৮৬	১৩	
দ্রব্য গুণকর্ম্মান্যত্ব সত্তাবশতঃ		দ্রব্যগুণকর্ম্মান্যত্ববিশিষ্ট সত্তাবশতঃ	৮৬	১৯	
জ্ঞেয়ত্বাদি	...	জ্ঞেয়ত্বাদিতি	৮৭	১১	
পূর্ব্বাপক্ষের	...	পূর্ব্বপক্ষের	৮৮	২	
রূপত্বব্যাপ্যজাতিমান্	...	রূপত্বব্যাপ্য জাতিমত্বান্	৮৮	৫	
তাহা হইলে রূপত্বব্যাপ্য জাতিমান্ নাই	...	তাহা হইলে পৃথিবীতে রূপত্বব্যাপ্য-জাতিমান্ নাই	৮৯	১	
রূপত্বব্যাপ্যজাতিমান্ নাই		পৃথিবীতে রূপত্বব্যাপ্য-জাতিমান্ নাই	৮৯	২	
দীর্ঘ দণ্ডের (সাধ্যতাবচ্ছেদকের)		দীর্ঘদণ্ডরূপ সাধ্যতাবচ্ছেদক-বিশিষ্টের	৮৯	১৯	টী
গু বিশিষ্ট গৃহে	...	দণ্ডবিশিষ্টযুক্ত গৃহে	৮৯	২৩	,,
দণ্ডত্বের অভাব	...	দণ্ডবিশিষ্টের অভাব	৮৯	২৩	টী

অশুদ্ধ		শুদ্ধ	পৃষ্ঠা	পঙ্‌ক্তি	
ঘটাধারবত্ব	...	ঘট্টাধারত্ব	৯৪	১৬	
প্ৰতিযোগী	...	প্রতিযোগী	৯৫	১৫	
বহ্নিত্ব	...	বহ্নিত্বাবচ্ছিন্নত্ব	৯৬	৪	টী
বহ্ন্যভাবের	...	বৃত্ত্যভাবের	৯৬	১১	"
বহ্নিত্বেরই	...	বহ্নিত্বের	৯৬	১৯	"
প্রত্যক্ষ থাকে	...	প্রত্যক্ষ সামগ্রী থাকে	৯৮	৭	"
হেত্বভাস	...	হেত্বাভাস	৯৯	২০	
অব্যাপ্তি	...	অপ্রাপ্তি (না যাওয়া)	১০০	৭	"
অব্যাপ্তি	...	অপ্রাপ্তি	১০০	১৪	"
উহাক	...	উহাকে	১০১	৭	"
তাহারদিগের	...	তাহাদিগের	১০২	৬	
আদিপদে হেতুর পরিগ্রহ		অর্থাৎ হেতু ও অত্যন্তাভাবের অপ্রতিযোগী হইলে ঐ দোষ হয়	১০২	টী শেষ পঙ্‌ক্তি	
সাধ্যাভাবব্যাপ্যবত্তা	...	সাধ্যাভাবব্যাপ্যব্যাপ্যবত্তা	১০৭	১	টী
ধর্ম্মাবিচ্ছিন্ন	...	ধর্ম্মাবচ্ছিন্ন	১০৮	২	
অনুপসংহারিত্বং	...	অনুপসংহারিত্ব	১০৮	১১	
বিরুদ্ধ হেতুদ্বয়ের	...	বিরুদ্ধদ্বয়ের	১০৮	১৯	

শুদ্ধিপত্র।

২য় খণ্ড।

অশুদ্ধ		শুদ্ধ	পৃষ্ঠা	পঙ্‌ক্তি
অর্থাং	...	অর্থাৎ	৯৭	৪
প্রথমান্তপদেই	...	প্রথমান্তপদার্থেই	৯৯	১৩
সুখ্যবিশেষ্যত্ব	...	মুখ্যবিশেষ্যত্ব	৯৯	১৩ (টিপ্পনী)
"ত্ত কন্তা	...	"ও কন্তা	১০১	৮
হইরা	....	হইয়া	১০২	৩
তারের স্মরণ	...	তীরের স্মরণ	১০৫	১৩

অশুদ্ধ		শুদ্ধ	পৃষ্ঠা	পঙ্‌ক্তি	
পুরুষপদের পদের	...	পুরুষপদের	১০৮	৪	টী
লুপ্তষষ্ঠী	...	লুপ্তষষ্ঠী	১০৮	২১	
যে পদের সহিত যে পদের		যে পদার্থের সহিত যে পদার্থের	১১১	১৪	
হেতু	...	হেতুক	১১৮	১৮	
যোগপস্থ	...	যৌগপদ্য	১১৯	১০	
দ্রব্যত্ব	...	দ্রবত্ব	১২২	৮, ১০, ১১, ১৬, ২৫	
দ্রব্যত্ব	...	দ্রবত্ব	১২৩	২৬	
তুণযুক্তি	...	তুলাযুক্তি	১২৭	৭	টী
সংযোগনিষ্ট	...	সংযোগনিষ্ঠ	১৩০	৮	
অর্থাৎ নাশকাতিরিক্ত ইত্যাদি		অর্থাৎ নাশকাতিরিক্ত বৈজাত্যশূন্যে যদি উৎপাদকতাবচ্ছেদক না থাকে	১৩৩	শেষ পঙ্‌ক্তি	
নাশকাতিরিক্ত যদি উৎপাদক না থাকে		নাশকাতিরিক্তে যদি উৎপাদকতাবচ্ছেদক না থাকে	১৩৪	প্রথম পঙ্‌ক্তি	(টিপ্পনী
স্বীকার করিতে হইবে	...	স্বীকার অবশ্য সম্ভাবনীয়	ঐ	৩	,,
নাশক ভিন্ন উৎপাদক নাই		নাশক ভিন্ন উৎপাদকতাবচ্ছেদক নাই	ঐ	৫	,,
দ্রব্যনিষ্ট	...	দ্রব্যনিষ্ঠ	১৩৬	৬	
প্রত্যেকনিষ্ট	...	প্রত্যেকনিষ্ঠ	১৩৭	৫	,,
Defind	...	Defined	১৫২	৭	
আবৃত্তিমান্	...	অবৃত্তিমান্	১৬৪	১০	,,
বিদ্বিষ্ট	...	বিদ্বিষ্ট	১৬৭	৩	

N. B. দ্বিতীয় খণ্ডের ভূমিকার ১।৵০ পৃষ্ঠের ফুটনোটের ৫ পঙ্‌ক্তিতে "সূত্র গ্রন্থে" স্থলে "ক্ষুদ্র গ্রন্থে" হইবে।